চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 228 Tuesday, 18 July, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২২৮ সংখ্যা ✱ ১ শ্রাবণ, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ১৮ জুলাই, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

পথ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে থানার তদন্তকারী সাব ইন্সপেক্টর (এসআই)-রাই অভিযুক্ত চালকের লাইসেন্স সাসপেন্ড করার সুপারিশ করতে পারবেন। ...বিস্তারিত পাতা ৩

বর্ধমান সেন্ট্রাল কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কে একটি বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের উদ্বোধন হল সোমবার। বাংলা সহায়তা কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন সমবায় মন্ত্রী অরুপ রায়। ...বিস্তারিত পাতা ৫

মাদকের বিরুদ্ধে যুব সমাজকে সচেতনতা না করা পর্যন্ত এই লড়াইয়ে জয় সম্ভব নয়। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত-ফ্লোরিডার গ্রীষ্মের পরিচিত রূপ অপেক্ষাটা বাড়াল। নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই ঘণ্টা পর শুরু হয় মায়ামির মেসিবরণ অনুষ্ঠান। ...বিস্তারিত পাতা ৮

সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর অনন্ত মহারাজ বললেন
'আপনাদের নিরাশ করব না'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ গ্রেটার কোচবিহার নিয়ে বারবার সরব হয়েছে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। সেই সংগঠনের প্রধান অনন্ত মহারাজ এবার রাজ্যসভায় সাংসদ নির্বাচিত হলেন। সোমবার বিজেপির তরফে তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে তিনি দাবি করেন, যে কাজের জন্য তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানো হয়েছে, তা তিনি করবেন। কাউকে নিরাশ করবেন না। গ্রেটার কোচবিহার নিয়ে তাঁর কী ভাবনা? এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ''রাজসভায় যা বলার বলব।'' দলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনন্ত মহারাজ আরও বলেন, ''আমি আপনাদের নিরাশ করব না। যে কাজের জন্য আমাকে রাজ্যসভায় পাঠানো হয়েছে, যে ভাবে আমাকে পরিচালনা করবেন, সেই ভাবে আমি কাজ করব।'' বাংলা থেকে

রাজ্যসভায় প্রথম বিজেপির সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হলেন নগেন্দ্র রায়, যিনি অনন্ত মহারাজ নামেই বেশি পরিচিত। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, ''বিজেপি যেভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে পিছিয়ে থাকা মানুষদের সামনে নিয়ে আসছে, সে ভাবেই অনন্ত মহারাজকেও সম্মান দেওয়া হল। আমরা চাই এই রাজ্যের বিষয়ে তিনি কথা বলবেন রাজ্যসভায়। অনন্ত মহারাজকে রাজ্যসভায় পাঠানো হলে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের পক্ষে, তাঁদের দাবির কথা তিনি বলতে পারবেন বলে আশা বিজেপির।'' প্রথম থেকেই শাসক দলের অভিযোগ ছিল, অনন্ত মহারাজকে রাজ্যসভার প্রার্থী করে আদতে বঙ্গভঙ্গের দাবিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে বিজেপি। এ প্রসঙ্গে অবশ্য অনন্ত মহারাজ আগেই বলেছিলেন, ''বঙ্গ ভাগ, নাকি বঙ্গ এক... এ তো সংবিধান বলবে।'' এদিনও সেই বিষয়ে কোনও কথা বললেন না তিনি। এখন দেখার অনন্ত মহারাজ তার বক্তব্যের প্রতি কতটা সুবিচার করেন।

বিজেপির ৫ সদস্যের কমিটি আসছে রাজ্যে

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাইঃ বাংলার পঞ্চায়েত ভোট ঘিরে হিংসা, অশান্তির অভিযোগ উঠছে এখনও। এই আবহে এবার পাঁচ সদস্যর কমিটি গঠন করল বিজেপি। কমিটিতে থাকা পাঁচজনই মহিলা, পাঁচজনই বিজেপি সাংসদ। পঞ্চায়েত ভোটে মহিলাদের উপর যে হামলা, হিংসা হয়েছে, মূলত সেটাই দেখবে এই কমিটি। সাংসদ সরোজ পাণ্ডের নেতৃত্বে এই কমিটি গঠন করে বিজেপি। বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জগপ্রকাশ নাড্ডা এই কমিটি গঠন করে দেন। সোমবার বিজেপির রাষ্ট্রীয় মহাসচিব অরুণ সিংহ প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। সেখানে বলা হয়েছে, বাংলার পঞ্চায়েত ভোটে মহিলাদের উপর যে হিংসা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা একটি দল তৈরি করে দিয়েছেন। এই দল বাংলার হিংসা বিধ্বস্ত এলাকায় যাবে। আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলবে। এরপর সেই রিপোর্ট জেপি নাড্ডাকে দেবে। এই দলে রয়েছেন সাংসদ সরোজ পাণ্ডে, সাংসদ রমা দেবী, সাংসদ অপরাজিতা সারেঙ্গি, সাংসদ কবিতা পাতিদার ও সাংসদ সন্ধ্যা রায়। এর আগে বিজেপি আরও একটি দল পাঠিয়েছিল। যারা উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিল। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গে কোচবিহারেও গিয়েছিল তারা। সেই দলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। তিনি কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন এ রাজ্যের সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে। বলেছিলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আফশোস করেছেন হিংসার ঘটনা নিয়ে। শুধু আফশোস করলে তো আর হবে না। পদক্ষেপও করতে হবে। একইসঙ্গে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়েও উষ্মা করেন তিনি। বারবার পুলিশের সহযোগিতা চেয়েও সাধারণ মানুষ তা পাননি বলে অভিযোগ করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সেই দলও ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দেয় জেপি নাড্ডাকেই। এবার মহিলাদের বিষয়ে দেখতে আলাদা দল পাঠাচ্ছে বিজেপি।

প্রথমে তৃণমূলই, পুনর্নির্বাচনেও তলানিতে সিপিআইএম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া পুবর্নির্বাচনের ফল ভুয়ো। এমনটাই জানাল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ওই তালিকায় থাকা সমস্ত পরিসংখ্যানই ভুয়ো বলে জানিয়েছে কমিশন। ভাইরাল তালিকায় পুনর্নির্বাচনে সিপিএম সব থেকে বেশি আসন পেয়েছে দেখানো হলেও বাস্তবে সিপিএম চতুর্থ স্থানে রয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন। দিন কয়েক আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় একটি তালিকা। বিশেষ করে বামপন্থী ও বামমনস্করা সেই তালিকা শেয়ার করেন। তাতে লেখা রয়েছে, যে ৬৯৬টি পঞ্চায়েত সিটে পুনর্নির্বাচন গয়েছে তার ফলাফল কোনও মিডিয়া বলছে না। ফলাফলটা জানুন। এর পর একটি একটি তালিকা করে লেখা রয়েছে বাম ৩৮০, কংগ্রেস ১২২, বিজেপি ৯১, তৃণমূল ৬৫, আইএসএফ ও অন্যান্য ৩৮। তবে কমিশনের তরফে সোমবার জানানো হয়েছে। সেই তালিকায় দেওয়া সমস্ত তথ্যই ভুল। গত সোমবার যে ৬৯৬টি বুথে পুনর্নির্বাচন হয়েছে তাতে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৪৭০টি আসন। বিজেপি পেয়েছে ১০৩টি আসন। কংগ্রেস পেয়েছে ৯১টি আসন। আর ৬২টি আসনে। অর্থাৎ মোট আসনের ১০ শতাংশেরও কম আসনে জিতেছে তারা। ভুয়ো তালিকায় কোনও রাজনৈতিক দল, সংগঠন বা ব্যক্তির নাম নেই। ফলে তালিকাটি কারা তৈরি করেছে তা বোঝা যাচ্ছে না। এই তালিকা নিয়ে বাম নেতারাও কোনও মন্তব্য করেননি। তাদের দাবি, দলের কোনও সোশ্যাল মিডিয়া পেইজে এই তালিকা প্রকাশিত হয়নি। তবে পুনর্নির্বাচনের ফল নিয়ে তাদের বক্তব্য, গোটা রাজ্যটাই যখন দুষ্কৃতীদের দখলে পুনর্নির্বাচনের ফল তেমন কিছু বদলানো সম্ভব নয়।

'আদালতকে নিয়ে যারা বিরূপ মন্তব্য করেন তাদের সম্মান করি না'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ আদালত ও বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলাগাম আক্রমণে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার তিনি বলেন, ''আদালতকে নিয়ে যারা বিরূপ ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করেন তাদের আমরা সম্মান করি না।'' তিনি আরও বলেন, ''সুপ্রিমো কখনও এরকম মন্তব্য করেন না।'' এদিন প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত এতটি মামলায় পর্ষদ সভাপতি গৌতম পালকে আদালতে জরুরি তলব করেছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এজলাসে গৌতমবাবুর বক্তব্যের জবাবে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''আপনারা অধ্যাপক-শিক্ষক আপনাদের আমরা সম্মান করি। কিন্তু যারা আদালতকে নিয়ে বিরূপ ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করেন তাঁদের আমরা সম্মান করি না। সুপ্রিমো কখনও এরকম মন্তব্য করেন না। তিনি অনেকবার আদালতে এসেছেন। আদালতে এলে বিচারপতিদের সঙ্গে কথা বলেন।'' এদিন সরাসরি প্রাথমিক পর্ষদ সভাপতির বেতন বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বেনজির ঘটনার সাক্ষী থাকল গোটা এজলাস। বেতন বন্ধ! বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় একথা বলার পরেই আদালত চত্বরে ভেঙে পড়লেন প্রাথমিক পর্ষদ সভাপতি। সোমবার প্রাথমিক পর্ষদ সভাপতি ডঃ গৌতম পাল আদালতে হাজির হতেই ক্ষুব্ধ বিচারপতি জানান, যতদিন পর্যন্ত না আদালতের পূর্বতন নির্দেশ কার্যকর করা হচ্ছে, ততদিন তাঁর বেতন বন্ধ রাখা হবে। সেই সঙ্গে পর্ষদকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানাও করেন তিনি। একথা শুনতেই ভেঙে পড়েন সভাপতি। প্রায় জোড় হাত করে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সামনে বোর্ড সভাপতি ডঃ গৌতম পাল বলে ওঠেন, ''বোর্ড থেকে কোনও বেতন পাইনা। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেতন পাই। মা অসুস্থ। অন্য কোনও আয়ের উৎস নেই আমার। প্লিজ বেতন বন্ধ করবেন না। একক বেঞ্চের নির্দেশ ৭ দিনেই কার্যকর করব। আমার কোনও ভুল হলে মাফ করে দেবেন।'' এরপরেই তাঁকে শান্ত হতে বলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য তিনি গৌতম পালকে ৫ মিনিট সময়ও দেন। আলোচনা শেষে ফের এজলাসে ঢুকে গৌতমবাবু জানান, ''(আগের) অনেক নির্দেশ মেনেছি। আমরা আগামী নিয়োগ প্রক্রিয়াতে সুযোগ দেব (ওই প্রার্থীকে)। ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন প্রত্যাহার করে নেব।'' যদি মামলাকারী যোগ্য হয় তাহলে আগামী নিয়োগে সুযোগ দেওয়া হবে তাঁকে, জানান গৌতম পাল। সূত্রের খবর, পর্ষদ সভাপতির আবেদন মেনে নিয়ে এক সপ্তাহ নয়, বরং আদালতের নির্দেশ কার্যকর করার জন্য গৌতমবাবুকে ২ সপ্তাহ সময় দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

'আবার রাজনীতি রাজ্যপালের', কুণালের টুইট-বাণে বিদ্ধ বোস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের শুরু থেকে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। আর রাজ্যপালও নানা জায়গায় ঘুরে বেরিয়ে যে মন্তব্য করছিলেন তা পরোক্ষে রাজ্য সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেসকেই দায়ী করে। কিন্তু এতকিছুর পরও গ্রামবাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের উপরই আস্থা রেখেছেন বলে মনে করেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা। উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল-সর্বত্র এখন ঘাসফুল ঝড় দেখা দিয়েছে। এবার খুলেছিলেন রাজভবনে। তারপর নির্বাচন মিটতেই নয়াদিল্লিতে যান। সেখানে যাওয়ার আগে বলেছেন, মুক্ত বাতাস নিতে যাচ্ছি। সুতরাং বাংলার বাতাস খারাপ তা তিনি পরোক্ষে বুঝিয়েছিলেন। নির্বাচনের দিন এবং ফলাফলের দিন তিনি রাস্তায় নেমে গ্রাউন্ড জিরো রাজ্যপাল হওয়ার জন্য সচেষ্ট হন। তখন কুণাল ঘোষ রাজ্যপালকে ঠুকে টুইটে লিখেছিলেন, 'মানুষের এই রায় দেখার পর রাজ্যপালের আর পদে থাকা উচিত নয়। অবিলম্বে পদত্যাগ করে বাংলা ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। কারণ

তিনি বিজেপির এজেন্ট হয়ে কাজ করেছেন। অনৈতিক পথে বিরোধীদের উস্কানি দিয়েছেন। বাংলাকে অপমান করেছেন। তাঁর কোনও অধিকার নেই রাজ্যপাল হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার।' রাজ্যপালই সরাসরি টুইট-বাণে বিদ্ধ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। সম্প্রতি বালেশ্বরে করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় শয়ে শয়ে মানুষ মারা গিয়েছেন। তার মধ্যে বাংলারও বহু মানুষজন রয়েছেন। সেইসব পরিবারকে আর্থিক সাহায্য এবং একজন সদস্যকে হোমগার্ডের চাকরি পর্যন্ত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস হঠাৎ কয়েকজনকে রাজভবনে ডেকে চেক বিলি করেছেন অভিযোগ কুণাল ঘোষের। আর এই গোটা বিষয়টির মধ্যে একটা ধোঁয়াশা রয়েছে বলে মনে করেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। আর তাই ছবি দিয়ে টুইট করেছেন তিনি। রাজ্যের টাকাই ঘুরিয়ে অন্যদের হাতে দেওয়ার নেপথ্য কারণ কী? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল। এদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের বাতাবরণ কায়েম হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন রাজ্যপাল। তাই তিনি পিস রুম অন্যদিকে এবার এই পৃথকভাবে রাজভবনে ডেকে করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের হাতে চেক তুলে দেওয়া নিয়ে খোঁচা দিয়েছেন কুণাল ঘোষ। রাজ্যপালের উদ্দেশে লিখেছেন, 'আবার রাজনীতি রাজ্যপালের। প্রশ্ন ছিল, বালেশ্বর রেলকাণ্ডে যাননি কেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার যান। পরে এখন, হঠাৎ কয়েকজনকে ডেকে চেক দিচ্ছে রাজভবন। ১) রাজ্য সরকার আগেই ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা দিয়েছে। ২) রাজ্যপাল যে টাকা দিচ্ছেন সেটাও রাজ্যের। ৩) বাছাই করে পরিবার ডাকার মানে কী?' এই টুইটের সঙ্গে একটি ছবিও সেঁটে দিয়েছেন তিনি। যা নিয়ে রাজ্য-রাজনীতিতে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে।

আজ এনডিএর হাইভোল্টেজ মিটিং, বিরোধীদের গোল দিতে তৈরি ৩৮ শরিক দল

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাইঃ একদিকে বিরোধী জোটের সলতে পাকাচ্ছে কংগ্রেস, তৃণমূল সহ ২৬টি বিরোধী দল। বেঙ্গালুরুতে বিরোধী জোটের মিটিং। তবে বসে নেই এনডিএ। মঙ্গলবার দিল্লিতে এনডিএ জোটের মিটিং। আর সেই মিটিংয়ে সব মিলিয়ে ৩৮টি রাজনৈতিক দল অংশ নেবে বলে সম্মতি জানিয়েছে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা একথা জানিয়েছেন। সাংবাদিক বৈঠকে নাড্ডা জানিয়েছেন, গত কয়েকবছরে এনডিএর সুযোগ আরও বেড়েছে। নরেন্দ্র মোদির সরকারের একের পর এক উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। এটা সকলের মধ্যে একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এদিকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে যেদিন বিরোধী জোটের মিটিং হবে বেঙ্গালুরুতে সেদিনই বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ জোটের মিটিং হওয়ার কথা দিল্লিতে। সব মিলিয়ে মঙ্গলে পর পর দুটো হাইভোল্টেজ মিটিং। সূত্রের খবর, সম্প্রতি এনডিএ জোটে একাধিক শরিক দল যোগ দিয়েছে। তারাও এই মিটিংয়ে হাজির থাকতে পারে বলে খবর। সূত্রের খবর, তামিলনাড়ুর এআইএডিএমকে, অন্ধ্র প্রদেশের পবন কল্যাণের জনসেনাও এই জোটের মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে পারে বলে খবর। অন্যদিকে উত্তর পূর্ব ভারত

থেকেও একাধিক রাজনৈতিক দল এই এনডিএর মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে পারে। একেবারে হাই ভোল্টেজ এনডিএ মিটিং দিল্লিতে। অন্যদিকে বেঙ্গালুরুতে বিরোধী জোটে অন্তত ২৬টি দল অংশ নিতে পারে বলে খবর। সেই পার্টির তালিকায় যে নামগুলি রয়েছে সেগুলি হল, কংগ্রেস, ডিএমকে, তৃণমূল কংগ্রেস, জনতা দল (ইউনাইটেড), আরজেডি, এনসিপি, শিবসেনা (ইউবিটি), সিপিআইএম, সিপিআই, সমাজবাদী পার্টি, ন্যাশানাল কনফারেন্স, পিডিপি, সিপিআইএমএল, জেএমএম. আপ, রাষ্ট্রীয় লোকদল, এমডিএমকে, ভিসিকে,আরএসপি, কেডিএমকে, ফরওয়ার্ড ব্লক, আইইউএমএল, কেরালা কংগ্রেস(জে), কেরালা কংগ্রেস (মণি), আপনা দল (কামেরাওয়াড়ি) ও এএমকে। অন্যদিকে এনডিএ জোটের মিটিংয়ে ৩৮ টি রাজনৈতিক দল থাকতে পারে বলে খবর। সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বড় মিটিং। তবে নরেন্দ্র মোদির সরকারের সামনে এবার বড় চ্যালেঞ্জ। সামনেই লোকসভা ভোট। তার আগে এনডিএ-কে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ। একাধিক ছোট আঞ্চলিক দল এবার এনডিএতে যুক্ত হচ্ছে। তারা কতটা এই জোটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সেটাও দেখার বিষয়। তবে শেষ পর্যন্ত কে কতটা শক্তি সঞ্চয় করতে পারে সেটাও দেখার। এদিকে এবার একদিকে একাধিক শরিককে হারিয়েছে বিজেপি। যেমন জনতা দল ইউনাইটেড, ঠাকরের শিবসেনা গোষ্ঠী, আকালি দল। তেমনি একনাথ শিন্ডের শিবসেনা গোষ্ঠী, অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বে এনসিপির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছে বিজেপির।

মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ সুকান্তর

মুখ্যমন্ত্রী নাম্বার ওয়ান চোর, পারলে চন্দ্রযানটাও চুরি করে নিত। সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১৭ জুলাইঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'নাম্বার ওয়ান চোর' বলে আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সোমবার বসিরহারে রাজনৈতিক হিংসায় আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে একথা বলেন তিনি। সুকান্তর কটাক্ষ, ''পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ভারতবর্ষের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নন, এক নম্বর চোর। আর প্রধানমন্ত্রী মোদিজি সেটা জানেন। ভারতবর্ষের চুরিতে যদি কেউ নোবেল পেতে পারেন তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যত রকমের চুরি আছে, রণে-বনে-জলে-জঙ্গলে-আকাশে, চন্দ্রযান যাচ্ছে, চান্স পেলে ওটাও চুরি করে নিতে পারে, চান্স পায়নি তাই।'' সারদাকাণ্ড থেকে বারবার নানা দুর্নীতিতে মুখ্যমন্ত্রীর জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। তবে এখনো কোনও দুর্নীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেরার জন্য তলব করেনি কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থা। সিপিআইএম কংগ্রেসের দাবি, আসলে ওপরে ওপরে লড়াই করলেও নীচে বিজেপির সঙ্গে

তৃণমূলের সখ্য দেখার মতো। কেন্দ্রে একসঙ্গে সরকার চালিয়েছে তারা। তাই মুখে বিজেপি নেতারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে না তারা। এদিন বসিরহাটের বিস্তীর্ণ এলাকায় তৃণমূলি আক্রমণে ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন সুকান্তবাবু। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

অভিষেকের মন্তব্যে মামলার দাবি বিকাশদের, বৃহত্তর বেঞ্চে যাওয়ার পরামর্শ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদালত নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য। আর সেই মন্তব্যের জন্য মামলাকারীকে বৃহত্তর বেঞ্চে আবেদনের পরামর্শ দিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। ইতিমধ্যে বিচারপতিকে নিয়ে অভিষেকের পৃথক একটি মন্তব্যের মামলা চলছে বৃহত্তর বেঞ্চে। সোমবার সেই বেঞ্চেই আবেদনের পরামর্শ দিলেন প্রধান বিচারপতি। গত শুক্রবার এসএসকেএমে-এ আহত তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অভিষেক। তারপরই ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড। পাশাপাশি, বিচার ব্যবস্থার একাংশের উপরও ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় তাঁকে। এদিন অভিষেককে বলতে শোনা যায়, ''আমি বারবার বলছি বিচার ব্যবস্থার একাংশ বিজেপিকে মদত দিচ্ছে। সমাজবিরোধীদের মদত দেওয়া হচ্ছে, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং দুঃখজনক।'' এ দিন হাইকোর্টে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, সাক্ষ্য সেন-সহ একাধিক বর্ষীয়ান আইনজীবী অভিযোগ করেন, অভিষেকের মন্তব্যে সমাজবিরোধীদের আদালত নিরাপত্তা দিচ্ছে বলে ইঙ্গিত রয়েছে। এগুলি

বন্ধ না করলে বিচারব্যবস্থার উপর নির্ভর যোগ্যতা কমে যাবে। বিকাশ রঞ্জনদের আরও যুক্তি, আদালতকে 'স্ক্যান্ডালাইজড' করা হচ্ছে। নাম না করে পূর্বতন অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়ন্ত মিত্রের উদাহরণ টেনে আনা হয় এদিন। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে অ্যাডভোকেট জেনারেল থেকে পদত্যাগ করেছিলেন বর্ষীয়ান আইনজীবী জয়ন্ত মিত্র। বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এ দিন দাবি করেন, স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করা হোক। কারণ, সাধারণ মামলা হলে এজির পরামর্শ নিতে হবে। অভিষেকের বক্তব্যের ট্রান্সক্রিপশন পেশ করা হয় এদিন। এরপরই বৃহত্তর বেঞ্চে মামলা করার পরামর্শ দেন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। উল্লেখ্য, বিচারব্যবস্থার একাংশের উপর প্রায়শই ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চাশের বেশি মৃত্যু খবর মিলেছে। যার অধিকাংশই নিজেদের কর্মী বলে দাবি শাসক দলের। শুক্রবার অভিষেক জানান, রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে না পেরে তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। খুন-ধর্ষণের শাসানি দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে অভিষেকের বিস্ফোরক অভিযোগ, ''আমি যাদের কথা বলছি, তাদের সবাইকে হাইকোর্ট প্রোটেকশন দিয়ে রেখে দিয়েছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।'' গত বছর হলদিয়ার সভা থেকেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বিচারপতিদের দুই একজন আছেন, যাঁরা সম্পূর্ণ যোগসাজশে কাজ করছেন। অভিষেকের এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়।

লোকসভার আগে ফের চিটফান্ড তদন্তে গতি?
ইডি-সিবিআই দফতরে যাবেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ উনিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে চিটফান্ড তদন্ত নিয়ে নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ চলেছিল বাংলায়। তৎকালীন কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে তাঁর বাড়িতে চলে গিয়েছিল সিবিআই টিম। পরে তাঁকে শিলংয়ে সিবিআই দফতরে কুণাল ঘোষের সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হয়েছিল। সোমবার ফের চিটফান্ড তদন্তের কথা স্মরণ করালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানিয়েছেন, চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে জড়িত সে ব্যাপারে তথ্য ও প্রমাণ নিয়ে তিন দিনের মধ্যে সিবিআই ও ইডি দফতরে যাবেন তিনি। শুভেন্দুর এই কথা থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে নয়া জল্পনা শুরু হয়েছে। তা হল, চব্বিশের লোকসভা ভোটের আগে চিটফান্ড তদন্ত নিয়ে কি ফের নড়াচড়া শুরু হবে? শুভেন্দু এ কথা বলতেই, তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, ''সিবিআই দফতরে যাওয়ার সময়ে শুভেন্দু যেন নারদ কাণ্ডের ফুটেজ নিয়ে যান। যে ভিডিও ফুটেজে তাঁকে কাগজে মুড়ে টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল। কেন

তাঁকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না, তাও যেন জিজ্ঞেস করে আসেন।'' কুণালের কথায়, ''কাঁথিতে সারদার আবাসন তৈরির প্রকল্পে পুরসভার কারা সুদীপ্ত সেনকে চমকে টাকা নিয়েছিল, তাও যাতে সিবিআই দেখে সেটা যেন শুভেন্দু জানিয়ে আসেন।'' চিটফান্ড কেলেঙ্কারি নিয়ে সিবিআই তদন্ত দাবি করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা আবদুল মান্নান ও সিপিএম নেতা বিকাশ ভট্টাচার্য। ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট এ ব্যাপারে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। মান্নান সাহেব এদিন বলেছেন, ''চিটফান্ড কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নামে প্রহসন হয়েছে। ওই তদন্তকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করা ছাড়া আর কিছুই করেনি মোদি সরকার।'' তবে শুভেন্দুর কথা শুনে অনেকের যে সন্দেহ তৈরি হয়েছে তা স্পষ্ট। তাঁদের মতে, বাংলায় গত দেড় দু'বছরে সিবিআই বা ইডির যে তপরতা দেখা গিয়েছে, তা অনেক সময়েই আগাম জানাতে দেখা গিয়েছে শুভেন্দুকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, বিধানসভার মধ্যে বা বিধানসভার বাইরে তিনি শাসক দলের অনেকের বিরুদ্ধে আয়কর বা কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সিকে লাগিয়ে দেবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। ফলে এদিন তিনি যা বলেছেন, তা চিটফান্ড তদন্ত নতুন করে জেগে ওঠার ব্যাপারে ইঙ্গিত কিনা তা নিয়েই কৌতূহল বাড়ছে।

দলীয় সংগঠনের ব্যাপারে আশ্বস্ত দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৭ জুলাইঃদলীয় সংগঠনের ব্যাপারে আগের চেয়ে বেশি আশ্বস্ত বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ। পঞ্চায়েত ভোটের পর দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ ও পরামর্শক্রমে সাজানো হচ্ছে রাজ্য সংগঠন। এই অবস্থায় সোমবার সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, লোকসভার লক্ষ্যে কিভাবে এগোবে বিজেপি?দিলীপ ঘোষ জবাবে বলেন, আগের থেকেই সংগঠন ভালো। আমরা এবার ৪৭ হাজার প্রার্থী দিয়েছি। আগের বার দিয়েছিলাম মাত্র ২১ হাজার। আমাদের সংগঠন বেড়েছে। ২৪ এ সার্বিক ল।াই হবে। আরও ১ ডজন সিট ছিনিয়ে নেব।১৯ জুলাই বিজেপি-র ‘ বিরোধি মিছিল’ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, সে তো আপনারাও বর্ষাকালে জুলাই মাসে ভোট করেছেন। এই হিংসার প্রতিবাদ হওয়া উচি। আমাদের প্রতিবাদের অধিকার আছে।সাংসদ অর্জুন সিং বলেছেন, রাজ্য বোমা সহজলভ্য। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে দিলীপবাবু বলেন, উনি জানেন। কারন সব থেকে বেশি বোমা আছে ওনার এলাকায়। সেই কারণে এলাকা সারাবছর শিরোনামে থাকে। উন্নয়নের কোনও খবর ওনার এলাকা থেকে পাওয়া যায়না।দলের দুটি নতুন আলাদা সাংগঠনিক জেলা প্রসঙ্গে সোমবার দিলীপবাবু প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিকদের বলেন, আমরা আগেই ঠিক করেছিলাম, লোকসভা আসন ভিত্তিক সাংগঠনিক জেলা করব। এতে সুবিধা হয় ভোটে ল।তে। এবার তাই মুর্শিদাবাদ ও যাদবপুর করা হল।

মুম্বই-থানেতে প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন

মুম্বই, ১৭ জুলাই ঃ সোমবার সকাল থেকে বৃষ্টির জেরে মুম্বই ও থানেতে স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বৃষ্টির কারণে নিচু এলাকায় জল জমে সৃষ্টি হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন মানুষ। যদিও মুম্বইয়ের লাইফলাইন হিসেবে বিবেচিত লোকাল ট্রেনগুলি বর্তমানে সময়মতো চলছে।তথ্য অনুযায়ী, দাদার, মাটুঙ্গা, মাহিম, হাজি আলি এলাকায় আজ সকাল থেকেই ভালো বৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে, সকাল থেকে মুম্বই, কান্দিভালি, বোরিভালি, মালাদ, আন্ধেরি, গোরেগাঁওয়ের শহরতলির অঞ্চলে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। এতে নিচু এলাকায় জলা জমে রয়েছে।মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কর্মীরা পাম্পিংয়ের সাহায্যে জমা জল অপসারণ করছেন। সোমবার সারাদিন মুম্বই ও শহরতলিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। মুম্বাই শহরেও ২ দিনের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

পাকিস্তানে আশ্রয় নেওয়া জনপ্রিয় আফগান গায়িকাকে গুলি করে হত্যা

কলকাতা,১৭ জুলাই ঃ আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে এসেও শেষ রক্ষা হল না। পাকিস্তানে আশ্রয় নেওয়া জনপ্রিয় আফগান গায়িকা হাসিবা নুরিকে গুলি করে হত্যা করা হল । ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে পাক মুলুকে। পাকমুলুকের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।জানা গেছে,২০২১ সালে তালিবানদের হাত থেকে বাঁচতে পাকিস্তানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন হাসিবা । তারপর থেকে পেশোয়ারে ছিলেন তিনি । সেখানেই অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতী গায়িকাকে গুলি করে হত্যা করে । ঘটনার পরই এলাকায় প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । পাক পুলিশ এসে গায়িকার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় ।শোনা যায়, কিছুদিন আগে একটি টিকটক ভিডিও আপলোড করেছিলেন হাসিবা । তা থেকেই তাঁর লোকেশন জানতে পেরে যায় দুষ্কৃতীরা । গুলি করে হত্যা করা হল জনপ্রিয় আফগান গায়িকা হাসিবা নুরিকে । সোমবার এই ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠেছে নিন্দার ঝড় ।

প্রতীক্ষা এবার শেষ হতে চলেছে, ১৮ জুলাই উদ্বোধন পোর্টব্লেয়ার বিমানবন্দরের নয়া ইন্টিগ্রেটেড টার্মিনালের

পোর্টব্লেয়ার ও নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাইঃ পোর্টব্লেয়ারের নাগরিকবৃন্দের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা এবার শেষ হতে চলেছে। ১৮ জুলাই, মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পোর্টব্লেয়ারের বীর সাভারকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নতুন ইন্টিগ্রেটেড টার্মিনালের উদ্বোধন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।দিল্লিতে থেকে ভার্চুয়ালি

পোর্টব্লেয়ার বিমানবন্দরের নয়া ইন্টিগ্রেটেড টার্মিনালের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রায় ৪০,৮০০ বর্গমিটারের এলাকাজুড়ে তৈরি হয়েছে নতুন ইন্টিগ্রেটেড টার্মিনাল। নতুন টার্মিনাল ভবনটি বার্ষিক প্রায় ৫০ লক্ষ যাত্রী পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। পোর্ট ব্লেয়ার বিমানবন্দরে ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি বোয়িং-৭৬৭-৪০০ এবং দু’টি এয়ারবাস-৩২১ ধরনের বিমানের জন্য উপযুক্ত একটি এপ্রোনও নির্মাণ করা হয়েছে, যা বিমানবন্দরটিকে এখন একসঙ্গে দশটি বিমানের পার্কিংয়ের উপযোগী করে তুলেছে।

ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটির উৎসর্গ, করুণা ও নিঃস্বার্থতা অন্যদের অনুপ্রাণিত করেঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই ঃ ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটির উৎসর্গ, করুণা ও নিঃস্বার্থতা অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করে। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটি এবং সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স (ভারত)-এর বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন,আমাদের সংস্কৃতিতে পুরুষ সেবাকে নারায়ণ সেবা হিসেবে ধরা হয়। ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটি ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সেবামূলক কাজ করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক অথবা স্বাস্থ্য জরুরী, রেড ক্রস ত্রাণ কাজের মাধ্যমে নিজস্ব প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আরও বলেছেন, কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় অল্প সময়ের মধ্যে ২২০ কোটিরও বেশি ভ্যাকসিন ডোজ দিয়ে বিশ্ব রেকর্ড তৈরি করেছে ভারত। তবে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সবসময় প্রস্তুত থাকা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটা অপরিহার্য যে আমরা উদ্ভাবনকে আলিঙ্গন করি এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারি।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আরও বলেছেন, ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি সমগ্র দেশে ১০০টিরও বেশি রক্তদান কেন্দ্র এবং মোবাইল প্রচারাভিযানের মাধ্যমে জীবন বাঁচানোর জন্য ভারতের রক্ত-সম্পর্কিত চাহিদার প্রায ১০ শতাংশ পূরণ করছে। বর্তমানেও কিছু মানুষের মনে রক্তদান নিয়ে নানা শঙ্কা রযেছে। আমি চাই আপনারা রক্তদান সংক্রান্ত ভুল ধারনা দূর করুন এবং সকল মানুষকে বিশেষ করে যুব সমাজকে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করুন।

কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে কমল টমেটোর পাইকারি মূল্য, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিকোচ্ছে ৮০ টাকা কেজি দরে

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই ঃকেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের পর দেশজুড়ে টমেটোর পাইকারি দাম নিম্নমুখী। যে সব অঞ্চলে টমেটোর দাম বেশী, সেখানে কেজি পিছু ৮০ টাকা হারে সরকার টমেটো বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বিক্রি শুরুও হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন ক্রেতারা।দেশের ৫০০টিরও বেশি জায়গায় পরিস্থিতির মূল্যায়নের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে নাফেড এবং এনসিসিএফ টমেটো বিক্রি শুরু করেছে। দিল্লি, নয়ডা, লখনউ,

কানপুর, বারাণসী, পাটনা , মুজফফরপুর এবং আরায় বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সোমবার থেকে আরও নতুন নতুন জায়গায় টমেটো বিক্রি শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজের সঙ্গে দেখা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব

ভোপাল, ১৭ জুলাই ঃ কেন্দ্রীয়. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব রবিবার ভোপালে থাকার সময় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাদবকে তাঁর বাসভবনে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান। শরীর ঢেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাদবকে অভিনন্দন জানান তিনি।মুখ্যমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষা। এ উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে রাজ্যের কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অর্থপূর্ণ

আলোচনা হয়।উল্লেখযোগ্যভাবে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাদব বর্তমানে ভোপালে তিন দিনের সফরে রয়েছেন। বিজেপি হাইকমান্ড তাকে মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের ইনচার্জ নিযগে করেছে। ভোপালে থেকে তিনি বুথ থেকে রাজ্য স্তরের পদাধিকারীদের সঙ্গে বসে নির্বাচনী প্রস্তুতির কৌশল তৈরি করছেন।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ পৌঁছল ৪৩-এ, সক্রিয় রোগী বেড়ে ১,৪৪১, থমকেই গিয়েছে মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আপাতত নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৩ জন। রবিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪৪১-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৫।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬১,৫৬৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,০৯৭ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৪৭,৭৬৩ জন।ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৬ জুলাই সারা দিনে ভারতে ২০,৫৭২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

আইএএস প্রতিনিযুক্তি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের দ্বন্দ্ব

প্রকাশ সিং(ইন্ডিয়ান পুলিশ ফাউন্ডেশন-এর অধ্যক্ষ),নয়াদিল্লিঃ আন্তর্জাতিক সীমা সন্নিহিত রাজ্যগুলিতে সীমা সুরক্ষা বল (বিএসএফ)-এর অধিকার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ নিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে বিতর্কের বেলুনগুলি এখনও উড়ছে। এর মধ্যে ১৯৫৪-র আইএএস (ক্যাডার) নিয়ম সংশোধন নিয়ে আরও একটি বিতর্ক এখন আমাদের সামনে এসেছে।সংবিধানের ৩১২ অনুচ্ছেদে সর্বভারতীয় সেবার ব্যবস্থা করার পেছনে সংবিধান রচয়িতাদের ব্যাপক উদ্দেশ্য কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ককে সুবিধাজনক করে তোলা আর প্রশাসনের মান-এর ক্ষেত্রে সাম্য সুনিশ্চিত করা। সংবিধানকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় ভারতীয় প্রশাসনিক সেবা এবং ভারতীয় পুলিশ সেবাকে এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সংসদ দ্বারা রচিত সেবা রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই সেবাগুলির জন্য আধিকারিকদের নিয়োগ কেন্দ্র ইউপিএসসি-র মাধ্যমে করে। নির্বাচনের পর আধিকারিকদের শূণ্যপদের ভিত্তিতে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ক্যাডারে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিনিযুক্তির একটা রিজার্ভ থাকে যেখানে সেই রাজ্যে উচ্চ কর্তব্যসম্পন্ন পদগুলির ৪০ শতাংশ নির্ধারিত থাকে। কেন্দ্রীয় পুলিশ সংগঠন সহ কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার জন্য এই রিজার্ভ থেকে আধিকারিক পাঠানো হয়।বর্তমান ব্যবস্থা অনুসারে কেন্দ্র প্রত্যেক বছর রাজ্যগুলি থেকে ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার জন্য সেই আধিকারিকদের তালিকা চেয়ে পাঠায় যাঁরা কেন্দ্রীয় প্রতিনিযুক্তিতে যেতে ইচ্ছুক। সেই তালিকা থেকে কেন্দ্র নিজের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে যাঁদেরকে উপযুক্ত মনে করে, তাঁদের বিভিন্ন কেঃদ্রীয় মন্ত্রক ও বিভাগের জন্য নির্বাচন করে। দুর্ভাগ্যবশত, এই প্রস্তাব তালিকায় স্বেচ্ছায় নাম লেখানো আধিকারিকদের সংখ্যা আজ ক্রমহ্রাসমান। আবার এমন উদাহরণও রয়েছে যেখানে একজন আধিকারিক নিজেকে কেন্দ্রীয় প্রতিনিযুক্তিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করেছেন কিন্তু কোনও কারণে রাজ্য সরকার তাঁকে ছাড়েনি। ফলে কেন্দ্র বিগত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় প্রতিনিযুক্তি রিজার্ভের সম্পূর্ণ কোটার আধিকারিক পাচ্ছে না। বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগে ব। সংখ্যায় শূণ্যপদ সৃষ্টি হচ্ছে।২০১১-তে কেন্দ্রীয় প্রতিনিযুক্তিতে যাওয়া সংযুক্ত সচিব স্তরে আইএএস আধিকারিকদের সংখ্যা ছিল ৩০৯ জন, যা ২০২১-এ হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২২৩জন। উপ-সচিব এবং নির্দেশক স্তরে আধিকারিকদের সংখ্যা ২০১৪ সালে ছিল ৬২১, যা এখন বো ১,১৩০ হয়েছে। তবুও, প্রতিনিযুক্তিতে যাওয়া আধিকারিকদের সংখ্যা ১১৭ থেকে হ্রাস পেয়ে ১১৪ হয়েছে। আইপিএস আধিকারিকদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। দেশে মোট ৪,৯৮৪টি স্বীকৃত আইপিএস পদ রয়েছে। এর মধ্যে ৪,০৪৭টি পদে আধিকারিক রয়েছেন। এসপি থেকে ডিজি পর্যন্ত মোট পদ ২,৭২০টি। এর মধ্যে ১,০৭৫টি পদ কেন্দ্রীয় প্রতিনিযুক্তির জন্য সংরক্ষিত। তা সত্ত্বেও মাত্র ৪৪২ জন আধিকারিকই কেন্দ্রীয় প্রতিনিযুক্তিতে রয়েছেন। পরিণামস্বরূপ, কেন্দ্রে ৬৩৩ জন আধিকারিকের শূণ্যপদ রয়েছে যাঁদের বিভিন্ন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয়সেবার জন্য ছাড়েনি। এক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি সমস্যা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে সিডিআর-এর ১৬ শতাংশই ব্যবহার হয়েছে। হরিয়ানায় সিডিআর-এর ১৬.১৩ শতাংশ, তেলেঙ্গানায় ২০ শতাংশ, কর্ণাটকে ২১.৭৪ শতাংশ ব্যবহার হয়েছে। ফলস্বরূপ, কেন্দ্রীয় পুলিশ সংগঠনগুলিতে আধিকারিকদের অনেক পদ শূণ্য থাকায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিএসএফ-এ ডিআইজি-র ২৬টি পদের মধ্যে ২৪টি পদ শূণ্য। সিআরপিএফ-এর ৩৮টি ডিআইজি পদের মধ্যে ৩৬টি শূণ্য, সিবিআই-এ পুলিশ সুপারিন্টেন্ডন্টের ৬৩টি পদের মধ্যে ৪০টি শূণ্য আর আইবি-তে ডিআইজি-র ৬৩টি পদের মধ্যে ৪৫টি শূণ্যপদ রয়েছে।ডিপার্টমেন্ট পার্সোনেল অ্যান্ড পাবলিক গ্রিভান্স (ডিওপিটি) থেকে ২০২১ এর ২০ ডিসেম্বর রাজ্য সরকারগুলিকে চিঠি লিখে এই সমস্যার কথা জানানো হয়েছে এবং প্রস্তাবিত সংশোধন নিয়ে তাদের মতামত চাওয়া হয়েছে।সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এই সংশোধন ‘ কাঠামো বিরোধী’ আর ‘ আইপিএস আধিকারিকদের নিযুক্তি মামলায় কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থায় ব্যবধান সৃষ্টি করবে।’কিন্তু এই সংশোধন কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার বিভিন্ন সংগঠন যেগুলিকে আইএএস ক্যাডার এবং আধিকারিক দ্বারা পরিচালনা করা হয়, সেগুলির সুচারু পরিচালনার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। আসলে, আইপিএস ক্যাডারের নিয়মেও এ ধরনের সংশোধন করা উচি। ব। সংখ্যায় সর্বভারতীয় সেবার আধিকারিকরা কখনও কেন্দ্রীয় প্রতিনিযুক্তিতে যেতে চান না। ফলে, তাঁদের মধ্যে কুঁয়োর ব্যাঙের মতো মানসিকতা বিকশিত হয়। কেঃদ্রীয় স্তরের একটি কার্যকালে আধিকারিকদের দিগন্ত ব্যাপক হয়ে ওঠে আর অন্যান্য ক্যাডারের আধিকারিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, তাঁদের ভেতরের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশাসক সত্বাকে বাইরে টেনে আনে।ডিওপিটি ২০২২-এর ১২ জানুয়ারি আরও একটি চিঠিতে সংশোধনের পরিধিকে ‘ পরিস্থিতিতে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের জনহিতে আইএএস আইপিএস ক্যাডার আধিকারিকদের সেবার প্রয়োজন হয়’ এই পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে। এই চিঠি আইএএস আধিকারিকদের মনে একটি দুশ্চিন্তার জন্ম দিয়েছে। আইএএস আধিকারিকরা ভাবছেন যে এটা তাঁদের উপী।ন করার একটি চাল হতে পারে। হয়তো কেন্দ্রীয় সরকার কোনও কারণে রুষ্ট হয়েছে। তাঁরা ভাবছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই উপ-ধারা ফিরিয়ে নিলে ভালো হবে।এই প্রেক্ষিতে আইএএস আইপিএস ক্যাডার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সারকারিয়া কমিশনের ভাবনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তা হল, যদি কোনও ব্যবহারকারী, যারা পুল ব্যবস্থাপনা করে, তাদের সিদ্ধান্তে ভেটো করার শক্তি থাকে, তাহলে সম্পদের একটি পুল অনেক ব্যবহারকারীর জন্য একটিই ‘ পুল হয়ে থাকে না। সেজন্য আমরা ব্যবহারিক ভাবে এমন কোনও ব্যবস্থার পরিকল্পনা করতে অসমর্থ যাতে সেই সর্বভারতীয় সেবার আধিকারিকদের সম্পর্কিত মামলায় রাজ্যকে অত্যধিক অধিকার দেওয়া হয়েছে আর তা সত্ত্বেও কেন্দ্র থেকে সেই আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ, পেশা ব্যবস্থাপনা এবং সর্বভারতীয় সেবাগুলি সম্পর্কিত ডিওপিটি-র অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির জন্য দায়বদ্ধ হওয়ার প্রত্যাশা করে। সেজন্য এই মামলাগুলিতে অন্তিম সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের হওয়া উচি।সর্বভারতীয় সেবার বিভিন্ন বিষয় এবং স্তরে সংস্কারের ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে। কেন্দ্রে প্রতিনিযুক্তি পদ্ধতিকে ক।ভাবে চালু করা উচি। রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে সহযোগিতার অভাবকে কেন্দ্রীয় সরকারের রাস্তা আটকানোর জন্য ছাড়া যায় না। সর্বভারতীয় সেবার আধিকারিকদের উচি রাজ্যগুলিকে তাঁদের জমিদারি হিসেবে দেখার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসা।

বিরোধীদের বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন শরদ পওয়ার, ১৮ জুলাই অংশ নেবেন সুপ্রিয়াও

মুম্বই, ১৭ জুলাই ঃ বিরোধীদের বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার। তবে, ১৭ জুলাই (সোমবার) নয়, শরদ পওয়ার বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত বিরোধীদের বৈঠকে যোগ দেবেন মঙ্গলবার, ১৮ জুলাই। শরদ পওয়ারের সঙ্গে ওই দিন বিরোধীদের বৈঠকে যোগ দেবেন সুপ্রিয়া সুলেও।সোমবার সকালে মহারাষ্ট্র তথা জাতীয় রাজনীতিতে গুঞ্জন চলছিল, বেঙ্গালুরুতে বিরোধীদের বৈঠকে যোগ দেবেন না শরদ পওয়ার। কিন্তু, সেই গুঞ্জনে জল ঢেলে দিয়ে সোমবার সকালে এনসিপি মুখপাত্র মহেশ তাপাশে টুইট করে জানান, ১৮ জুলাই বিরোধীদের বৈঠকে যোগ দেবেন শরদ পওয়ার ও সুপ্রিয়া সুলে।

কেদারনাথ ধাম মন্দির চত্বরে ছবি ও ভিডিও তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, নোটিশ সাঁটিয়ে দিল প্রশাসন

দেহরাদূন, ১৭ জুলাই ঃ কেদারনাথ মন্দির চত্বরে ছবি ও ভিডিও তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিল প্রশাসন। সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে নোটিশ, আর তাতে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে, কেদারনাথ ধাম মন্দির চত্বরে ছবি ও ভিডিও তোলা যাবে না। কেউ না মানলেই তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।কেদারনাথ ধাম মন্দির চত্বরে ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটি। কেদারনাথ মন্দিরের নানা চত্বরে সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে সতর্কতামূলক নোটিশ বোর্ড। নোটিশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যদি কেউ নির্দেশ অমান্য করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।সোমবার সকালে শ্রী বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির সভাপতি অজয় অজেন্দ্র বলেছেন, আগেও দেখা গিয়েছে, কিছু পুণ্যার্থী মন্দিরের ভিতরেই ছবি তোলার পাশাপাশি রিল করছেন, তাই মন্দির চত্বরে ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেই দিল্লিবাসীর, ওঠানামা করছে যমুনার জলস্তর

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই ঃদিল্লিতে যমুনার জলস্তর কখনও বাড়ছে, কখনও আবার কমছে। তবে রাজধানীর বাসিংদারা জল-যন্ত্রণা থেকে এখনও মুক্তি পাননি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বভাস, আগামী কিছু দিন ভারী বৃষ্টি চলবে রাজধানী দিল্লিতে। খাল, নালা ইত্যাদি এমনিতেই যমুনার জলে পরিপূর্ণ। তার মধ্যে এই বৃষ্টির পূর্বাভাসে চিন্তা বাড়ছে প্রশাসনের।দিল্লি সরকারের মন্ত্রী অতিশী মারলেনা ইতিমধ্যেই বলেছেন, আগের থেকে কিছুটা নেমেছে যমুনার জলস্তর। তবে এখনও বিপদসীমার উপর দিয়েই বইছে যমুনা। সোমবার সকাল আটটা নাগাদ যমুনায় জলস্তর ছিল ২০৫.৫০ মিটার, সকাল ৯টা নাগাদ যমুনার জলস্তর বেড়ে ২০৫.৫৮ মিটারে পৌঁছে যায়। যমুনার জলে এখনও জলমগ্ন দিল্লির নানা অংশ।

বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ব্যাটারি বক্সে আগুন! আতঙ্ক মধ্যপ্রদেশে, সুরক্ষিত সমস্ত যাত্রীরা

ভোপাল, ১৭ জুলাই ঃ আগুন ধরে গেল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের ব্যাটারি বক্সে। সোমবার সকালে মধ্যপ্রদেশের কুরওয়াই কেথোরা স্টেশনের কাছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের একটি কোচের ব্যাটারি বক্সে আগুন লেগে যায়। এই ঘটনার জেরে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। তবে, কোনও যাত্রী হতাহত হননি। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত যাত্রী সুরক্ষিত রয়েছেন।ভারতীয় রেল জানিয়েছে, মধ্যপ্রদেশের কুরওয়াই কেথোরা স্টেশনের কাছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের একটি কোচের ব্যাটারি বক্সে আগুন লাগার খবর পাওয়া গিয়েছে।দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিভিয়ে ফেলেছে। সমস্ত যাত্রী নিরাপদে আছেন। কোন ও হতাহতের খবর নেই। আগুন শুধুমাত্র ব্যাটারি বক্সেই সীমাবদ্ধ ছিল। যাইহোক, এই ঘটনার জেরে যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়।

উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলে ফের ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস, সতর্কতা ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশেও

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই ঃবৃষ্টি-দুর্যোগে এমনিতেই বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশ। এখনও স্বাভাবিক ছংদে ফেরেনি এই দুই পাহাড়ি রাজ্য। এরইমধ্যে উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানাল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশের পাশাপাশি ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশেও রয়েছে বৃষ্টি-দুর্যোগের শঙ্কা!আইএমডি জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জারি করা হয়েছে 'কমলা সতর্কতা'। ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশেও হবে ভারী বৃষ্টি। হিমাচল প্রদেশের চাম্বা, কাংড়া, সিরমাউর, শিমলা এবং কুল্লু জেলায় ফের বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা করছে আইএমডি। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, সক্রিয় বর্ষার অবস্থান আগামী ৪ দিন মধ্য ও পার্শ্ববর্তী পূর্ব ভারতে বিরাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

সোমবার দুরন্ত বার্তার দ্বিতীয় পাতায় 'সাগরে অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন' শীর্ষক সংবাদে ভুল ছবি ছাপানো হয়েছে, ছবিটি উপরের দৃশ্যত ছবি হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। -সম্পাদক।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৮জুলাইঃমঙ্গলবার, ১শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৮জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৫৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে ।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য- সময়ের সাথে সাথে আপনার ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। শুভ দিন হবে।

বৃষভ রাশিঃআশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে। শুভ দিন হবে।

মিথুন রাশিঃহতাশার মনোভাব আপনার নাগালে আসতে দেবেন না। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে।

কর্কট রাশিঃকোনো বন্ধুর শীতল আচরণ আপনার খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু নিজেকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন। বিবাহের যোগ হবে

সিংহ রাশিঃসংসারে শান্তি হবে।

কন্যা রাশিঃআপনার রাগের ফলে তুচ্ছ কারণ ব। হয়ে দেখা দেবে- যা শুধুমাত্র আপনার পরিবারের সদস্যদের বিপর্যস্ত করবে।

তুলা রাশিঃআপনার নিজের যত্ন নেওয়ার আকাঙ্খায় অন্যদের প্রয়োজন হস্তক্ষেপ করবে- আপনার অনুভূতিগুলিকে আটকে রাখবেন না এবং আরাম করার জন্য আপনি যা করতে চান সেই সবকিছুই করুন। শুভ দিন হবে

বৃশ্চিক রাশিঃকোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ মনের শান্তি এনে দেবে। নিযুক্ত যারা নিযুক্ত তারা একটি টেকসই পরিমাণ প্রয়োজন, কিন্তু অতীতে করা অপ্রয়োজনীয়।

ধনু রাশিঃআপনার পরিবার আপনার কাছ থেকে অনেক আশা করতে পারে যা আপনার কাছে জ্বালাতনের বিষয় হতে পারে।

মকর রাশিঃ সংসারে শান্তি হবে

কুম্ভ রাশিঃস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তির কারণ হতে পারে। ফাটকায় লাভ আনবে। ।

মীন রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুংদর থাকবে, কিন্তু আপনার জীবনকে নিশ্চিন্তভাবে নেবেন না, উপলব্ধি করুন যে জীবনের প্রতি যত্নই হল আসল ব্রত। কারণে আপনি আপনার অর্থ ব্যয় করতে পারেন যা আপনাকে

চাঁদ থেকে মোদীকে 'আচ্ছে দিন' দেখার আর্জি, দেবাংশুকে তোপ দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ চাঁদ থেকে আচ্ছে দিন দেখে আসুন। আপনি তো বিদেশ ঘুরতে ভালবাসেন। নরেন্দ্র মোদীকে এভাবে কটাক্ষ করায় তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্যকে এক হাত নিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সোমবার দিলীপবাবু ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ওদের (তৃণমূল) যদি কেউ বিদেশে না ডাকে, আমরা কি করব বলুন? মমতা একবার টাকাপয়সা খরচ করে হল্যান্ড থেকে পুরস্কার নিয়েছিলেন। কেউ ডাকে না। ওদের সঙ্গে যে বসবে সে বদনাম হয়ে যাবে। দুর্নীতির কাদা গায়ে লেগে যাবে। এখানকার বিরোধী ঐক্য পার্টিগুলোও জানে। তাই ওদের নেব কি নেব না। মমতা খেতে বসলে তার পাশে কে বসবে ঠিক করতে পারছে না। ভাবছে, যদি ছবি উঠে যায়, আমার বদনাম হয়ে যাবে। সেই পার্টির কোন নেতা কি বলল, তা নিয়ে বেশি ভাবার দরকার নেই।

গার্ডেনরিচে ভারত ফ্রান্স যৌথ যুদ্ধ জাহাজ প্রসঙ্গে সন্তোষ প্রকাশ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের চুক্তি হয়েছে। ভারতে শ্রম শস্তা, যুবকেরা দক্ষ, অনুকূল পরিবেশ, বিদ্যুৎ, যাতায়াত, সব অনুকূল। আমাদের বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়র সবাই দক্ষ। মোদী উন্নত দেশ ঘুরে ঘুরে চুক্তি করছেন। এর ফল আমরা পাবো।

লাইসেন্স বাতিলের নয়া নীতি, ক্ষুব্ধ চালকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ পথ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে থানার তদন্তকারী সাব ইন্সপেক্টর (এসআই)রাই অভিযুক্ত চালকের লাইসেন্স সাসপেন্ড করার সুপারিশ করতে পারবেন। সম্প্রতি কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ট্র্যাফিক) রূপেশ কুমার এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন। সোমবার সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন গণপরিবহণ সংগঠনগুলির নেতারা। কলকাতা পুলিশের একটি সূত্র জানাচ্ছে, শহরে বাইক সহ বেপরোয়া চালকদের নিয়ন্ত্রণে আনতেই এই কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ছোটখাটো পথ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে নির্বিচারে লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হলে বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতে পারে। যার ফল আগামী দিনে ভোগ করতে হতে পারে গণপরিবহণের ওপর নির্ভরশীল সাধারণ মানুষকে। এত দিন দুর্ঘটনায় কোনও রক্তপাতের ঘটনা ঘটলে কলকাতা পুলিশের ট্র্যাফিক বিভাগ লাইসেন্স সাসপেন্ড করতে পারত। এ ক্ষেত্রে গাড়ির চালকের লাইসেন্স ৬ মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত সাসপেন্ড হয়ে থাকত। পরে আবার আবেদনের ভিত্তিতে সেই লাইসেন্স ফেরত পেতেন চালকরা। কিন্তু নতুন নিয়মে আশঙ্কার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন গণপরিবহণ সংগঠনের নেতারা। কারণ, ইতিমধ্যে কলকাতার সব থানার ওসিকে এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। নয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পরিবহণ দফতরের রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অফিসার (আরটিও) বা অ্যাডিশনাল রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অফিসার (এআরটিও)-য় কাছে নিয়ম মেনে এই সুপারিশ পাঠাতে হবে। এই নতুন নিয়ম কার্যকর করার আগে পুলিশ প্রশাসনের বিষয়টি আবারও ভেবে দেখা উচিত বলে দাবি করেছে পরিবহণ সংগঠনগুলি।

বালিতে অনুষ্ঠিত হলো ক্যারাটে গ্রেডিং প্রশিক্ষণ শিবির

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় হুগলি, ১৭ জুলাই ঃ সোমবার,বালি ষষ্ঠীতলা, সাপুইপাড়া অঞ্চলে শিবালয় লজে অনুষ্ঠিত হলো,এক বিশাল ক্যারাটে গ্রেডিং প্রশিক্ষণ শিবির। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা শতোকান ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন। অনুষ্ঠানের সুচনা হয় মেডিটেশনের মাধ্যমে।শতোকান ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন র প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত সুব্রত মন্ডল মহাশয় জানান রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিক্ষার্থীরা এই শিবিরে অংশগ্রহণ করে। বিশেষ পারদর্শিতার সাথে এই এসোসিয়েশন সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে।সংস্থার পক্ষ থেকে জানা যায় যে এটি শুধুমাত্র একটি ক্যারাটে এসোসিয়েশন, যেখানে শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক লড়াই শেখানো হয় । এই কর্মশালায় বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহের সাথে এবং আগ্রহের সঙ্গে শরীর চর্চা করে জেটি তাদের সাধনাকে এগিয়ে নিয়ে চলে এবং তাদের আত্মরক্ষার পাঠ শেখায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অমিতাভো ঘোষএবং মুখ্য কর্ণধার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ কর্মকার। এছাড়া ক্যাপ্টেন সমীর খান, রোহন শাসমল, দেবাঞ্জন চৌধুরী, সঙ্গীতা অধিকারী, দীপঙ্কর দাস, বিদিশা ঘোষাল , ত্রিশাঙ্ক পাত্র ,এই সকল সুদক্ষ ও পারদর্শীদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি সকাল থেকে থেকে শুরু হয়ে বিকাল অবধি চলে। বিশেষ পারদর্শী ক্যাপ্টেনদের দ্বারা সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করা হয়। দীর্ঘকাল থেকেই দেশের তথা পৃথিবীব্যাপী সুনাগরিক হিসেবে এবং জাতির মেরুদন্ড হিসেবে মানুষকে গড়ে তুলতে এই ক্যারাটের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। তাই এই ক্যারাটের প্রশিক্ষণ চলে আসছে এবং আগামী দিনেও চলবে। শরীর চর্চার অঙ্গ হিসেবে আত্মরক্ষার এক হাতিয়ার হিসেবে শতকান ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ১৯৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। এই শিবিরকে ঘিরে যথেষ্ট উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

রেল ওভারব্রিজের দাবিতে ব্যারাকপুরে রেল অবরোধ, কর্মব্যস্ত দিনের শুরুতেই ভোগান্তি

ব্যারাকপুর, ১৭ জুলাই ঃ রেল ওভারব্রিজ তৈরির দাবিতে ব্যারাকপুর স্টেশনে অবরোধ শুরু করলেন নিত্যযাত্রীদের একাংশ। রেল অবরোধের জেরে সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন শিয়ালদহ মেইন শাখার আপ এবং ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ব্যস্ত সময়ে ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে নিত্যযাত্রীদের। রেলের তরফে জানা গিয়েছে, দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। অবরোধকারীদের বক্তব্য, ২০২০ সালে আমফান ঝড়ে ব্যারাকপুর রেল স্টেশনের মাঝখানে থাকা ফুট ওভারব্রিজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর রেলের তরফে বলা হয় গোটা ফুট ওভারব্রিজটি নতুন করে তৈরির কথা বলে ভেঙে দেওয়া হয়। সেই প্রতিশ্রুতির পর দীর্ঘ ৩ বছর কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি বলে অভিযোগ অবরোধকারীদের। ফুট ওভারব্রিজটি না থাকায় প্রতি দিন নিত্যযাত্রীদের অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে

দাবি তাঁদের। সোমবার 'নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ'-এর ব্যানারে ফুট ওভারব্রিজের দাবিতে 'রেল রোকো'-র ডাক দেওয়া হয়। সেই মতো ওই সংগঠনের ব্যারাকপুর শাখার তরফে স্টেশন চত্বরে সকাল ৮ থেকে জমায়েত করা হয়। ব্যারাকপুর স্টেশন চত্বরে অবরোধকারীরা একটি মিছিল করেন এবং নিজেদের বক্তব্য রাখেন। তার পরেই তাঁদের পূর্ব পরিকল্পিত ঘোষণা অনুযায়ী, ১৪ নম্বর গেটে অবরোধ শুরু করা হয়। স্তব্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল।রেল পুলিশের আধিকারিকেরা গিয়ে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তুলে নেওয়ার আর্জি জানান। কিন্তু, অবরোধ ওঠেনি।

বর্ষা আহবান ও অভিবাদন জানতে
বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষ শিশু উপহার অনুষ্ঠান পালিত হয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ রবিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বর্ষা আহবান ও অভিবাদন জানতে 'বর্ষামঙ্গল' ও বৃক্ষ শিশু উপহার অনুষ্ঠান পালিত হয়। শিয়ালদহ কৃষ্ণ পদ মেমোরিয়াল হলে। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বর্ষা মঙ্গল সাহিত্য পত্রিকা। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট প্রবীন কবি সাহিত্যিক কমল কৃষ্ণ দে সিকদার প্রধান অতিথি ছিলেন সাংবাদিক কবি বরুন চক্রবর্তী চেয়ারম্যান ধ্রুববৃত দত্ত। উপস্থিত কবি সাহিত্যিক সাংবাদিকগণ তাদের বর্ষা সম্পর্কে সেরা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। অনেকে বর্ষা নিয়ে কবিতা বলেন। বর্ষা নিয়ে কবিতা প্রতিযোগিতা হয়। স্থান অধিকারী দের 'বর্ষা সুন্দরী 'সমমান দেওয়া হয়। এছাড়া তার বিভিন্ন বৃক্ষ শিশু উপহার দেওয়া হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক গন অংশগ্রহণ করেন। আসেন বাংলাদেশ থেকে কয়েক জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন শিবশঙ্কর

বক্সী ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ,ডঃ সীমা রায় রঞ্জনা কর্মকার নৃপেন চক্রবর্তী সহ দুই শতাধিক নবীন ও প্রবীন সাংবাদিক কবি সাহিত্যিক সাংবাদিকগণ। বর্ষা মঙ্গল সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সমাজ ও পরিবেশ কর্মী স্বাগত ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন বর্ষা ও গাছ কে ভালো বাসুন। পরিবেশ সুন্দর রাখুন।যা সবাই জানি। কিন্তু করি না অনেকে। নিজের পেশা রেখে পরিবেশ করার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের সবাই কে। সঞ্চালনা করেন মধুমিতা দূত। সভাপতিত্ব করেন সেখ মনির উদ্দিন।

মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দির,তাজমহল, মথুরা-বৃন্দাবন সবই দর্শন করাবে ভারত গৌরব স্পেশাল টুরিস্ট ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ জুলাই ঃ মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দির থেকে শুরু করে তাজমহল, মথুরা বৃন্দাবন সবই দর্শন করাবে ভারত গৌরব স্পেশাল টুরিস্ট ট্রেন। সাংবাদিক বৈঠক করে জানাল আইআরসিটিসি।আকর্ষণীয় প্যাকেজে উত্তর ভারত সহ মাতা বৈষ্ণোদেবী দর্শন করাবে ভারত গৌরব স্পেশাল টুরিস্ট ট্রেন। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং এন্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন লিমিটেড অর্থাৎ আইআরসিটিসি, কলকাতার তরফ থেকে আগামী ১১ আগস্ট এই বিশেষ টুরিস্ট ট্রেনের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিশেষ টুরিস্ট ট্রেনটি ভারত মাতা মন্দির, গঙ্গা আরতি, রাম ঝুলা, লক্ষ্মণ ঝুলা, ত্রিবেণী ঘাট, মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দির, স্বর্ণ মন্দির, ওয়াঘা বর্ডার, তাজমহল, মথুরা, বৃন্দাবন, রাম জন্মভূমি এবং সরযূ নদী দর্শন করাবে। ট্রেনটি কলকাতা স্টেশন থেকে আগামী ১১ আগস্ট যাত্রা শুরু করবে। সোমবার দুপুরে এই উপলক্ষে আইআরসিটিসি'র তরফ থেকে হাওড়ায় এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বলা হয় বর্তমান ভারত সরকারের 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' এবং 'দেখো আপনা দেশ', এই উদ্যোগ রূপান্তর করতে এই বিশেষ টুরিস্ট ট্রেনটির সূচনা হতে চলেছে। ভারতীয় রেলের ভারত গৌরব ট্রেন প্রকল্পের অধীনে রেলের পর্যটনের প্রচারের জন্য রেলওয়ে. ভাড়ায় আনুমানিক ৩৩ শতাংশ ছাড় দেওয়া

হয়েছে। ১০ রাত্রি এবং ১১ দিনের প্যাকেজে ইকোনমি, স্ট্যান্ডার্ড এবং কমফোর্ট ক্লাস থাকছে। যেখানে রাতের বিশ্রাম প্রয়োজন সেখানে ইকোনমি বিভাগের জন্য নন এসি বাজেট হোটেল, স্ট্যান্ডার্ড বা ডিলাক্স বিভাগের জন্য এসি হোটেল, নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা, নন এসি এবং এসি বাসে দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ এবং ভ্রমণ বীমা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পর্যটকদের সুবিধার জন্য যেসব বোর্ডিং এবং ডিবোর্ডিং পয়েন্ট চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে সেগুলো হলো কলকাতা, মেচেদা, খড়গপুর, ঝাড়গ্রাম, টাটানগর, রাঁচি, বোকারো স্টিল সিটি, ধানবাদ, হাজারীবাগ রোড, কোডারমা, গয়া, সাসারাম, দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রমুখ। জানা গেছে সম্পূর্ণ তিনটি বিভাগে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। ৫৮০ টি আসন সহ ইকোনমি ক্লাস, ২১০টি আসন সহ স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস রাখা হয়েছে। ইকোনমি ক্লাসে নন এসি বাজেটের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা এবং পরিবহন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড এবং কমফোর্ট বিভাগের জন্য এসি হোটেল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সমস্ত পরিষেবাগুলিতে সাশ্রয়ী মূল্যে যেমন ইকোনমি ক্লাসে জনপ্রতি ১৭,৭০০ টাকা, স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসের জন্য জনপ্রতি ২৭,৪০০ টাকা এবং কমফোর্ট ক্লাসের জন্য জনপ্রতি ৩০,৩০০ টাকা প্রদান করতে হবে। যারা আইআরসিটিসি'র ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরাসরি অনলাইনে প্যাকেজ বুক করাবেন তাদের পেটিএম সহ বিভিন্ন মাধ্যমে ইএমআই এর ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও ডেভিড এবং ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বুকিং করা যাবে। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আইআরসিটিসি'র এজিএম আনোয়ারুল করিম, যুগ্ম সম্পাদক রাজেন্দ্র বোরবান, ট্যুরিজম অফিসার মধুমতী রায়চৌধরী ও দীপঙ্কর মান্না। প্রসঙ্গত, বিশেষ এই ট্রেনে ট্যুরিস্ট ছাড়া অন্য কোনও যাত্রীদের প্রবেশ নিষেধ। এই ট্রেনটি আগামী ১১ আগস্ট, ২০২৩ কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়বে। উত্তর ভারত সহ মাতা বৈষ্ণবদেবী দর্শন করিয়ে ২১ আগস্ট ফিরে আসবে।

আপাতত হালকা বৃষ্টিতেই ভিজবে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এই মুহূর্তে দক্ষিণবঙ্গের কোথাও ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। ১৮-১৯ জুলাইয়ের মধ্যে

বৃষ্টি অনেকটাই কমে যেতে পারে, এরপর ২০-২১ জুলাই ফের দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি বৃষ্টিতে ভিজতে পারে। কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগামী কিছু দিন তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথাও জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এক থেকে দুই ডিগ্রি পর্যন্ত চড়তে পারে পারদ। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন সকালেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় নানা অংশে হালকা বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টি থামতেই ফের রোদের দেখা মেলে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি অনেকটাই কমে গিয়েছে, আগামী কয়েকদিনে বৃষ্টি আরও কমতে পারে উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

হিমালয়ান ট্যুরিজম মার্ট তার উদ্বোধনী সংস্করণের সূচনা ঘোষণা করতে পেরে গর্বিত, একটি যুগান্তকারী ইভেন্ট যার লক্ষ্য হল মহিমান্বিত হিমালয় অঞ্চলের পর্যটন সম্ভাবনা প্রদর্শন করা। -নিজস্ব চিত্র।

শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা শেওড়াফুলি ও বৈদ্যবাটিতে

বনস্পতি দে, হুগলি,১৭ জুলাই ঃ শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন থেকে শুরু হচ্ছে তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা একমাস ধরে চলবে এই মেলা। এই উপলক্ষে বৈদ্যবাটি ছয়টি গঙ্গার ঘাট থেকে ভক্তরা স্নান করে জল তুলে বাঁকে করে জল নিয়ে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরের পথে রওনা দেবেন। ইতিমধ্যে অনেক ভক্ত জল নিয়ে তারকেশ্বরের পথে পায়ে হেঁটে রওনা দিয়েছেন। এই সময়ে গঙ্গার ঘাটগুলিতে ও শেওড়াফুলির গঙ্গার ঘাটগুলিতে হাজার হাজার ভক্তের ভিড় উপচে পড়বে। বৈদ্যবাটি পুরসভার সূত্রে জানা গিয়েছে নিমাই তীর্থ ঘাটের ভিড় কমাতে পুণ্যার্থীদের অন্য ঘাট গুলিতে গিয়ে জল তুলতে অনুরোধ করা হয়েছে, নিরাপত্তার খাতিরে ১১ নম্বর রেলগেট গঙ্গার ঘাটগুলিতে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে তা সত্ত্বেও শ্যাওড়াফুলির ছাতু গঞ্জ থেকে বৈদ্যবাটির জোড়া অশ্বত্থ তলা ১১ নম্বর রেলগেট ও নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে দিল্লি রোডের দীর্ঘাঙ্গী মোড় পর্যন্ত সিসি ক্যামেরা দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে।

প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজতর করছে সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ রাজ্যের শিক্ষক শিক্ষাকর্মী এবং পুরসভার কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজতর করতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হচ্ছে। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক অশিক্ষক কর্মী, পুরসভাপঞ্চায়েত কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড রাজ্য সরকারের আইএফএমএস পোর্টালের আওতায় আনা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার কর্মীদের পিএফ পরিচালনার অনলাইন ব্যবস্থা চালু করতে রাজ্যের অর্থ দফতর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এখন শুধু সরকারের বিভিন্ন দফতরের কর্মীদের পিএফ এই পোর্টালের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। নতুন ব্যবস্থায় পিএফের টাকা দ্রুত যেমন মিলবে, তেমনি পরিচালন ব্যবস্থায়ও স্বচ্ছতা আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মীরা পিএফের টাকা জমা ও সুদের বার্ষিক হিসেব অনেক সময় ঠিকঠাক পান না বলে অভিযোগ। বিষয়টি আইএফএমএস ব্যবস্থার মধ্যে এলে অর্থবর্ষের শেষে অনলাইনে পোর্টাল থেকে পুরো হিসেব তাঁরা হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন। অন্যদিকে বিভিন্ন পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকায় কর্মীর অভাবে শ্রমিকদের এক বড় অংশের সুরক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানিয়ে নাগরিক মঞ্চ রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে লেখা চিঠিতে রাজ্যের ফ্যাক্টরি মেডিক্যাল ইন্সপেক্টর পদের অধিকাংশই ২০১৯ সাল থেকে ফাঁকা পড়ে রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ সালের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে বিভিন্ন কলকারখানায় কর্মরত প্রায় দশ লক্ষ শ্রমিকের পাশাপাশি ১৮ লক্ষ নির্মান শ্রমিকের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে শূন্য পদগুলি দ্রুত পূরনের আবেদন করা হয়েছে।

ডাকাতির আগেই ধৃত দুই দুস্কৃতি জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৭ জুলাই ঃ ডাকাতির আগেই জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর থেকে ধৃত দুজনকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ টিমের তৎপরতায় ভেস্তে গেল ডাকাতির ছক। ডাকাতির আগেই হাতে নাতে ধরা ও পড়ে গেল দুজন। উত্তর দুর্গাপুর থেকে গ্রেফতার করে দুজনকে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার পুলিশ রবিবার রাতে। ধৃত দুজন হল এনামেল মোল্লা, বাড়ি জয়নগর থানার তিলপি এলাকায় ও বিশ্বজিত মন্ডল, বাড়ি জয়নগর থানার গোয়ালবেড়িয়া বাজার এলাকায়। ধৃত দুজনকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

ভবঘুরেদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ রাজ্য সরকার শহরাঞ্চলের গৃহহীন, ফুটপাতবাসী বা ভবঘুরেদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র তৈরির কাজে গতি আনতে উদ্যোগী হয়েছে। চলতি বছরেই সারা রাজ্যে এধরণের ১০৯ টি আশ্রয় কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ৭০ টি কলকাতায়। জাতীয় শহর জীবিকা মিশনের আওতায় গোটা রাজ্যে এই ধরণের ৫৫ টি আশ্রয় কেন্দ্র গড়ার কাজ শেষ হয়েছে। আরও ৪৪ টি গড়ার ব্যাপারে সরকারি ছাড়পত্র পাওয়া গেছে বলে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর সূত্রে জানা গেছে। যে সমস্ত গরীব আশ্রয়হীন মানুষ রেল স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, ফুটপাথে দিন কাটান তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতে এই কেন্দ্রগুলি তৈরি করা হচ্ছে। ৫০ শয্যা বিশিষ্ট প্রতিটি কেন্দ্র তৈরি করতে খরচ হবে প্রায় দেড় কোটি টাকা। সেখানে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, পরিশ্রুত পানীয় জল শৌচালয়ের সুবিধা থাকছে। পাশাপাশি তাঁদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে। পুরসভাগুলি নৈশ অভিযান চালিয়ে এই আশ্রয়ে থাকার উপযুক্ত মানুষদের চিহ্নিত করবে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী কলকাতায় ভবঘুরের সংখ্যা প্রায় হাজার তিরিশেক। তবে, তৎকালীন বাম সরকারের আমলের এই হিসেব নিয়ে দ্বিমত রয়েছে । এর পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি একটি নতুন সমীক্ষা হয়। কলকাতা পুলিস সেই সমীক্ষা করে। দেখা যায়, ভবঘুরের সংখ্যা ৭২০০। কিন্তু শহরে ফুটপাতবাসীদের রাখার জন্য বর্তমানে যে নাইট শেল্টার আছে, তার শয্যা সংখ্যা মাত্র ৬৫০। তাই নতুন নাইট সেল্টার বাড়ানোর কাজে গতি আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

হাই কোর্টের দ্বারস্থ নওশাদ সিদ্দিকি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে ঢুকতে পুলিশি বাধা। ফের কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। ভাঙড়ের বিধায়কের প্রশ্ন, ''কেন বার বার পুলিশ বাধা দিচ্ছে? ১৪৪ ধারা জারি থাকার কথা বলা হচ্ছে শুধু।''

পঞ্চায়েত ভোটে যথেচ্ছ লুঠ এবং অনিয়মের অভিযোগ তুলে হাওড়ায় অভিনব কায়দায় প্রতিবাদ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোটে যথেচ্ছ লুঠ এবং অনিয়মের অভিযোগ তুলে হাওড়ায় অভিনব কায়দায় প্রতিবাদ শুভেন্দুর। পাঁচলায় জয়েন্ট বিডিও'র হাতে কালো গোলাপ এবং মিষ্টির প্যাকেট তুলে গাঁধীগিরি শুভেন্দুর। সোমবার পাঁচলায় এসে বিডিওকে না পেয়ে জয়েন্ট বিডিও'র হাতেই কালো গোলাপ এবং মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন শুভেন্দু। সোমবার হাওড়া জেলার পাঁচলা বিডিও অফিস থেকে এই কর্মসূচি শুরু করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পঞ্চায়েত নির্বাচন একটা 'প্রহসন' হয়েছে, সে দাবি আগেই তুলেছিল বিজেপি। এবার শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নতুন প্রতিবাদ কর্মসূচি হাওড়ার পাঁচলা থেকে শুরু করলো বিজেপি। সোমবার বেলা দেড়টা নাগাদ হাওড়া জেলার পাঁচলা বিডিও অফিসে যান শুভেন্দু। বিডিও এদিন অফিসে সেই সময় উপস্থিত ছিলেন না। তাই বিডিওকে না পেয়ে জয়েন্ট বিডিওকে একটি কালো গোলাপ এবং একটি মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন শুভেন্দু বাবু। শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষের সুরে জয়েন্ট বিডিওকে বলেন, 'আপনারা পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র রক্ষা করেছেন। তার জন্য এই ফুল আর মিষ্টি দিয়ে গেলাম।' পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, এরা এত সুন্দর গণনা করেছে, মমতাময়ী নির্মমতাকে সব ভোট লুঠ করে উপহার দিয়েছে। চৌর্যবৃত্তির কাজে যুক্ত গোটা পশ্চিমবাংলার বিডিওরা। এদিন শুভেন্দু অধিকারী দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে এই গান্ধীগিরি করবেন। একটা করে ফুল এবং ১টা করে মিষ্টির প্যাকেট দেবেন। মিষ্টির প্যাকেট যদি না পাওয়া যায় নকুলদানা বা বাতাসা হলেও হবে। পাশাপাশি, পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কর্মীরা ছাড়াও সরকারি আধিকারিকদের একাংশ কারচুপিতে যুক্ত ছিলেন বলে মনে করছেন তিনি। ভোটে কারচুপি করতে তাঁরা অনেকটা সাহায্য করছেন বলে দাবি করেন শুভেন্দু। তবে কালো গোলাপ ও মিষ্টি বিতরণ কর্মসূচি কোনও পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি ছিলনা। হঠাৎই এদিন হাওড়া জেলার পাঁচলা অফিসে গিয়ে হাজির হন শুভেন্দু অধিকারী। তবে বিষয়টি নিয়ে.উপস্থিত জয়েন্ট বিডিও কিছু বলতে চাননি। শুভেন্দু অধিকারী বিডিও অফিসে যাওয়ার পর তাঁকে দু-একবার বসার জন্য অনুরোধ করা হয়। তবে তিনি কালো গোলাপ ও মিষ্টি দিয়েই বিডিও অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যান। প্রসঙ্গত, এদিন হাওড়ার পাঁচলায় এসে রাজ্যে ৩৫৫ লাগু করার পক্ষেও সওয়াল করেন শুভেন্দু। হাওড়ার পাঁচলায় এসে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের পাশে দাঁড়ান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তিনি এদিন ঘরছাড়া কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন। তিনি বলেন, বেশ বাড়ি লুট হয়েছে। এবং তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাম না করেও এদিন তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এখানে নিরাপত্তা নেই। ৩৫৫ লাগু করার জন্য তিনটি আইনি পদ্ধতি আছে তাও তিনি সাংবাদিকদের বলেন। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এখানে আমাদের দলের পতাকা পর্যন্ত লাগাতে দেওয়া হয়নি। হাওড়ার গ্রামীণের জেলা সভাপতি এসে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এখানে পতাকা লাগিয়েছেন। তবে জেলা সভাপতি তো সবসময় থাকবেন না। এখানকার মানুষের নিরাপত্তা দেখার দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনের। এদিন শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিকদের আরও বলেন, বুথে বুথে ভবিষ্যতে যাতে বিজেপির এজেন্ট না থাকেন, দেওয়াল লেখার লোক না থাকেন এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনেপ্রানে চান। সেইজন্য আগুন, হিংসা, খুন, মৃত্যু, বোমা বিস্ফোরণ, ঘরছাড়া করা, লুঠ করা প্রভৃতিতে মদত দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যপাল বিভিন্ন জায়গা ঘুরে সাড়ে ৭ হাজার অভিযোগ কুরেছিলেন। তাঁর অভিযোগের কোনটারই সুরাহা হয়নি। প্রায় ৩০-৩২টা বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এক প্রার্থীকে এক কাপড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। পুলিশ এফআইআর নিচ্ছেনা। মানুষ অসহায়। গ্রামের ভেতরে ভয়াবহ অবস্থা চলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে কেউ শান্তিতে নেই। আমরা শান্তি চাই। দুস্কৃতকারীদের শাস্তি চাই। গ্রামের মানুষ নিরাপদে থাকতে চান। এখানে জঙ্গলরাজ চলছে। আমরা প্রতিটি বাড়ির সামনে পাহারা দিতে পারব না। কিন্তু আমি যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলাম তা পালন করব। যদি তৃণমূল আমাদের দলের কর্মীদের উপর আক্রমণ করে তাহলে আমরা যা ব্যবস্থা নেব সেখানে তৃণমূল দাঁড়াতে পারবে না। এদের কাউকে সংঘর্ষে জড়িয়ে প্রাণ দিতে বারণ করব।

ভগবতপুর থেকে শুরু করে নামখানায় শেষ হলো অরণ্য সপ্তাহ

তাপস পাল, নামখানা,১৭ জুলাই ঃ প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকে পালিত হলো অরণ্য সপ্তাহ। দক্ষিণ চন্দনপিড়ি বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ও বন দপ্তরের আয়োজনে দুইদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় অরণ্য সপ্তাহ। প্রথম দিন, শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভগবতপুর কুমির প্রকল্পের নদী বাউন্ডারী এরিয়ায় বৃক্ষরোপণ করা হয়। সখানে সুন্দরী, মেহেগিনী, আকাশপাণী, শিশু সহ বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ লাগানো হয়। এর সঙ্গে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন ভগবতপুরের রেঞ্জ অফিসার তন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গে ছিলেন বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালযের অধ্যাপক ডঃ. শান্তনু বেরা সহ বনদফতরের কর্মীগণ। সুন্দরবন এর আক্ষরিক অর্থ হল সুন্দর জঙ্গল। এই সুন্দরবনকে রক্ষা করার দায়িত্ব রয়েছে আমাদের প্রত্যেকে। প্রতিবছর হাজার হাজার গাছ লাগানো হয় সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা বিশেষ করে নদী বাউন্ডারি এরিয়াতে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বনাঞ্চল নষ্টও হয়ে যায়। তাই এই সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্যই বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করছে দক্ষিণ চন্দনপিড়ি বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। প্রতিবছরে তাদের বিভিন্ন শিবিরের সঙ্গে সঙ্গে এই সুন্দরবনকে কিভাবে টিকিয়ে রাখা যায় এবং কিভাবে সুন্দরবনের জনজাতিকে আরো বেশি স্বাবলম্বী করে তোলা যায় তার একটা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে সোসাইটির সম্পাদক শান্তনু বেরা বলেন, সুন্দরবন বাসীদের লড়াই জলে কুমির, ডাঙ্গায় বাঘ, তারপর ঝড়ঝঞ্ঝা। এর বিপরীতে যেভাবে সুন্দরবনবাসী প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে। সেই লড়াইয়ের সাথী হয়েছে এই দক্ষিণ চন্দনপিড়ি বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সুন্দরবন মানুষের জীবন জীবিকা থেকে শুরু করে তাঁদের আশ্রয় এমনকি খাদ্য দিয়ে থাকি। আমরা কোভিড ১৯ থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইয়াস, বুলবুলের দাপটে সুন্দরবনের মানুষ তখন দিশাহীন হয়ে পড়েছিল। এমত অবস্থায় আমরা ২৬ হাজার

মানুষের মুখে খাবার তুলে দিয়েছিলাম। আমরা সুন্দরবন বাসীকে আমাদের ক্ষমতা অনুযাযী. আমরা সাহায্য করে থাকি। আমাদের এই সংগঠন প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে সুন্দরবন বাসির সুখ দুঃখের সাথী হতে। তাঁদের সুবিধা ও অসুবিধাতে তাদের পাশে দাঁড়াতে। ২০২৩ এই সোসাইটি একাধিক কর্মসূচির করেছেন। তার মধ্যে এই বছর এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল অরণ্য সপ্তাহ পালন এবং এন এস এস প্রোগ্রাম। এই দু দিনের প্রোগ্রামের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ রবিবারের সকাল থেকে নামখানা ব্লক জুড়ে ভ্রাম্যমান প্রাণী চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩০ জন ছাত্র ছাত্রী এবং নামখানা ব্লকের কিছু ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে প্রাণী চিকিৎসা শিবির ও, বিনামূল্যে গরু, ছাগল থেকে শুরু করে হাস, মুরগির ঔষধ ও টিকা দেওয়া হয়। টিকাকরনের শেষে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে একটি প্রাণী সংক্রান্ত সেমিনারের আয়োজন হয়। এদিন প্রায় দুই শতাধিক বিভিন্ন ধরনের ফলের চারা লাগানো হয়। অনুষ্ঠানের শেষে বেশ কিছু ছাত্র ছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ভগবতপুর ফরেস্টের রেঞ্জ অফিসার তন্ময় চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ. শান্তনু বেরা, ডঃ স্বপন সুর, ডঃ অনির্বাণ গাঙ্গুলী, ডঃ বিনয় চন্দ্র করাক, ডক্টর কেশব চট্টোপাধ্যায়, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নামখানা পঞ্চায়েত সমিতি প্রাক্তন মৎস্য ও প্রাণী কর্মাধ্যক্ষ অতনু কুমার দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী রবীন্দ্রনাথ বেরা, শিক্ষক কমল কৃষ্ণ মাইতি, বাঁশরী মোহন মন্ডল প্রমূখ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২২৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১শ্রাবণ , ১৪৩০

ইমরান এখন ভারতভক্ত

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানকে এক ঘরে করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি আরব দেশগুলোকে কাছে টানতে শুরু করে দিয়েছেন। আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া একন বারতের পাশে এসে দঁড়াতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চিন এবং পাকিস্তান জোট হলেও তারা কিন্তু আন্তর্জাতিক সহানুভূতি আদায় করতে পারছে না। ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক কৌশলে পেরে উঠছে না চিন এবং পাকিস্তান।পাকিস্তান ক্রমশ একা হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে আজকে পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা খুবই চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। ইমরান খ ানের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে ভুল ছিল সেটা স্বয়ং তিনি বুঝতে পেরেছেন। তার ফলে বিরোধীরা সোচ্চার হয়েছে। ইমরান খানকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে আসতে হয়েছে দলকে বাঁচাতে। ইমরান খান যদি বিরোধীদের কথায় যদি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ না করতেন তাহলে কিন্তু তাঁর দল একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। সেটা হতে দিলেন না রাজনীতিবিদ ইমরান খান। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দলকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে আগামি দিনে আবার প্রধানমনন্ত্রী হওয়ার পথটা খোলা থাকবে। ইমরান খান বিশাল জনসভা করলেন করাচি শহরে। তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) সভায় উপচে পড়া ভিড় হয়। ইমরান একন বারত বিরোধী কোনও কথা বলছেন না। তিনি ভারতকে পাশে রেখে কথা বলছেন এবং ভারতকে পাকিস্তানের বন্ধু বলে গ্রহণ করছেন। এর ফলে বিরোধীরা ঘাবড়ে যায়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইমরান খান বলেছেন, তিনি ভারত আমেরিকা বিরোধী নন। তিনি কোনও নির্দিষ্টি দেশের বিরোধী নন। আমি আমেরিকা ভারত এবং ইউরোপের কোনও দেশের বিরোধী নই। মানবতার সঙ্গে আমি আছি। কোনও সম্প্রদায়ের বিরোধী আমি নই। সবাই নিয়ে চলতে চাই। সবার সঙ্গী হতে চাই। আচমকা ইমরান খানের মুখে এই কথা শুনে রাজনীতিবিদেরা অবাক হয়ে গিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসার পর তিনি সেখানে বিদেশি শত্রুর হাত খুঁজে পেয়েছেন বলে চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি প্রচার করতে শুরু করেছিলেন তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পিছনে বিরোধীদের সঙ্গে বিদেশি শত্রুরা হাত মিলিয়ে কাজ করেছে। আর আজকে সেটা ঢাকতে তিনি আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছেন। তাঁকে সরানোর জন্য আমেরিকার ওপরে দোষ চাপাতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এবারে কিন্তু তিনি আবার আমেরিকার প্রশংসা করতে শুরু করেছেন। পিটিআইয়ের সমর্থকেরা রাস্তায় আমেরিকার বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করে দিয়েছিল। বিরোধী দলের সমর্থকেরা ইমরান খানকে রাশিয়ার দালাল বলে প্রচার করতে থাকে। রাশিয়া সফর করেই ইমরান ভারত প্রেম কথা বলতে শুরু করে দিলেন সেটাই তাহলে কী কাল হয়েছিল ইমরানের? কিন্তু ইমরান এদিন প্রকাশ্য জনসভায় ভারতের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন পাকিস্তানের উন্নতির জন্য ভারতের সহযোগিতা প্রয়োজন। ভারত তার কাছে শত্রু দেশ নয়। ভারত তার কাছে বন্ধু দেশ। রাষ্ট্রপুঞ্জে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল সেখানে পাকিস্তান একেবারে নীরব ছিল। ভোটাভুটির সময়ে পাকিস্তান কাউকে ভোট দেয়নি। বলতে গেলে বলা চলে ভোটভুটিতে অংশ গ্রহণ করেনি।

রাশিয়া ইউক্রেন ভাগ চায়?

রাশিয়া কি ইউক্রেন দেশটাকে ভাগ করে দিতে চেয়েছে। না কি পুরো দেশটাকে গ্রাস করতে চাইছে। সেটা করতে শুরু করে দিয়েছে অস্ত্র দিয়ে। যুদ্ধ করে। শক্তি দিয়ে ইউক্রেনের ঐক্যকে একেবারে বিনিষ্ট করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেছে রাশিয়া। আসলে রাশিয়া ভাবতে শুরু করে দিয়েছে যে তাদের হাত থেকে গোটা পৃথিবীটা হাতছাড়া হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ার পাশে কোনও দেশ নেই। কমিউনিস্ট দশগুলি ছাড়া বিশ্বের কোনও দেশ রাশিয়ার পাশে নেই। আজকে রাশিয়া ক্রমশ একঘরে হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে রাশিয়া উদারপন্থী নয়। সঙ্কির্ণপন্থী দলের অংশ। উদার হতে গেলে মনটাকে পরিস্কার করার প্রয়োজন রয়েছে। অস্ত্র দিয়ে পৃথিবী শাসন করা যায় না। রাশিয়া আগেকার চিত্রটা সেই রকমই ছিল। রাশিয়া গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে রাশিয়া অস্ত্র দিকে বন্দুক দিয়ে শাসন করতে গিয়ে রাশিয়ার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। রাশিয়া আবার অস্ত্র দিয়ে তাদেরকে রাশিয়ার ছাতার তলায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছে বলপূর্ব। সেটা কিন্তু সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ এর মানবাধিকার কাউন্সিল থেকে রাশিয়াকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়া সেখানে আর প্রবেশ করতে পারবে না এবং মানবাধিকার নিয়ে কথা বলার কোনও অধিকার থাকবে না রাষ্ট্রপুঞ্জে। এটা রাশিয়ার মতো একটি বড় দায়িত্বশীল দেশের পক্ষে আঘাত বলা যেতে পারে। ভারতও পর্যন্ত এই প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেয়নি। কারণ ভারত সরকার আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তারা ভোটাভুটিতে অংশ গ্রহণ করবে না। যার ফলে রাশিয়া খানিকটা ক্ষুব্ধ হলেও ভারতের কোনও কিছু করার ছিল না। ইউক্রেনের ওপরে ভয়ঙ্কর হামলা করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়ার সেনারা। সেখনে শিশু থেকে শুরু করে নারী ধর্ষন, গণহত্যা করতে শুরু করেছে রুশ সেনারা। কীভাবে যুদ্ধ বন্ধ করা যেতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা চালিয়ে যাবে ভারত এবং আমেরিকা। শান্তিপূর্ণ উপায়ে কূটনীতির মাধ্যমে যুদ্ধকে বন্ধ করতে হবে। তাতে ভারতের অংশ গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, ইউক্রেনের অবস্থা উদ্বেগজনক। কুড়ি হাজার ভারতীয় ছাত্র সেখ ানে আটকে পড়েছিল। তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে একটি মাত্র পথ ধরে সেটা হচ্ছে দুই দেশের রাষ্ট্র প্রধানকে মুখোমুখী বসিয়ে শান্তি আলোচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। তার ফলে যুদ্ধ থামতে পারে। এছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। দুই রাষ্ট্র প্রধান যুদ্ধের হুঙ্কার দিতে শুরু করে দিয়েছে। তাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় শান্তির আলোচনাকে অগ্রাধিকার দিলেই যুদ্ধ থেমে যাবে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জ্জনায় থাকে, উত্তমরুপে পরিষ্কার না করলে সেটার জ্যেতি বেরোয় না, তেমনই তিনি তো সংসারে অতি সাধারন জীবের মত থাকেন, কেবল প্রেমের প্রভাবেই তাঁর দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমই তাঁকে ধরতে পারে। প্রেমের সঙ্গ কর, তিনি আপনিই প্রকট হবেন

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন। মনের শক্তি। শারীরিক শক্তি। মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তির কথা তিনি বলতেন। তিনি বলতেন, জ্ঞানের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু নিজের শক্তি বৃদ্ধি করলেই চলবে না। সবার শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শক্তিশালী তরুণরা অংশ গ্রহণ করুক সেটা চাইতেন। তিনি পাড়ায় কুস্তির আখড়া তৈরি করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তরুণরা শরীর চর্চা করুক সেটা তিনি চাইতেন মনেপ্রাণে। তিনি বিপ্লবীদের উৎসাহ দিতেন। তিনি ভারত মাতার মুক্তি কামনা করতেন। সেই কারণে তিনি বারবার শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন।

আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দি-জেরায় টেগার্ট

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পুর্ব প্রকাশের পর)

কিন্তু ননীগোপাল কারোর কথাতে কান দিলেন না। তিনি নগ্ন হয়ে থাকলেন জেল সেলের মধ্যে। নল দিয়ে তাঁকে খাওয়ানোর চেষ্টা করহয়েছিল। তিনি কাজ করতে রাজি নন। তার ফলে আরও এক বছর কারাবাসের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। গলার কয়েদি নম্বরের টিকিট তিনি ছিঁড়ে ফেলে দেন। ভারতীয় পেনাল কোডের ৩০৭ ধারা অনুযায়ী আর বিস্ফোরক আইন অনুযায়ী তাঁর শাস্তি হয়। কাঠের টিকিট ভেঙে ফেলার ফলে ননীগোপালের জন্য লোহার টিকিট তৈরি করা হয়েছিল। সুরেন্দ্র মুখার্জি হচ্ছেন ননীগোপালের ভাই। দুই ভাইকে মুখোমুখী বসিয়ে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল ননীগোপাল যাতে অনশন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার যাতে করে নেন। জেলের ক্যাপ্টেন মারে দুই ভাইকে লক্ষ্য করার জন্য জেলার পেটিগ্রুকে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয় এবং মতিলাল ভার্মার সঙ্গে দেখা করলেন টেগার্ট। তবে তাদের সঙ্গে কোনও কথা বলেননি। উল্লাসকর দত্তের ব্যাপারে টেগার্ট খোঁজখবর সংগ্রহ করলেন। পোর্টব্লেয়ার থেকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে মাদ্রাজের একটি মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নাঙ্গলা ষড়যন্ত্র মামলার বিধুভূষণ দে-এর সঙ্গে কথা বললেন। তাঁর বাড়ি ১৫ জোড়াবাগন থেকে বেশ কিছু কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছিল। সেই সব কাগজপত্রের উৎসস্থল কোথায় তা জানতে তিনিপারলেন না। পুলিশ বিধুভূষণকে ধরার আগেই যোগেন সেই সব কাগজপত্র নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। বিধুর জোড়াবাগানের সঙ্গী অশ্বিনী বসু'র সঙ্গে দেখা করলেন টেগার্ট। তিনি এই নাঙ্গলা ষড়যন্ত্রের বিষয়ে তথ্য জোগাড় করতে চেষ্টা করলেন বটে। কিন্তু কোনও রকমভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেন না। রাজেন্দ্রপুর ট্রেন ডাকাতি মামলায় জড়িত সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে জেরা করতে শুরু করলেন টেগার্ট। সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত পুলিশকে আগে বহু তথ্য দিয়েছেন। কিন্তু সেই সব তথ্যগুলি একেবারে ভুয়ো বলে প্রমাণিত হল। মিস্টার রাইল্যাণ্ডকে বহু তথ্য তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও তথ্যই সঠিক ছিল না তা পুলিশ অনুসন্ধান করে বুঝতে পারে। কথা ছিল, সঠিক তথ্য দিতে পারলে কারাবাসের মেয়াদ কমিয়ে দেওয়া হবে। তা কিন্তু সরকার করেনি। সেখানে টেগার্ট পরিস্কার করে বলে দিলেন যে সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত যে সব তথ্য পুলিশকে দিয়েছেন তা কোনওটা সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। তার ফলে কারাবাসের মেয়াদ কমেনি। বোমা বাহকের নাম যদি সঠিক হয় তাহলে টেগার্ট সুরেশচন্দ্রের কারাবাস কমিয়ে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। মৌলভী বাজার মামলা সংক্রান্ত মামলায় যে প্রতিশ্রুতি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তা পালন করবে ব্রিটিশ সরকার বলে টেগার্ট জানালেন। টেগার্ট বোমা বাহকের কিছু ছবি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেই সব ছবিগুলি সুরেশচন্দ্রকে দেখানো হয়। বোমা বাহকের বাঁ হাতটা একেবারে উড়ে গিয়েছে। তাঁর বাঁ হাতে 'বন্দেমাতরম' লেখা উল্কি ছিল। বাঁ হাতটা একেবারে উড়ে যাওয়ার ফলে তাঁকে সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব হল না। টেগার্ট উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। আলিপুর বোমা মামলায় তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। উপেন্দ্রনাথ টেগার্টের কাছে অভিযোগ করেন যে সারা জীবন তাঁকে জেলেই থাকতে হবে। তিনি জানতেন যে আসামীদের লেখা চিঠিগুলি পুলিশের হস্তগত হবে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন বারীন ঘোষকে চিঠি পাঠানো বারণ করেছিলেন। পুলিশের গুপ্তচর জানায় যে উপেন্দ্রনাথ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন টেগার্টকে যে বারীন ঘোষের কর্মকাণ্ডগুলি ছিল ভুল ও অপরিণত। শিক্ষারকে আরও বিস্তৃত করার সময় দেওয়া উচিত ছিল তাতে করে স্বরাজ চেতনা জনগণের মধ্যে আরও তীব্র হতে পারতো। উপেন্দ্র টেগার্টকে জানান যে যা কষ্ট তাঁকে সহ্য করতে হচ্ছে এবং আগামি দিনে হবে তারপরে আর আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার কেনও ইচ্ছা নেই। তিনি টেগার্টের কাছে জানতে চাইলেন তাঁর মতো যাবজ্জীবন কারাদণ্ডভোগীদের ক্ষম পাবার কোনও আশা আছে কিনা। টেগার্ট তাঁকে জানান যে এই ধরনের ক্ষমতা পাওয়ার অন্তরায় হল অশান্ত অবস্থা। বিশেষত ভারতে বোমার ব্যবহার। যতদিন পর্যন্ত যে সর্বনাশের বীজ তারা বপন করেছেন সেই অশুভ অবস্থা যতদিন বজায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত বপনকারীদের ক্ষমা পাওয়ার কোনও আশা নেই। এই সমস্যা সমাধান করতে কর্তৃপক্ষকে দেওয়া তাঁর সাহায্য নিশ্চয় অপুরস্কৃত হবে না। চন্দননগরের কথা উঠতেই টেগার্ট 'শ্রীশ ঘোষ'-এর ছবি উপেন্দ্রনাথ দেখ ান। তিনি টেগার্টকে তাঁর নাম বলে দেন এবং একটি ছোট রিভালাবার জেলে নিয়ে এসে বারীনের হাতে দিয়েছিলেন। অন্যটি এনেছিলেন অবিনাশ মুনসিফ আর সেটা দিয়েছিলেন

প্রিয়শঙ্কর রায় ওরফে শশাঙ্কজীবন রায়কে। হেম দাস বোমা তৈরির ফর্মুলার অনেকগুলির নকল তৈরি করেন এবং সেইগুলি বিভিন্ন সমর্থকদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। চন্দননগরের চারুবাবুর কাছে, খুলনার দৌলতপুর কলেজের ব্রজলালের ভাই যদুলাল চক্রবর্তীর কাছে এবং খ ুলনার উকিল জ্যোতিষ ঘোষের কাছে পাঠানো হয়। সম্ভবত রংপুরের মণি লাহিড়ীর কাছে পাঠানো হতে পারে। বিপ্লবীদের 'সাধারণ নীতিসমূহ'পুস্তিকাটি দেখে উপেন্দ্রনাথ বলেন হেমচন্দ্র ফ্রান্স থেকে নিয়ে এসেছিলেন। চন্দননগর আন্দোলন সম্পর্কে উপেন টেগার্টের কাছে জানান, তিনি শুধু মানকুণ্ডু রেল লাইনের ওপরে বোমা রাখতে গিয়েছিলেন। বারীন এবং শ্রীশ ঘোষ এর খুটিনাটি দেখতে চন্দননগর যেতেন। চারুবাবু বোমা রাখার বিপক্ষে ছিলেন। নরেন ব্যানার্জির ছবি দেখে উপেনন্দ্রনাথ জানান যে উপেন চ্যাট্টার্জির ভাগ্নে। নরেন ব্যানার্জি এবং ক্ষেত্রদাশ ব্যানার্জি ওরফে দাশু চাঁপাতলায় 'যুগান্তর' অফিসে এসে পত্রিকা কিনে নিয়ে চন্দননগরে চলে যেত। হেম দাস জোর করে বোমা বিপ্লবী দলে চালু করেছিল। মেদিনীপুরের প্রকাশ মাইতি খুবই বিপদজ্জনক লোক। আগে পুণাতে বোম তৈরি হতো। প্যাটেল এই প্রস্তুতকারকদের মধ্যে অন্যতম। মারাঠি ব্রাহ্মণরা বাঙালিদের বেশ বুদ্ধিমান। সুকুমার মিত্র হলেন বারীন ঘোষের সম্পর্কের ভাই। সে রিভালবার চালানো জানত। পুলিশের খবরদাতা ছিল লালমোহন সাহা। ঢাকা জেলার কুখ্যাত খুনি। কলকাতায় এর সাজা হয়েছিল। রাজনৈতিক আসামি না হলেও বিপ্লবীদের আস্থাভাজন হয়ে গিয়েছিল। আন্দামানে বিপ্লবীদের অসম্মানে বদলা নেওয়ার জন্য সেখানকার চিফ কমিশনারকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম পুলিশকে বলে দেয় গুপ্তচর ললিতমোহন। চিফ কমিশনার হত্যার ষড়যন্ত্রে যাঁরা লিপ্ত ছিলেন তাঁরা হলেন বারীন ঘোষ, হেম দাস, উপেন ব্যানার্জি, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, সুধীর দে, অবনী চক্রবর্তী, সুধীর সরকার, কে এক প্রাণবন্ধু, নগেন সরকার, কিনু পৈ, রামহরি এবং নন্দগোপাল। চিফ কমিশনারকে মারতে পারলে সারা ইউরোপ সাড়া পড়ে যাবে। হেম দাস ঘড়ি বোমা ব্যবহার করার পরমার্শ দিয়েছিলেন। সেলুলার জেলের ক্যাপ্টেন মারে এবং ডয়লি (দুই নম্বর অধিকর্তা) এই সব পরিকল্পনা জানতে পারে লালমোহনের কাছ থেকে। পরে লালমোহনকে সন্দেহ করতে শুরু করে বিপ্লবীরা। আন্দামানে বিপ্লবী বন্দিরা একটি গ্রন্থাগার তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। হেম দাস, সুধীর সরকার, সুধীর কুমার দে, বিভূতি সরকার এবং উপেন ব্যানার্জির কাছ থেকে বই পাওয়া গিয়েছিল। স্বরাজ দলের নায়কদের একজন হচ্ছেন রামহরি। ১৯০৮ সালে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা অনুসারে তাঁর সাত বছরের দীপান্তর হয়। উপেন ব্যানার্জির কাছ থেকে 'নোটস ফর রেফারেন্স' পান টেগার্ট। তল্লাশি করতে গিয়ে বহু জিনিস পাওয়া গেল। লাল রঙের পাউডার পাওয়া গেল। ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন বললেন যে এগুলি এক পি ডাব্লু ডি'র মুন্সির কাছ থেকে পাওয়া গেছে। দেশে মনে হয় যে এগুলি হোলির আবির। তবে কারখানার একটি পুরানো বাক্স পাওয়া গেল। তার মধ্যে দুটো চিনের কৌটো যার ঢাকনা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। টিউবের দুটো মুখ। একটি মুখ বন্ধ আর আর একটি মুখে ছোট ফুটো। মনে হয় এগুলি বোমের খালি খোল। অ্যান্ডারসনের অনুমতি নিয়ে টেগার্ট সেগুলি নিলেন। হেম দাসের সঙ্গে দেখা করলেন টেগার্ট। তাঁর কাছ থেকে কোনও খবর সংগ্রহ করতে পারলেন না। এরপরে তিনি আলিপুর বোমা মামলার শক্তিশালী নেতা বারীন ঘোষের সঙ্গে দেখা করলেন। টাইফয়েড থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন সবে। তিনি জানান, ভারতীয়দের সমানে বোমা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা ছিল না। কংগ্রেস বহু চেষ্টা করেছিল সফল হয়নি। তিনি রাজনৈতিক ডাকাতির নিন্দা করলেন। দিল্লি ঘটনায় প্রবীণ নেতার হাত থাকতে পারে বলে জানান। তিনি আরও জানান যে পিকরিক অ্যাসিডের বোমা তৈরি করা কঠিন নয়। কিন্তু ফালমিনেট তৈরি করা বোমা কঠিন এবং খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। দুবার ফালমিনেটসহ পিকরিক বোমা তৈরি হয়েছিল। প্রথম বোমাটিতে প্রফুল্ল চক্রবর্তী মারা গিয়েছিল এবং উল্লাসকর গুরুতর আহত হয়। দ্বিতীয় বোমাটি তৈরি করা হয়েছিল মুরারিপুকুর বাগানে। চন্দননগরের মেয়রকে মারার জন্য ফালমিনেটসহ পিকরিক-অ্যাসিড বোমা তৈরি করা হয়েছিল। রাসায়নিক কেনা হত 'বটকৃষ্ট পাল' এবং 'ইণ্ডিয়ান কেমিকাল স্টোর্স ' থেকে। বিভূতিভূষণ সরকারের সঙ্গে দেখা করলেন টেগার্ট। তাঁর খুবই জ্বর। টেগার্ট এবার হৃষিকেশ কাঞ্জিলালের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে বলা হত 'অয়ারল্যাণ্ড--অন্ত-প্রাণ'। জেলার ব্যারি আয়ারল্যাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। হৃষিকেশ ব্যারির সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলার বিপ্লবীরা সবাই আয়ারল্যাণ্ডের পক্ষে। উপেন ব্যানার্জির সঙ্গে আবার দেখা করলেন টেগার্ট। 'শ্রমজীবী সমবায়' ছবির মধ্যে থেকে অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জিকে শনাক্ত করলেন। উপেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। উল্লাসকর সুকিয়া স্ট্রিটের সুন্দরী দাসের বাড়িতে থাকতেন। শ্রীহট্টের ছেলে রাধাকৃষ্ণ সিং ছিলেন তাঁর বন্ধু। ত্রিপালিঙ্গ স্বামী ঢাকার এক নাগা সন্ন্যাসী পুলিন বিহারী দাসের গুরু ছিলেন। জেলে ইন্দুভূষণের আত্মহত্যা সম্বন্ধে উপেন জানান যে ইন্দু ছিল হেম দাসের একজন গোঁড়া ভক্ত। ইন্দুভূষণের আত্মহত্যাকে উপেনন্দ্রনাথ মনে করেন যে এটা নিজেদের মধ্যে বিবাদের ফল। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষের স্বীকারোক্তি নিয়ে আপত্তি করেছিলেন হেমচন্দ্র কানুনগো যিনি কোন স্বীকারোক্তি দেননি। এক সময়ে চন্দননগরের শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বারীন্দ্রকে গুলি করার মত প্রকাশ করেছিলেন। স্বীকারোক্তি দেওয়ার পক্ষে ছিল না বিপ্লবীরা। তবে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। তার ফলে তাঁদের মত গৃহীত হনি। যেভাবে টেগার্ট আন্দামানের বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করে খবর সংগ্রহ করেছিলেন তাতে তাঁকে ব্রিটিশ পুলিশ মহল বহ্বা দিয়েছিল। ১৯১৬ সালে বাংলার সরকার ফরাসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করলো। (ক্রমশ)

বিজ্ঞান সাধক অক্ষয় কুমার দত্ত

(১৫ জুলাই ১৮২০ সালে বাংলার বিজ্ঞান সাধক অক্ষয় কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এবছর তাঁর ২০৪ তম জন্মদিন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে আজকের প্রতিবেদন)

রাজনীতিতে বিজ্ঞান দরকার। সাহিত্য সংস্কৃতিতে বিজ্ঞান দরকার। সমাজ সংস্কার করতে গেলে বিজ্ঞান প্রয়োজন। ধর্মকে আন্তরকিভাবে গ্রহণ করতে গেলে বিজ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে। মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রয়োজন রয়েছে বিজ্ঞানের। সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়। তাঁরা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন বটে। কিন্তু সব সময়ে তাঁরা বিজ্ঞানকে সঙ্গে রেখে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্তি হন। ভাবতে অবাক লাগে যে তাঁরা কোনও সময় বিজ্ঞান ছাড়া সাহিত্য রচনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যখন বাংলায় চলছে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা। তবে এর বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল বিরুদ্ধ আন্দোলন। যুক্তি বিজ্ঞানের মাপকাঠির ওপরে বিচার করে সব কিছুকে মাপার চেষ্টা চলছিল। যুক্তি বিজ্ঞান দিয়ে সত্যকে খুঁজে বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করে গিয়েছে। প্রার্থনার উপযোগী কতটা তা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল হিন্দু হোস্টেলের ছাত্ররা অক্ষয় কুমার দত্তকে। অক্ষয় দত্ত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কৃষক পরিশ্রম করে কি পায়? তারা এক বাক্যে বলেছিল-শস্য। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পরিশ্রমের সঙ্গে তারা যদি প্রার্থনা করে তাহলে কি পাবে? তারা সমস্বরে বলেছিল-শস্য। তখন তিনি বললেন, প্রার্থনা করার ফলে তারা বাড়তি কিছু পেল কি? ছাত্ররা বলে-না। তখন অক্ষয় দত্ত বলেন, তাহলে প্রার্থনার মূল্য শূন্য। এই দ্বার্থহীন সিদ্ধান্ত শুনে ছাত্ররা একেবারে নিরব হয়ে গেল। তখন অক্ষয় কুমার বীজগণিতের সমীকরণ প্রণালী দিয়ে প্রার্থনা শক্তি যে কিছু নয় তা তিনি পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ছাত্রদের। আসলে ঈশ্বরে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর। ঈশ্বর বলে কোনও শক্তি রয়েছে তা ইনারা একপ্রকার অস্বীকার করতেন। ইঁনারা বলতেন মানুষের প্রবল ইচ্ছাই হচ্ছে ঈশ্বর। তার বাইরে আর কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। অক্ষয় কুমার দত্ত-এর জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন-' এই ঘটনার দুই দিবস-পরে মেডিকেল কলেজের ডিমনস্ট্রেটর, বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত অক্ষয়বাবুর সাক্ষাৎ হইলে, তিনি হাসিতে হাসিতে ইঁহাকে বলিলেন-, ' আপনি ভালো এক সমীকরণ দিয়ে শহরটা তোলপাড় করে দিয়েছেন।' অক্ষয়বাবু উত্তর করিলেন, 'বিশুদ্ধবুদ্ধি বিজ্ঞানবিৎ লোকের পক্ষে যাহা অতি বোধসুলভ, তাহা এদেশীয় লোকেদের নতুন বোধ হইল এটি বড়ো দুঃখের বিষয়।'

অক্ষয় কুমার দত্ত মেডিকেল কলজের ছাত্র ছিলেন। সেখানে তিনি অ্যানাটমি, জীববিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়েছিলেন। ডাক্তার হওয়ার নেশা তাঁর ছিল না। ছিল মানব শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা। মানব দেশের শরীর সম্পর্কে খ ুটিনাটি জানার আগ্রহতে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। আসতে তাঁর প্রচণ্ড জানার নেশা তাকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে নিয়ে গেছে। তিনি কোনও একটি বিষয়ে ওপরে নির্ভর করে কোনও সময়ে থাকতে পারেননি। সব বিষয়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গভীর রাতের বেলায় বাড়ির ছাদে বসে একটি খে াগল যন্ত্র নিয়ে আকাশের গ্রহণ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। জ্যোর্তিবিজ্ঞান তাঁর প্রাণের বিষয়। সারা রাত জুড়ে মহাজাগতিক বিস্ময়ের যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে সেব সবের সাক্ষী থাকলে গেলে রাত ছাড়া উপায় নেই। খগোল হল দূরবীন। পারিবারিক ভাষা হল দূরবীক্ষণ। তিনি শুধু ক্ষান্ত থাকেননি জ্যোর্তিবিজ্ঞান চর্চায়। তিনি সব বিজ্ঞানের সবক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করেছেন। সব বিজ্ঞানের দ্বারে দ্বারে ঘুরে আসল বিজ্ঞানের সন্ধান করে বেড়িয়েছেন। খুঁজতে চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানের আসল সত্যটা কোথার রয়েছে। আসল সত্যের সন্ধানে তিনি বিজ্ঞানের প্রতি কক্ষে সফর করেছেন। গভীর ভাবে পড়াশুনা করা থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোলের ক্ষেত্রে অসংখ্য পরিভাষিক শব্দ তৈরি করেছেন। যেমন- অনুবীক্ষণ, চুম্বক, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, দাহ্য পদার্থ, জড়, তড়িৎ, পরিমিত, ধ্রুবতারা, অঙ্গার, বাষ্প, বজ্র, জোয়ার, রামধনু, সৌরজগৎ, মাধ্যাকর্ষন, গ্রহণ, সুমেরু, কুমেরু, মানমন্দির, জ্বালামুখ ী, আগ্নেয়গিরি। এগুলি নমুনা মাত্র। তালিকাটি আরও দীর্ঘ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে পথ দেখি য়েছিল এই সব পরিভাষা। এই পরিভাষা প্রকাশিত হতেই বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অক্ষয় কুমার দত্ত বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা করার পথটা সুগম করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এই সব বিজ্ঞান পরিভাষা প্রস্তুত করে।

অক্ষয় কুমার দত্তের একটি বই এর জন্য স্কুলে আগুন ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল কিছু লোক। ঘটনাটি ঢাকার বিক্রমপুরের। ১৮৫১ সাল। সদ্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লিখিত একটি বই। নাম-'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার।' বিক্রমপুরের কালীপাড়ার একদল ছাত্র বইটা পড়ে মুগ্ধ। প্রায় দেড়শো বছর আগে এই বইয়ে অক্ষয় কুমার লিখেছেন,-'বিবাহের আগে হবু দম্পতি পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করে নেবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য যেন বেশি না থাকে। সংসারে নারী ও পুরুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব সমান। যদি স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং সমাধানের কোনও পথ খুঁজে না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ কাম্য।' তোলপাড় হয়ে গেল সর্বত্র। কালীপাড়া স্কুলের কিছু ছাত্র সভা করে প্রতিজ্ঞা করে বসল। তারা একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে লিখ লেন-' আমরা এই পুস্তকে লিখিত বিবাহাদির নিয়মসকল অবলম্বন করিব।' ধর্মান্ধ রক্ষণশীল মহলে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিল। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, স্কুল বাড়ীটি পুড়িয়ে দেবেন। তবে এই হুমকিতে ছাত্রদের প্রতিহত করা যায়নি। অনেকেই গৃহত্যাগী হয়েছিলেন সেদিন। অক্ষয় জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় লিখছেন তখন-'উপস্থিত বৃত্তান্তটি সঞ্জীবনী-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হাওয়া যায়। তিনি ঐ সময়ে ঐ স্কুলে ছাত্র ছিলেন।' দ্বারকানাথের উপরেও এর প্রভাব পড়েছিল। তাঁরা কুলীন ছিলেন, পরিবারের প্রায় সবাই বংশানুক্রমে চল্লিশ-পঞ্চাশটি করে বিবাহ করতেন। দ্বারকানাথ পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে জানিয়েছিলেন-'আমি এক বই দুই বিবাহ করিব না।' এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল গোটা কুলিন ব্রাহ্মণ সমাজ। তারা তাদের অধিকারকে বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সমাজ রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থাকে পরিহার করে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন করতে আগ্রহী ছিল। তারা ঈশ্বর বেশি বিশ্বাস করতো না। রক্ষণশীল সমাজের ভাষায় তারা একেবারে নাস্তিক ছিল। যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে চাইতো।

হেরিটেজ

শিয়ালদহ ট্রাফিক গার্ড অফিস

ফিরি ট্রাফিক গার্ড ভবন-এর ১৮৯২-১৯০০ সাল পর্যন্ত প্রথম মালিক ছিলেন সি.এইচ. স্মিথ। এরপরে বাড়িটি চলে সি. জে ডিসকাট-এর

হাতে। ১৯২৯-৪২ সাল পর্যন্ত এই বাড়ির মালিক ছিলেন বসন্তলাল নাথানি। ওই সময়ে এই বড়িতে থাকতে শুরু করেন শিল্পপতি স্যার আব্দুল হালিম গাজানি (১৮৭৬-১৯৫০)। তিনি এই বাড়িটি কিনে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার জমিদার বংশের ছেলে স্যার আব্দুল টাঙগাইল পুরসভার চেয়ারম্যান হন মাত্র ২৪ বচর বয়সে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে শেরিফ পদে আসীন হন। তাঁর এই বাসভবনে স্বরাজ দলর সভা বসত সখানে উপস্থিত থাকতেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মতিলাল নেহরু। ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে তিনি ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান। ১৯৭০ সালে ১৮ আগস্ট এই ভবনটি সরকার গ্রহণ করে। এখানে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ তৈরি করা হয়। কলকাতা ইতিহাসবিদ নায়ার বলেছেন যে শিয়ালদহ নামটা হয়েছে এখ ানে শিয়ালরা রাতে বিচরণ করতো এবং দহ মানে হচ্ছে গ্রাম। শিয়ালদহে প্রথম রেল লাইন চালু করা হয়েছিল ১৮৫৭ সালে। শিয়ালদহের প্রথম রুট চালু করা হয়েছিল কুষ্টিয়া পর্যন্ত। শিয়ালদহে একটি বিখ্যাত বাজার বসে তার নাম হচ্ছে 'বাইটাকনা' বা বৈঠকখানা। ১৭৫৭ সালে মানচিত্রে এই বাজারের নাম উল্লেখ রয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যবসায়ীরা এই বাজারে পণ্য নিয়ে উপস্থিত হতো। জব চার্নক হাতে হুঁকো নিয়ে এই বাজারে অংশ গ্রহণ করতেন। শিয়ালদহের পাশেই রয়েছে লেডি অব ডলোরস গির্জা ও কোলে মার্কেট। বৌবাজার শব্দটা এসেছে বহুবাজার থেকে। কেউ কেউ বলেন প্রখ্যাত ধনপতি শোভারাম বসাকের পুত্রবধূর সম্মানেই এই এলাকার নাম। ১৮৮১ সালে এখান থেকে প্রকাশিত হয় 'বসুমতী' পত্রিকা। রাস্তার ওপরে রয়েছে অসংখ্য গয়নার দোকান। গয়নাপাড়া বলা যেতে পারে। আর একটু হাঁটলে দেখতে পাওয়া যাবে সেন্ট ফ্রান্সিস ডেভিয়ার গির্জা। রয়েছে 'ভারত সভা'। আমণ্ড হাউস এখ ন ট্রাফিক গার্ড অফিস। ২০১৪ সালে এর সংস্কার করা হয়। হেরিটেজ বিল্ডিং। ফলে একেবারে ভেঙে ফেলা ছিল অসম্ভব। সংস্কার করে এই বাড়িটিতেনতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হল। ঠিকানাঃ ১৮ নম্বর ক্যানাল স্ট্রিট। দেখতে সবাই যেতে পারেন। (কলকাতা পুলিশের সৌজন্যে)

বর্ধমানে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র উদ্বোধন করলেন সমবায় মন্ত্রী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৭ জুলাই ঃ বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে একটি বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের উদ্বোধন হল সোমবার। বাংলা সহায়তা কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন সমবায় মন্ত্রী অরুপ রায়। ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সমবায়ের রাজ্য সচিব পি বি সেলিম। এদিন সমবায় মন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির বিনামূল্যে পরিষেবা প্রদান করতে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু করেছেন রাজ্যজুড়ে। বর্ধমানের মানুষের সুবিধার জন্য সমবায় ব্যাঙ্কেও একটি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু করা হল। পূর্ব বর্ধমান জেলায় ২৮২টি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে যাতে এই জেলার মানুষ বিনামূল্যে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের পরিষেবা পাবেন। সমবায় দপ্তরের রাজ্য সচিব ডঃ পি বি সেলিম জানিয়েছেন, মানুষের হাতের নাগালে পরিষেবা পাবার জন্যেই এই উদ্যোগ। সারা রাজ্যে প্রায় ৩৫৬১ টি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এখান থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পগুলির পরিষেবা পাওয়া যাবে। আগামি দুই মাসের মধ্যে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে আধার কার্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবা মানুষকে প্রদান করা যায় তার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

উপাচার্য সহ অন্যান্যদের রক্ষাকবচ

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৭ জুলাই ঃ কলকাতা হাইকোর্টে রক্ষাকবচ পেলেন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী সহ মোট চারজন। সোমবার মামলাটি ওঠে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে। এই মামলায় পিটিশনার পক্ষের আইনজীবী শুভময় ভট্টাচার্য বলেন, বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মামলাটি বাতিল করেন। পুলিশি তদন্ত চলবে। তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তদের ডেকে পাঠাতে পারবে। পাশাপাশি, কোনো কড়া পদক্ষেপ অর্থাৎ গ্রেফতার করতে পারবে না। তদন্তকারী অফিসারকে মামলার ডায়েরি জমা দিতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে সাতাশে সেপ্টেম্বর। উল্লেখ্য, উপাচার্য সহ চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে তপশীলি জাতি উপজাতি নৃসংসতা বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার ড. প্রশান্ত মেশরাম। শান্তিনিকেতন থানার তরফে ৫ জুলাই ড. মেশরামের অভিযোগ গৃহীত হয়েছে। শান্তিনিকেতন থানা যথাক্রমে এসসি, এসটি নৃশংসতা (প্রিভেনশন অফ এট্রোসিটি অ্যাক্ট) অনুযায়ী মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। ড. মেশরাম উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটি রেজিস্ট্রার তন্ময় নাগ, ইন্টারন্যাল অডিট অফিসার প্রশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে এই ধারায় অভিযোগ করে বলেছেন যে তাঁর কর্মজীবন, ভবিষ্যত, অর্থনাশের পাশাপাশি প্রেস রিলিজের মাধ্যমে অসম্মানজনক মন্তব্য করে মানসিকভাবে একজন তপশীলি জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ভূক্ত মানুষকে বিভিন্ন ভাবে বৈষম্যের শিকার করেছেন।

ভোটের পরবর্তী হিংসা অব্যাহত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ জুলাই ঃ ভোট শেষেও তৃণমূলের দুস্কৃতিদের সন্ত্রাস কোনোমতেই দমানো সম্ভব হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এবার ভোট পরবর্তী হিংসার শিকার হল সিপিএম। জানা গেছে, হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগীলাল গ্রামে সিপিএম নেতা-কর্মীদের বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর ও বেধড়ক ভাবে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও তৃণমূল সরাসরি অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সিপিএমের অভিযোগ, ভোটের পরের দিন তৃণমূল প্রার্থী মার্জিয়া বিবি ও তার স্বামী সেকেন্দার আলী ভোটে হার নিশ্চিত বুঝতে পেরে সিপিএম নেতা-কর্মীদের বাড়িতে দলবল নিয়ে চড়াও হয়। ব্যাপক হারে অত্যাচার চালানো হয়। দুই সিপিএম কর্মীর বাড়িতে মারাত্মকভাবে ভাঙচুর চালানো হয়। ধারালো অস্ত্র,শাবল ও হাঁসুয়ার আঘাতে পাঁচ জনকে গুরুতরভাবে জখম করে দেয়। আহত ব্যক্তিদের হরিশচন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেও তারা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তৃণমূলের দুস্কৃতিদের মারে আহত হয়েছে সিপিএম কর্মী সবেদুর রহমান (৪৫), আরজাউল হক(৩২), আজেফা বিবি (৩০), তারিকুল ইসলাম (৩৭)ও পেসকার আলি (৪৫)। সবেদুর রহমানের চোখ শাবলের আঘাতে রক্তাক্ত করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এক চোখ তার অন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে নেপালে তার চিকিৎসা চলছে। আরজাউল হকের মাথা ও নাক ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিহারের পুর্নিয়াতে তার চিকিৎসা চলছে। পেসকার আলি কাটিহার জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। আজেফা বিবি ও তারিকুল ইসলামের মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। অপরদিকে তৃণমূলও সিপিএমের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তুলে জানিয়েছে, সিপিএমের লোকেরা তৃণমূল প্রার্থী মার্জিয়া বিবির স্বামী সেকেন্দার আলীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় দুই পক্ষই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

নিঃক্ষয় মিত্র প্রকল্পে স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যোগ স্বাস্থ্য কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ১৭ জুলাই ঃ দুঃস্থ টিবি আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতে স্বাস্থ্য আধিকারিক থেকে অন্যান্য চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজেদের অর্থে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব নিলেন। সোমবার ছয়জন টিবি আক্রান্তদের পুষ্টিকর সরবরাহ করা হয়। এলাকার মোট আশিজন রোগীকে ছয়মাসের জন্য এই পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের দায়িত্ব নিলেন নলহাটি দুই ব্লক হাসপাতাল। এদিন উপস্থিত ছিলেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সুরজিৎ কর্মকার, অন্যান্য চিকিৎসক, পাবলিক হেলথ নার্স নীলাঞ্জনা রায় এবং এ এন এম কর্মীরা।

NOTICE

District, Jalpaiguri

IN THE COURT OF DISTRICT DELEGATE, CIVIL JUDGE(SENIOR DIVISION), AT JALPAIGURI

MISE. JUDICIAL CASE NO-32 OF 2023. (SUCCESSION)

01)SMT. SANGITA CHOUDHURI SARKAR, wife of Late Biswajit Choudhuri; Daughter of Late Kartick Ch. Sarkar; under the care and custody of her mother of Pilkhana Colony, Ward No- 09 under Jalpaiguri Municipality; P.S.-Kotwali, P.O. and District-Jalpaiguri
02) MINOR KOUSHIKEE CHOUDHURI; daughter of Late Biswajit Choudhuri; Represented by her Mother and Natural Guardian of SMT. SANGITA CHOUDHURI SARKAR; Wife of Late Biswajit Choudhuri; of Pilkhana Colony, Ward No-09 under Jalpaiguri Municipality; P.S. Kotwali, P.O. and District-Jalpaiguri
03) SMT. KRISHNA CHOUDHURY, Wife of Sri Benimadhab Choudhury;
04) SRI. BENIMADHAB CHOUDHURY; Son of Late, Paresh Ch. Choudhury; all are resident of Ashrampara, Ward No-10 under Jalpaiguri Municipality; P.S. Kotwali, P.O. & District-Jalpaiguri

................Petitioners.

Whereas the above named petitioners has filed the above petition for succession certificate in respect of ESTATE OF Late BISWAJIT CHOUDHURI; Son of Late Bani Madhab Chowdhuri; Resident of Ashrampara, Ward No-10 Under Jalpaiguri Municipality; P.S. Kotwali, P.O. & District-Jalpaiguri.
Whereas if anybody have any interest in the property/Estate of LATE BISWAJIT CHOUDHURI. Are hereby directed to appear in this Court in person or by Pleader duly instructed within 1(one) month from the date of publication of the public Advertisement, failing which the Succession certificate case will proceed in their absence.
SCHEDULE:- Deceased Name and address:- BISWAJIT CHOUDHURI; Son of Sri Benimadhab Choudhury, resident of ashrampara, Ward No-10 under Jalpaiguri Municipality, P.S. Kotwali, P.O. & District-Jalpaiguri. Deposited in:- HDFC BANK LTD, Harish Mukherjee Road Branch, Kolkata, Mode of Operation-Single, Account No-50100213387407 deposited in HDFC BANK LTD, Harish Mukherjee Road Branch, Kolkata in the name of Biswajit Choudhuri Account No-50100213387407, Date of Issue: 05/09/2017, IFSC Code: HDFC0009253, Amount: Rs. 24,56,475.30/-,+interest accrued thereon; Deposited in:- Sub-Postmaster, Adarpara, T.S.O, Jalpaiguri Mode of Operation-Single Account No:- 931572 deposited in Sub-Postmaster, Adarpara T.S.O, Jalpaiguri in the name of Biswajit Choudhuri, Account No: 931572, Date of Issue: FPB-05/06/2012, Account Type: Single, Amount: Rs. 23,339/- +interest accrued thereon;

By Order,
Saibal Chakraborty
Sherestadar
Civil Judge Senior Division, Jalpaiguri

TENDER NOTICE

The Secretary, Debuttor Trust Board, Cooch Behar invites etender for the work "Colour washing & painting of double storied building of guest house at Anandamoyee Dharmasala, Cooch Behar" Estimated Cost - Rs. 1,85,561.33. **Tender ID-2023_DMCB_547816_1.** Bid submission closing date (online)- 26-07-2023. Details information will be available from the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Secretary,
Debuttor trust board.
Cooch Behar

মহিলা সেজে ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৭ জুলাই ঃ জাতীয় সড়কে মহিলা সেজে ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া চার দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করলো বর্ধমান থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে একটি পাইপগান, দুই রাউন্ড গুলি সহ চপার, ২টি লোহার রড উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম বাবলু সরকার, সঞ্জীব দাস, সুদীপ দাস ও সুজিত দাস। এরা সকলেই বর্ধমান শহরের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে সোমবার বর্ধমান আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। এদের সাত দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে বর্ধমান জেলা আদালতে আবেদন জানিয়েছে বলে বর্ধমান থানা সূত্রে জানা গেছে। ডিএসপি ট্রাফিক-২ রাকেশ কুমার চৌধুরী বলেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার গভীর রাতে বর্ধমান থানার পুলিশ ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের উল্লাস এলাকায় অভিযান চালিয়ে সন্দেহজনক ভাবে জড়ো হওয়া ৪জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে, ধৃতরা স্বীকার করে নেয় তারা জাতীয় সড়কে মহিলা সেজে ছিনতাই করত।

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ কলোনি, এন.ই. রেলওয়ে, গোরক্ষপুর আহ্বান করছেন ''ওপেন'' ই-টেন্ডার অনলাইন মাধ্যমে (ই-টেন্ডারিং) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ঃ **টেন্ডার নোটিস নং. ও কাজের বিবরণ ঃ ১০-২০২৩-কলোনি, কাজের নাম ঃ-** ইলেকট্রিক্যাল কাজ (১) ''উন্নয়ন এইচকিউ এসওটি কন্ট্রোল অফিস এবং ইআই কারখানা গ্রহণকারী টেস্ট সেন্টার এবং বন্দোবস্ত রেলনেট সংযোগ ই-অফিস ও অন্য সফটওয়ার অ্যাপ্লিকেশান এইচকিউ অফিস এন.ই. রেলওয়ে, গোরক্ষপুরে''। (২) ''গোরক্ষপুর- বন্দোবস্ত আপৎকালীন যোগান পিসিএমএম অফিসে পুরানো এইই সাবস্টেশান থেকে'' (৩) ''গোরক্ষপুর- বন্দোবস্ত দুটি গভীর ননলকূপ সঙ্গে পাম্প হাউস এসএসই/ ডব্লু / নর্থ ক্ষেত্রে টিউবওয়েল নং. ৩এ ও ৪বি পরিবর্তে''। (৪) ''গোরক্ষপুর- পিসিএমই অফিসের প্ল্যানিং অফিসের আধুনিকীকরণ''। (৫) ''গোরক্ষপুর- প্রস্তাবিত সংস্কার ফ্যাকেডের ওপিডি বিল্ডিংয়ের এলএনএম রেলওয়ে হাসপাতালে''। (৬) ''গোরক্ষপুর-প্রস্তাবিত উন্নয়ন এবং নবীকরণ সৈয়দ মোদি রেলওয়ে স্টেডিয়ামে''। (৭) গোরক্ষপুর- বন্দোবস্ত একটি ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) গ্যালন মানের আর.সি.সি. ওভারেহেড ট্যাঙ্কের সঙ্গে ২০ মিটার উচ্চ আর.সি.সি. ওভারহেড ট্যাঙ্ক এবং বন্দোবস্ত একটি ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) গ্যালন মানের আর.সি.সি. ওভার হেড ট্যাঙ্ক সঙ্গে ২০ মিটার উচ্চ আর.সি.সি. স্ট্যান্ডিং এবং একটি গভীর নলকূপ সঙ্গে পাম্প হাউস বিছিয়া রেলওয়ে কলোনিতে''। **আনুমানিক মূল্য** ₹ ঃ ৭৮,৫৯,৮৭৩.১৬। **বায়নামূল্য** ₹ ঃ ১,৫৭,২০০.০০। **টেন্ডার নথির মূল্য** ঃ শূন্য। **সম্পাদনের সময়/ গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়া থেকে মেয়াদ** ঃ ০৯ মাস। **সম্পাদনের মেয়াদ** ঃ ৪ মাস। • ই-টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে ০৮.০৮.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। • ম্যানুয়াল অফার এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং কোনরূপ ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে তা সরাসরি বাতিল করা হবে। বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং দরপত্র জমা করতে দয়াকরে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের আইআরইপিএস অফিসিয়াল ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**।

ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ কলোনি, গোরক্ষপুর

CPRO/EL-95

যাত্রী পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ এসএমএসের মোবাইল নং. ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫

''ট্রেনে দাহ্য পদার্থ নিয়ে যাত্রা করবেন না''

পূর্ব রেলওয়ে

১ম সংশোধনী

টেন্ডার নংঃ ডিসিপিএম-জিএস-এসএনটি-এসডিএএইচ-০৩-২৩-২৪, **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ** এসজি.টেন্ডার/ডিসিপিএম/এসএনটি/এসডিএএইচ/০৫, **সংশোধনীঃ** (১) শেষ আইটেমে মোট আইটেমের জিএসটি-র পরিবর্তে পৃথকভাবে প্রতিটি শিডিউলে (এ,বি,সি,ডি,ই) জিএসটি আইটেম যুক্ত করা হয়েছে-এর জন্য ''টেন্ডার ডকুমেন্ট-ডিসিপিএম-জিএস-এসএনটি-এসডিএএইচ-০৩-২৩-২৪.পিডিএফ'' ফাইল সংশোধন করা হয়েছে (নতুন সংশোধিত টেন্ডার ডকুমেন্ট নাম-''নতুন নাম-টেন্ডারডকুমেন্ট-ডিসিপিএম-জিএস-এসএনটি-এসডিএএইচ-০৩-২৩-২৪ (মডিফায়েড ১৬.০৭.২০২৩.পিডিএফ)''। (২) জিআর.এ আইটেম নং ১-এর অ্যানেক্সার 'X' পৃথকভাবে টেন্ডারের সাথে সংলগ্ন করা হয়েছে; এটি পূর্বে ''টেন্ডারডকুমেন্ট-ডিসিপিএম-জিএস-এসএনটি-এসডিএএইচ-০৩-২৩-২৪.পিডিএফ'' ফাইলে দেওয়া হয়েছিল। SDAH-112/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Abridge Tender Notice

Assistant Engineer(A-I), Domkal(A-I) Sub-Division, Domkal, Murshidabad is invited NIT for the maintenance and repairing work of pipe line of different DTWC vide **NIT No. 03 of 2023-24** and last date of application is **19.07.2023 up to 03.00 PM.** Details information may be obtained from the sub division office on all working days.

Sd/- Assistant Engineer (A-I), Domkal (A-I) Sub-Division

নোটিস

এতদ্বারা আমার মক্কেল কৃষ্ণমূর্তি মনিকান্তন পিতা পুদুগ্রামন সুব্রমনিয়ন কৃষ্ণমূর্তি, নিবাস মিগ এ-১, নিভা পার্ক, ফেজ-২, ব্রহ্মপুর বাদামতলা, কলকাতা-৭০০০৯৬ হারিয়ে ফেলেছেন নিজের আসল নথিবদ্ধ দলিল যার নং. ০১৬৯২ সাল ২০০৬ এবং দায়ের করেছেন সাধারণ ডায়েরি বাঁশদ্রোণী থানায় ২৯-০৬-২০১৭ তারিখে যার জি.ডি. এন্ট্রি নং. ১৯৬১। যদি কারোর কোন দাবী, অংশ, অধিকার, টাইটেল, আগ্রহ থাকে উল্লেখিত বিষয় বা কোনরূপ আপত্তি যা কিছু অবশ্যই তা জানান নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রামান্য নথি সহকারে এই তারিখ থেকে ০৭ দিনের মধ্যে তারপর কোন দাবী বা কিছু থাকলে এড়িয়ে যাওয়া হবে এবং কোনরূপ গ্রাহ্য করা হবে না।

এস.জি. অ্যাসোসিয়েটস
সলিসিটরস ও অ্যাডভোকেট
ফোন নং. ঃ ৯০০৭৪৩৬৬১৯

DHAVAL EXPORTS LIMITED

Regd. Office: P-9, Shibtolla Street, 4th floor, Kolkata-700007
e-mail : mrgroup.del@gmail.com
CIN: L51900WB2005PLC101305

NOTICE

This is to inform you that as per **Regulation 29** of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") the Board of Directors of the Company have decided to meet on Monday, the 14th day of August, 2023 at 3 P.M at the Registered Office of the Company to consider and take on record the Unaudited Financial Result for the Quarter ended **30.06.2023**

Further, as per the Company Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, The trading window for dealing in the securities of the Company will be closed for all directors/officers/designated employees of the Company on and from 01.07.2023 and would re-open on 48 hours after the declaration of unaudited financial results for the year ended **30.06.2023.**

For Dhaval Exports Ltd.
Sd/-Nitesh Jain
(Director)
DIN - 00454763

Place : Kolkata
Date : 17.07.2023

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ জিএসইউ/ইলেক্ট/এএসএন/২০২৩/৯, তারিখঃ ২৭.০৬.২০২৩। ডেপুটি সিপিএম/ইলেক্ট/জিএসইউ/আসানসোল, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ ইলেকট্রিক কন্ট্র্যাক্টর লাইসেন্স এবং সুপারভাইজরি লাইসেন্স আছে এমন এবং নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনে আর্থিকভাবে সক্ষম নামী টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার কেস নংঃ জিএসইউ/ইলেক্ট/এএসএন/২০২৩/৯, কাজের নামঃ** গতি শক্তি ইউনিট, আসানসোলের অধিকারক্ষেত্রে অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে এসটিএল, ডিজিএইচআর, ডিএমকে, ভিডিএস, জেএমটি, কেএমএমই, এমডিপি, জিআরডি, বিএসকেএইচ, ইউডিএল, এসইউআরআই, পিএডব্লু, এসটিএন, পিএএন, এসএনকিউ স্টেশনে সাইনেজের উন্নয়ন (উপবৃত্তাকার আকৃতিতে ওয়াল/হ্যাংগিং/ফ্লোর মাউন্টিং টাইপ এলইডি ইল্যুমিনেটেড সাইন/ডিরেকশন বোর্ডের ডিজাইন, প্রস্তুতকরণ, প্রদর্শন, স্থাপন)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫,২৪,৯৭,১৮৭.৯০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৪,১২,৫০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ৯ মাস। **কাজের জন্য প্রস্তাবের বৈধতাঃ** খোলার তারিখ থেকে ৪৫ দিন। **খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ১০.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে দেখা যাবে।

ASN-73/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ফর্ম জি

আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ

ফোর্স্ট ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড বিভিন্ন পণ্যের লেনদেনে বানিজ্যে যুক্ত মুম্বাই, দিল্লি, কানপুর, কলকাতা এবং আহমেদাবাদে

(অধীন রেগুলেশন ৩৬এ(১) সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ৩৬বি(৬এ) ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া) (ইনসলভেন্সি রিসলিউশান প্রোসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশন, ২০১৬)

অনুসারী বিবরণী

১.	বানিজ্যিক ঋণীর নাম সঙ্গে সিআইএন	ফোর্স্ট ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড U05001MH1995PLC243081
২.	নথিবদ্ধ অফিসের ঠিকানা	৭০৯-সি উইং, ওয়ান বিকেসি, ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্প নিকট, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫১, মহারাষ্ট্র, ভারত
৩.	ওয়েবসাইট ইউআরএল	http://www.frostinternational.in/
৪.	বেশিরভাগ স্থায়ী সম্পত্তি থাকার স্থানের বিস্তারিত তথ্য	মুম্বই,দিল্লি, কানপুর, কলকাতা, আহমেদাবাদ, মেহসানা, পাটান, তুতিকোরিন এবং তিরুনেভেল্লি
৫.	প্রতিস্থাপিত মূল পণ্য / পরিষেবার ক্ষমতা	প্রযোজ্য নহে
৬.	মূল পণ্য / পরিষেবার পরিমান এবং মূল্য গত বছরে বিক্রি হওয়া	শেষ অর্থবর্ষে কোন কারবার নেই
৭.	কর্মী / কর্মচারী সংখ্যা	২৪
৮.	দুই বছরের শেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (সূচি সহ), ঋণদাতাদের তালিকা, প্রক্রিয়ার পরবর্তী ইভেন্টগুলির জন্য প্রাসঙ্গিক তারিখ সহ আরও বিশদ এখানে উপলব্ধ ঃ	http://www.frostinternational.in/ বা বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল করে cirpfil@gmail.com
৯.	সমাধান আবেদনের যোগ্যতা অধীন সেকশান ২৫(২)(এইচ) কোডে যা প্রাপ্ত ঃ	http://www.frostinternational.in/ বা বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল করে cirpfil@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশের প্রাপ্তির শেষ তারিখ	০২ আগস্ট, ২০২৩
১১.	সম্ভাব্য সমাধান আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা ইস্যু করার তারিখ	১২ আগস্ট, ২০২৩
১২.	অস্থায়ী তালিকায় আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৭ আগস্ট, ২০২৩
১৩.	ইওআই জমা করার প্রস্তাবিত ইমেল	cirpfil@gmail.com

দ্রষ্টব্য ঃ (১) ১০ এপ্রিল, ২০২৩-এ একটি আগ্রহের অভিব্যক্তি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, সামগ্রিকভাবে কর্পোরেট ঋণদাতাদের জন্য এবং রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ২৪ জুন, ২০২৩। উল্লিখিত সময়রেখার মধ্যে কোনও রেজোলিউশন প্ল্যান পাওয়া যায়নি এবং তাই ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৩৬বি(৬এ) এর পরিপ্রেক্ষিতে কর্পোরেট দেনাদারের এক বা একাধিক সম্পদ বিক্রির জন্য এই আগ্রহের প্রকাশটি নতুন করে আমন্ত্রিত হচ্ছে। (২) উপরে উল্লিখিত টাইমলাইনগুলি ঋণদাতাদের কমিটি তার একক এবং সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে সংশোধন করতে পারে, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬ এর অধীনে নির্ধারিত সামগ্রিক সময়সীমার সাপেক্ষে। টাইমলাইনে এই ধরনের কোনো পরিবর্তনের বিশদ যথাযথভাবে হবে। সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অবহিত করা হয়েছে। কর্পোরেট দেনাদারের সিআইআরপি-র ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত পটভূমির জন্য, অনুগ্রহ করে এই ফর্ম-জি সহ প্রকাশিত ইওআই-এর বিস্তারিত আমন্ত্রণ পড়ুন-http://www.frostinternational.in/।

স্বা /-
অমিত চন্দ্রকান্ত সাহা
ফোর্স্ট ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড-এর সিআইআরপি বিষয়ে সমাধান আধিকারিক
IBBI IP Registration no. IBBI/IPA-001/IP-P00821/2017-2018/11397
যোগাযোগের ইমেল -cirpfil@gmail.com
আইবিবিআই রেজিস্টার্ড ঠিকানা ঃ এ-৭৪, রূপদর্শন বিল্ডিং, জুহু ক্রস লেন, সি.ডি. বরফিওয়ালা মার্গ, নিউ ইন্ডিয়া কলোনির পেছনে, আন্ধেরি পশ্চিম, মুম্বই-৪০০০৫৮, ভারত
আইবিবিআই রেজিস্টার্ড ইমেল ঠিকানা ঃ ipamitshah@gmail.com

তারিখ ঃ ১৮ জুলাই, ২০২৩
স্থান ঃ মুম্বই

পাঞ্জাব নেশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

(ধারা ৮ (১))

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সস্ত্র সার্কেল অফিস ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা
আমতলা, রোড, পদ্মপুকুর মোড় নিকট, পোস্ট-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০ ১৪৪
টেলিফোন ঃ ০৩৩ ২৪৩৩ ৫০৪৬, E-mail : cs8319@pnb.co.in

যেহেতু ঃ

নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি ও প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি যার তারি উল্লেখ রয়েছে প্রতি অ্যাকাউন্ট ভিত্তিতে জানানো যায় গ্রাহকদের পরিশোধ করতে হবে বকেয়া রাশি উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে।

যদি গ্রাহক বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হন, বিজ্ঞাপিত করা যায় যে গ্রাহক এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতীকী অধিগ্রহণ করেছেন নিম্নেবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা সুনিশ্চিত হয়েছে তার ওপর অধীন উপ-ধারা(৪) ধারা ১৩ আইনের সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ নিম্নে বর্নিত তারিখে।

গ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতাদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় যে বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনে উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে। গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় যে লেনদেন না করতে এই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে এই সম্পত্তির যার ওপর দাবী করতে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** বকেয়া রাশি সুদ সহ।

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) গ্রাহকের নাম (সম্পত্তির মালিক)	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ খ) অধিগ্রহণ তারিখ গ) বকেয়া রাশি দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখে
১.	**ক) বারুইপুর চৌধুরি বাজার শাখা খ) সিদ্ধেশ্বর সরদার** **অ্যাকা. নং. ০৩০০৩০০৫০০২২** **গ) শ্রী সিদ্ধেশ্বর সরদার,** পিতা-পান্না লাল সরদার গ্রাম-বিশালাক্ষীতলা চিতাজঙ্গল রোড (বৈদ্য পাড়া বলান), পোস্ট ও থানা-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১৪৪।	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম বসবাসের সম্পত্তি (একতলা) অবস্থিত রয়েছে মৌজা-বারুইপুর, জেএল নং. ৩১, তৌজি নং. ২৫০, আরএস খতিয়ান নং. ৭১৮৪, আরএস দাগ নং. ৪৫১৯, জমির এলাকা-০২ কাঠা (আনু.) মোট ৬২ কাঠা ১২ ছটাক ১১ ব.ফু. মধ্যে (প্লট চিহ্নিত বি-১ হিসাবে) এবং **বসবাসের সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-পরিতোষ ভট্টাচার্যর সম্পত্তি (উত্তর-পশ্চিমে মনোময় বাবুর বাড়ি), দক্ষিণ- প্রদীপ বোসের জমি, পূর্ব- সঞ্জয়ের জমি, পশ্চিম- ৮ ফুট চওড়া রাস্তা এবং **সম্পত্তি রয়েছে সিদ্ধেশ্বর সরদার নামে,** যার নথিবদ্ধ দলিল নং. ৩৩০৯ / ২০১৭।	**ক)** ০৫.০৪.২০২৩ **খ)** ১২.০৭.২০২৩ **গ) টাকা.** ৯,৮৫,০১৯.৪৪ (নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার উনিশ টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র) সঙ্গে ভবিষ্যৎ সুদ।
২.	**ক) কলকাতা বারুইপুর শাখা খ) শ্রীমতি পায়েল ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতি রেবা ভট্টাচার্য** **অ্যাকা. নং. ৬৯২৯০০এনসি০০০০০০৬৩** **গ) ১. পায়েল ভট্টাচার্য, ২. রেবা ভট্টাচার্য ৩. শ্যামল ভট্টাচার্য** **উভয় ঠিকানাঃ** লাঙল বেড়িয়া, পোস্ট-দক্ষিণ গোবিন্দপুর, থানা-সোনারপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১৪৫।	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি এবং একটি সম্পূর্ন বসবাস করার বাড়ি যার সুপার বিল্ট এলাকা কম বা বেশি ৫০০ ব.ফু. যার মধ্যে থাকবে ২ বেডরুম, ১ বাথরুম, ১ কিচেন, ১ সংযুক্ত টয়লেট, ১ ব্যালকনি এবং একটি সিঁড়ি পরগণা মাগুরা, মৌজা-লাঙলবেড়িয়া, জেএল নং. ৮৮, এলআর খতিয়ান নং. ৭৪১, অংশ এলআর দাগ নং. ৬৮৭, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, থানা-সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৫।	**ক)** ২০.০৭.২০১৯ **খ)** ১২.০৭.২০২৩ **গ) টাকা.** ৫,৬৫,৬৪১.০০ (পাঁচ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার ছয়শত একচল্লিশ টাকা মাত্র) সঙ্গে ভবিষ্যৎ সুদ।
৩.	**ক) কাকদ্বীপ শাখা খ) মে. দাস এন্টারপ্রাইজ** **মালিক ঃ মৃন্ময় দাস** **অ্যাকা. নং. ০৫৯৮২১০০৩১৮১৫ (ওডিএমআইপি), ০৫৯৮৩০৭৪১৯৬২৩ (টিএল)** **গ) ১. মে. দাস এন্টারপ্রাইজ মালিক ঃ মৃন্ময় দাস,** পিতা-মাধব চন্দ্র দাস **২. মৃন্ময় দাস,** পিতা-মাধব চন্দ্র দাস, **৩. মাধব চন্দ্র দাস,** পিতা-প্রয়াত বিজয় কৃষ্ণ দাস **উভয় ঠিকানাঃ** গ্রাম-বিদ্যানগর, পোস্ট ও থানা-কাকদ্বীপ (সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির নিকট), জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৪৭।	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম বসত জমি এবং বাড়ি যা অবস্থিত রয়েছে মৌজা-গণেশপুর, জেএল নং. ১১, তৌজি নং. ২৭১৪, থানা-কাকদ্বীপ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রতাপাদিত্যনগর জিপি অধীন, পরিমাপ ১১.৫ ডেসিমেল বাস্তু জমি সঙ্গে দ্বিতল বাড়ি যার আরএস প্লট নং. ২৫৪০ অংশীভূত এলআর প্লট নং. ৩৩০২ অধীন আরএস খতিয়ান নং. ১০৯২ অংশীভূত এলআর খতিয়ান নং. ৮৫২৭ এবং **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী মাধব চন্দ্র দাস নামে,** পিতা প্রয়াত বিজয় কৃষ্ণ দাস যার নথিবদ্ধ বিক্রয় উপহার দলিল নং. ১-৩৭৩৪ / ১৯৭৮। **সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-সন্তোষ বেরার জমি এবং বাড়ি দাগ নং. ২৫৩৮, দক্ষিণ-জমি এবং বাড়ি সাগর চন্দ্র দাসের, পূর্ব-মাধব চন্দ্র দাসের সম্পত্তি, পশ্চিম-১৮' চওড়া জেলা পরিষদের রাস্তা।	**ক)** ০৫.০৪.২০২৩ **খ)** ১৩.০৭.২০২৩ **গ) টাকা.** ৭, ৬৩,৩৪৬.০৬ (সাত লক্ষ তেষট্টি হাজার তিনশত ছেচল্লিশ টাকা ছয় পয়সা মাত্র) সঙ্গে ভবিষ্যৎ সুদ।
৪.	**ক) পানা শাখা খ) শ্রী পলাশ দাস** **অ্যাকা. নং. ২১৯০০০৮৮০২১৯৬৭৪ (সিসি) এবং ২১৯০০০জেএইচ০০০১৪৩২৪(টিএল)** **গ) ১. শ্রী পলাশ দাস,** পিতা-দুলাল দাস গ্রাম-মাল্লাপাড়া, কলাতলাহাট, থানা-রামনগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭৪৩৫০৪। **২. শ্রী দুলাল চন্দ্র দাস,** পিতা-প্রয়াত নিকুঞ্জ বিহারী দাস, গ্রাম-দাসপাড়া, কলাতলাহাট, থানা-রামনগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০২৬।	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি এবং বাড়ি পরিমাপ কম বা বেশি ০৪ শতক বাস্তু জমি যা অবস্থিত রয়েছে মৌজা-গোদিয়া, রঘুনাথপুর গ্রাম, জেএল নং. ১৩, এলআর নং. ৭৭৯, দাগ নং. ২৭১, পোস্ট-সরিষা, থানা-রামনগর, গ্রাম-মুড়াগাছা, আরএস নং. ৪৭৪, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, এডিএসআর ডায়মন্ড হারবার, যার দলিল নং. ১৮৭৩ সাল ২০০৯।	**ক)** ২৬.০৭.২০২৩ **খ)** ১৩.০৭.২০২৩ **গ) টাকা.** ৭, ৬৬,৪৮৩.৫০ (সাত লক্ষ ছেষট্টি হাজার চারশত তিরাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) সঙ্গে ভবিষ্যৎ সুদ।
৫.	**ক) প্রিয়ার মোড় শাখা খ) শ্রী বুলবুল হালদার** **অ্যাকা. নং. ১৯২১২১০০০০০১৯ (ওডিএমআইপি)** **গ) শ্রী বুলবুল হালদার,** পিতা-আলিনুর হালদার গ্রাম-মোল্লারচক, পোস্ট-বকুলতলা নতুনহাট, থানা-জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩৮।	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম বাস্তু জমি এবং বাড়ি যা অবস্থিত রয়েছে মৌজা-মোল্লারচক অধীন গোরদেওয়ানি জিপি, জেএল নং. ৯৩, তৌজি নং. আরএস দাগ নং. ৫৪৯, এলআর দাগ নং. ৫৪৯, আরএস খতিয়ান নং. ১৪৯, এলআর খতিয়ান নং. ৩১৭, মোট জমি পরিমাপ প্রায় ১.৩০ একর তার মধ্যে মোট ১৫ ডেসিমেল জমি যা বাস্তু হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে যেখানে রয়েছে একতলা বাড়ি **যা রয়েছে মহ. বুলবুল হালদার নামে** যার বিক্রয় দলিল নং. ১-১২৮৪ সাল ২০০৩ অধীন থানা-জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। **সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-১৫' চওড়া পিডব্লুডি রোড জয়নগর থেকে কুলতলি, দক্ষিণ-কুরমান মোল্লা, পূর্ব-হান্নান লস্কর, পশ্চিম-সূর্যমনি বৈদ্য।	**ক)** ০৮.০৩.২০২৩ **খ)** ১৩.০৭.২০২৩ **গ) টাকা.** ১৯,৪৭,৭৭৪.৮৩ (উনিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার সাতশত চুয়াত্তর টাকা তিরাশি পয়সা মাত্র) সঙ্গে ভবিষ্যৎ সুদ।
৬.	**ক) প্রিয়ার মোড় (ই-ইউএনআই) শাখা খ) মে. জে. কে. অটোমোবাইলস** **অ্যাকা. নং. ১৯২১২৫০০০৬০৩৩ (সিসি)** **গ) মে. জে. কে. অটোমোবাইলস মালিক ঃ জাকির হোসেন খান** পিতা-আরসেদ আলি খান গ্রাম-পাটপুকুর, পোস্ট-বকুলতলাহাট, থানা-জয়নগর, পিন-৭৪৩৩৩৮।	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম বাস্তু জমি এবং বাড়ি (মোট জমির এলাকা ৫.০৩৮ ডেসিমেল) যার আরএস ও এলআর দাগ নং. ৫২৯৮ অবস্থিত রয়েছে মৌজা-গারদেওয়ানি, আরএস খতিয়ান নং. ১০০৫, ১৬০৮, এলআর খতিয়ান নং. ৯৮৪, ৬৩৬৬, তৌজি নং. ১৫৩৫, জেএল নং. ৯১, অধীন থানা-জয়নগর, পোস্ট-বকুলতলা হাট, গারদেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েত, অংশীভূত নতুন এলআর খতিয়ান নং. ৬৩৬৬ এবং **সম্পত্তি রয়েছে জাকির হোসেন খান নামে,** পিতা- মহ. আরসেদ আলি খান, উপহার দলিল নং. ১-৪০৪৬ / ২০১৬ এবং **সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-আকলিমা খানের সম্পত্তি, দক্ষিণ-পিডব্লুডি রোড, পূর্ব-৮ ফুট সাধারণের রাস্তা, পশ্চিম-আয়ান আলি খানের সম্পত্তি।	**ক)** ১৪.১২.২০২৩ **খ)** ১৩.০৭.২০২৩ **গ) টাকা.** ১০,১৬,৪৭৫.০০ (দশ লক্ষ ষোলো হাজার চারশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র) সঙ্গে ভবিষ্যৎ সুদ।
৭.	**ক) বাটানগর শাখা খ) শ্রী সাবির আলি মোল্লা** **অ্যাকা. নং. ০১৩৭৩০০৫২০০০৬(টিএল)** **গ) মহ. সাবির আলি মোল্লা** পিতা-সাহাদাত মোল্লা চাট্টা কালীপুর চাটা, বাটানগর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১৪০।	সমস্ত অংশ নিজ মালিকানাধীন ফ্ল্যাট যার পরিমাপ কভার এলাকা ১০৬১ ব.ফু. যা হল ১২৭৩.২ ব.ফু. সুপার বিল্ট এলাকার তৃতীয় ফ্লোরে, যার মধ্যে রয়েছে একটি বেডরুম, একটি হল কাম ড্রয়িং কাম ডাইনিং কাম কিচেন, দুটি টয়লেট জি প্লাস ৪ তলের বহুতল যা অবস্থিত রয়েছে যে জমির ওপর তার পরিমাপ ২ কাঠা বা ৩.৩০ ডেসিমেল যার মৌজা-রসপুঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত, **সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-২ ফুট চওড়া গলিপথ, দক্ষিণ-শৈলেন দাসের সম্পত্তি, পূর্ব-বুলা দাসের সম্পত্তি, পশ্চিম-দাগ নং. ১৭৬৮ জমি। **নাম-সাবির আলি মোল্লা (গ্রাহক)।**	**ক)** ২০.০৪.২০২২ **খ)** ১৪.০৭.২০২৩ **গ) টাকা.** ২৫,৩৩,৩০৭.৫৪ (পঁচিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশত সাত টাকা চুয়ান্ন পয়সা মাত্র) সঙ্গে ভবিষ্যৎ সুদ।
৮.	**ক) রায়দিঘি শাখা খ) শ্রী রসিক দাস ও শ্রীমতি গীতা দাস** **অ্যাকা. নং. ০৩৯৯২১০০৩২০৯০ (ওডি) ও ০৩৯৯৩০৬৯২০৩৮০ (টিএলজিইসিএল)** **গ) ১. গীতা দাস,** স্বামী-রসিক দাস **২. প্রজেনজিৎ দাস,** পিতা-রসিক দাস **৩. রবীন দাস,** পিতা-রসিক দাস **উভয় ঠিকানা ঃ** রায়দিঘি হসপিটাল রোড (কাছাড়ি মোড় নিকট), শ্রীফলতলা, পোস্ট ও থানা-রায়দিঘি, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৮৩।	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী জমি ও বাড়ি যা রয়েছে **শ্রী রসিক দাস ও শ্রীমতি গীতা দাস নামে।** যা অবস্থিত রয়েছে মৌজা-রায়দিঘি, আরএস দাগ নং. ৩৫১২, আরএস খতিয়ান নং. ১৪৭৬, এলআর দাগ নং. ৩৮০৩, ৩৮০৫ ও ৩৮০৯, আরএস খতিয়ান নং. ৫২২৬৮, এলআর খতিয়ান নং. ৪৯৭, জেএল নং. ১২২, হাল জেএল নং. ১১০, তৌজি নং. ২৬৫০, থানা-রায়দিঘি, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৮৩।	**ক)** ০৬.০৫.২০২২ **খ)** ১৫.০৭.২০২৩ **গ) টাকা.** ১১,৬১,৭৩২.৮০ (এগারো লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশত বত্রিশ টাকা আশি পয়সা মাত্র) সঙ্গে ভবিষ্যৎ সুদ।

তারিখ ঃ ১৮.০৭.২০২৩
স্থান ঃ বারুইপুর

স্বা /- দেব আনন্দ শর্মা, চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **E.E. (E)/LTG/Zone-I, KMC** invites e-tender online precentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : LTG/125/WD-29/BR-III/Z-I/23-24

Name of work : **Supply & delivery of LED street lights at Narkeldanga Main Road and other places in Ward No. 29**; Estimated Amount : ₹ **1,98,021.22**; Earnest Money : ₹ **4,000.00.**

(2) NIT No. : LTG/123/WD-34/BR-III/Z-I/23-24

Name of work : **Supply & delivery of LED street lights at Raja Rajendra Lal Mitra Road and other places in Ward No. 34**; Estimated Amount : ₹ **1,98,209.06**; Earnest Money : ₹ **4,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/174/WD-20/BR-II/Z-I/23-24

Name of work : **Repairing and replacement of work at Nimtola Ghat Street and other places in Ward No. 20**; Estimated Amount : ₹ **1,88,087.25**; Earnest Money : ₹ **4,000.00.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/116/WD-19/BR-II/Z-I/23-24

Name of work : **Improvement of lighting arrangement at Nather Bagan Bustee and other bustees in Ward No. 19**; Estimated Amount : ₹ **1,97,758.30**; Earnest Money : ₹ **4,000.00.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/175/WD-19/BR-II/Z-I/23-24

Name of work : **Repairing and replacement of lighting system at Golok Dutta Road and other places in Ward No. 19**; Estimated Amount : ₹ **1,85,047.15**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **30 Days (For Sl. No. 1 to 5)**; Last date & time of submission of bid : **31.07.2023 (1 pm) (For Sl. No. 1 & 2), 31.07.2023 (3 pm) (For Sl. No. 3 to 5)**; The bid forms and other details are available on & from **18.07.2023 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2), 19.07.2023 at 3 pm (For Sl. No. 3 to 5),** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The **E.E. (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/EE_PS/MOHAR/SAPLING/23-24 (1st Call)

Name of work : **Plantation of sapling & replace of some damage plant at Mohar Kunja (Citizen's Park) (Remaining Portion)**; Estimated cost : ₹ **4,80,236.82**; Earnest Money : ₹ **9,700.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **26.07.2023 - 1 pm**; The bid forms and other details shall be available on and from **19.07.2023 (10 am)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **E.E. (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : WS/GRWW/PH-II/28/2022-23/13

Name of work : **Renovation of draw shutter assembly of pneumatic operated inlet gate of filter bed No.-11 & 5 at WTP-II, GRWW**; Estimated Amount : ₹ **4,94,097.00**; Earnest Money : ₹ **9,882.00**; Period of Completion : **21 Days.**

(2) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/30

Name of work : **Replacement of damaged wire rope with other allied works of 5MT EOT Crane for smooth operation at the time of loading and unloading and human safety at Phase-IV, GRWW**; Estimated Amount : ₹ **2,78,617.00**; Earnest Money : ₹ **5,572.00**; Period of Completion : **5 Days.**

(3) NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/23-24/PH-II/08

Name of work : **Improvement of electrical system of control desk for operation of gate valves, backwash & Air Blower Motors for bed No. 4 with replacement of defective electrical accessories and allied works at WTP-III, GRWW**; Estimated Amount : ₹ **2,55,768.36**; Earnest Money : ₹ **5,120.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last date and time of receipt/opening of tender (Online) : **08.08.2023 at 2 pm / 10.08.2023 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).** 443/23-24

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এজিসি-ইএলজি-টি-৭আর১-২০২৩-২৪ তারিখ ঃ ১৪.০৭.২০২৩

টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনি. ডিভিশনাল ইলকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (সাধারণ), এন.সি. রেলওয়ে, আগ্রা আহ্বান করছেন ''ওপেন টেন্ডার'' অনলাইনে কেবলমাত্র (ই-টেন্ডারিং) উল্লেখিত কাজের জন্য।

ক্র নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	আনুমানিক মূল্য
১	এজিসি-ইএলজি-টি-৭আর১-২০২৩-২৪	আগ্রা ক্যান্ট ঃ- আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট ৩৩ / ১১ কেভি সাব স্টেশন সম্প্রসারণ। **সম্পাদনের মেয়াদ ৯ মাস।**	টাকা. ৫০০৪২৫০.৩৩

বিস্তারিত তথ্য এবং দরপত্র জমা করতে দয়াকরে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট- **www.ireps.gov.in**। টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে ০৭.০৮.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েব পোর্টাল মাধ্যমে। **1115/23(D)**

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 428/PHE(C)/BMC(3rd Call), Dated - 17/07/2023
(ii) NIT No. 431/PHE(C)/BMC(2nd Call), Dated - 17/07/2023
(iii) NIT No. 427/PHE(C)/BMC(3rd Call), Dated - 17/07/2023
(iv) NIT No. 429/PHE(C)/BMC(4th Call), Dated - 17/07/2023

e-Tender has been invited for different type of water releated job at different locations under BMC.

For details, please **follow Tender Id (i) 2023_MAD_548045_1 to 8 (ii) 2023_MAD_548096_1 to 5 (iii) 2023_MAD_548106_1 to 3 (iv) 2023_MAD_548188_1 in www.wbtenders.gov.in**, Office Notice Board **Last date of Bid submission - (i) (ii) (iv) 26/07/2023 up to 3.00 p.m. (iii) 02/08/2023 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

COOCH BEHAR MUNICIPALITY

COOCHBEHAR
Phone : 03582-295070
Mail Id : chairmancbm@gmail.com

Memo no. ESH/2194/CBM-23 Date : 17/07/23

NOTICE

This is to notify that Cooch Behar Municipality approved SWM Bye-Law (Municipality Solid Waste Management Bye-Law, 2023) on 27/06/2023 as a draft resolution. The Municipality is hereby inviting public opinion regarding SWM Bye-Law **"Municipal Solid Waste Management By-Law, 2023"** in whting with 15 day's timeline from 17/07/2023 to 01/08/2023. After resolving all the concerns received from the public within the stipulated time period the BOC of the Municipality will finally adopt and passed the SWM Bye-Law (Municipality Solid Waste Management Bye-Law, 2023) resolution.

Sd/- Chairman
Cooch Behar Municipality

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites e-Tender Notice for various works as follows.

NIT No.	Tender ID	Name of Projects	Date of Publication of NIT in www.wbtenders.gov.in	Last Date of Bid Submission
96/GPW/ WBFDC/ 2023-24 (2nd Call)	2023_FDCL _547843_1	Creation of Plantation & Three years Maintenance of Mangrove Seedlings of 1250 Nos. at Outram Ghat River Side of KMC Area.	17.07.2023	25.07.2023

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

গাজরের ফেসপ্যাকে ত্বক হবে ঝকঝকে

ত্বকের জেল্লা দিন দিন কমে যাচ্ছে? হাজার হাজার ক্রিম ব্যবহার করেও কোনও উপকার পাচ্ছেন না? পাঁচ মিনিটেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা! কীভাবে? ঝটপট বাজার থেকে নিয়ে আসুন গাজর। গাজর দিয়ে বানিয়ে ফেলুন কয়েকটি ফেসপ্যাক। যা ত্বকে জেল্লা ফেরাতে দারুণ কাজ করবে। ১) এক চামচ মধুর সঙ্গে আধ কাপ গাজরের পেস্ট মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি মুখে এবং হাতপায়ে লাগিয়ে ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। ২) দু চামচ বেসনের সঙ্গে গাজরের পেস্ট মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি মুখে এবং হাতপায়ে লাগিয়ে ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। ত্বক থেকে রোদে পোড়া দাগ দূর করতে দারুণ কাজ করে এই ফেসপ্যাক। ৩) অর্ধেক শসার পেস্ট ও অর্ধেক গাজরের পেস্ট একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এরপর এতে এক চামচ মধু মিশিয়ে মিশ্রণটি ত্বকে মাখুন। ৩০ মিনিট পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৪) আধা কাপ গাজরের পেস্ট এবং এক চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে এক চামচ দুধ মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ত্বকে লাগিয়ে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে গেলে উষ্ণ গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৫) টক দইয়ের সঙ্গে গাজরের পেস্ট মিশিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়ে দিন। মিশ্রণটি ত্বকে লাগিয়ে ১৫ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। ৬) এক চামচ ওটসের সঙ্গে গাজরের পেস্ট মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ত্বকে লাগিয়ে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।

আবহাওয়ার পরিবর্তনই কি ত্বকের বেহাল দশার কারণ? জবাব দিলেন বিশেষজ্ঞরা

এই রোদ তো তার পরক্ষণেই বৃষ্টি। তবে গরম কমছে কই? বাইরে বেরলে হয় বৃষ্টি আর না হলে ঘামে ভেজা জামা। তার জেরে ত্বক ও চুলের দফারফা। বর্ষাকালে চুল পড়ার সমস্যা যে বেশি দেখা দেয়, তা মোটের উপর জানেন সকলেই। তবে ত্বকের সমস্যা বাড়ে নাকি কম, তা নিয়ে বিস্তর মতবিরোধ রয়েছে। অনেকেই বলেন, এই সময় স্রেফ আবহাওয়ার জন্য ত্বকের ক্ষতি হয় বেশি। আবার কারও মতে, খুব বেশি গরম না থাকায় ত্বক ভালই থাকে। তবে নানা তর্কবিতর্কের ঊর্ধ্বে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের একটাই বক্তব্য, বর্ষাকালে তুলনামূলক বেশি ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিত। কীভাবে ত্বকের যত্ন নেবেন, বুঝতে পারছেন তাই তো? আপনার জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমতো রইল টিপস। ত্বক বহু প্রকারের হয়। কারও তৈলাক্ত। আবার কারও সংবেদনশীল বা সেনসিটিভ। প্রথমে দেখে নিন আপনার ত্বক ঠিক কীরকম। এবার ত্বক অনুযায়ী যত্ন নিন। নইলে আপনার ত্বকের ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। ত্বকের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে চাইলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় বিশেষ জোর দিন। ত্বকের চরিত্র অনুযায়ী বেছে নিন ফেসওয়াশ। প্রতিদিন অন্তত দু'বার মুখ পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। তৈলাক্ত ত্বকের ক্ষেত্রে সেলিসাইলিক অ্যাসিড রয়েছে এরকম ফেসওয়াশ ব্যবহার করুন। বর্ষাকালে অবশ্যই ফেসওয়াশের পর ময়শ্চেরাইজার ব্যবহার করুন। তাতে ত্বকে ফিরবে জেল্লা। নইলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে বেশ খানিকটা। ত্বকে পুষ্টি সরবরাহের জন্য সিরাম ব্যবহার করতে ভুলবেন না। তাতে ত্বকে দাগছোপ দূর হয়। নিয়াসিনামাইড, ভিটামিন সি, সেলিসাইলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ সিরাম ব্যবহার করুন। বর্ষাকালে সানস্ক্রিন ব্যবহার করার প্রবণতা কমে যায় অনেকেই। তাঁরা ভাবেন, বাইরে রোদ নেই তাই সানস্ক্রিন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নেই। এই ভুল ভুলেও করবেন না। বাইরে বেরনোর প্রায় ১৫ মিনিট আগে সানস্ক্রিন মাখুন। তারপর বাইরে বের হতে পারেন।

রূপচর্চায় ম্যাজিকের মতো কাজ করে নিম! কী ভাবে ব্যবহার করবেন?

নিমের গাছের উপকারিতা গুণে শেষ করা যায় না। জীবাণুনাশক নিম শরীরের পাশাপাশি ত্বকের জন্যেও সমান ভাবে উপকারী। যুগ যুগ ধরে ত্বকের যত্নে নিমপাতার ব্যবহার হয়ে আসছে। নিমের মধ্যে একই সঙ্গে আছে ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক ও ভাইরাস নাশ করার শক্তি। ত্বকের যে কোনও প্রদাহ, অস্বস্তি, সংক্রমণ ও জ্বালাভাব দূর করে। আবার ত্বকের আর্দ্রতাও নষ্ট করে না। নিমে রয়েছে অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন এবং খনিজের দুর্দান্ত উৎস নিম। এই সব গুণাগুণই ত্বক সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। দেখে নিন ত্বকের পরিচর্যায় **নিম কী ভাবে ব্যবহার করবেন**- ব্রণর সমস্যায় নিম পাতা জাদুর মতো কাজ করে। নিমের অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণাগুণ ব্রণসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে। যার ফলে ব্রণ, পিম্পল দূর হয়। মুখে নিম লাগালে স্কিন টোন ঠিক থাকে। অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ নিম ত্বকের কালচে দাগছোপ, পিগমেন্টেশন এবং অন্যান্য দাগ কমাতে সাহায্য করে। ফলে ত্বক থাকে দাগহীন। নিমের পেস্ট মুখে লাগালে স্কিন ইনফেকশনের সমস্যাও দূর হয়। নিমের অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্য ত্বককে রক্ষা করে। ব্রণ বা পিম্পলের কারণে হওয়া ত্বকের দাগছোপ হালকা করতে সাহায্য করে। নিমে রয়েছে ভিটামিন ই এবং ফ্যাটি অ্যাসিড, যা ত্বককে টানটান করে। ফলে ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়ে না। মুখে নিমের পেস্ট লাগালে বার্ধক্যের ছাপ, বলিরেখা, ফাইন লাইনস কমে। নিমের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য ত্বকের জ্বালাপোড়া কমায়। নিমের পেস্ট ডিহাইড্রেটেড বা শুষ্ক ত্বকের জন্য খুব উপকারী। ত্বকের রুক্ষভাব দূর করে। নিম এবং অ্যালোভেরা ফেসপ্যাক এক চা চামচ নিমের পাউডারের সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে মুখে লাগান। শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। নিম এবং অ্যালোভেরার এই ফেসপ্যাক ত্বক উজ্জ্বল করে এবং কালচে দাগছোপ হালকা করতে সাহায্য করে। নিম ও দইয়ে ফেসপ্যাক নিম ও দইয়ের ফেসপ্যাক ত্বকের কালচে দাগছোপ দূর করবে। এক টেবিল চামচ নিম পাতার পেস্টের সঙ্গে ২ টেবিল চামচ টক দই মিশিয়ে মুখে লাগান। শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। নিম এবং চন্দনের ফেস মাস্ক দুই টেবিল চামচ নিম পাউডারের সঙ্গে দুই টেবিল চামচ চন্দন পাউডার, এক টেবিল চামচ গোলাপ জল এবং সামান্য জল মিশিয়ে মুখে লাগান। ২০ মিনিট পর ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। নিম ফেস মাস্ক ১২টা নিমের পাতা সামান্য জল দিয়ে পিষে নিন। এর সঙ্গে ৩ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে মুখে লাগান। ২০ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। প্রতিদিন এই ফেসপ্যাক ব্যবহার করতে পারেন।

পাকিস্তানে আবার আক্রান্ত সংখ্যালঘু হিন্দুরা, রকেট লঞ্চার নিয়ে হামলা মন্দিরে

ইসলামাবাদ, ১৭ জুলাই ঃ পাকিস্তানে হিন্দু মন্দিরে রকেট লঞ্চার নিয়ে হামলা চালাল ডাকাতরা। মন্দিরের আশেপাশে হিন্দুদের বাড়িতেও ঢুকে গুলি চালায় তারা। যদিও ঘটনায় কারও হতাহতের খবর মেলেনি। তবে সিন্ধু প্রদেশের এই ঘটনায় ফের পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাতেই শপিং মল বানানোর জন্য ভেঙে ফেলা হয় করাচির ১৫০ বছরের পুরনো একটি মন্দির। মন্দিরে রকেট লঞ্চার হামলার ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোররাতে। সিন্ধু প্রদেশের দক্ষিণে কাশমোর এলাকায় অবস্থিত মন্দিরটি বছরে একবারই খোলা হয়। সারাবছর তালা ঝোলানো থাকে মন্দিরে। রবিবারও মন্দির বন্ধই ছিল। সেই সময়েই গর্ভগৃহ লক্ষ্য করে রকেট লঞ্চার ছোঁড়ে একদল ডাকাত। ৮-৯ জনের একটি ডাকাত দল ওই মন্দির সংলগ্ন হিন্দুদের বাড়িতেও হামলা চালায়। এলোপাথাড়ি গুলি চালায় তারা। তবে এই ঘটনায় কেউ আহত হননি। হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে কাশমোর-কান্ধকোট এসএসপি ইরফান সাম্মোর নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী। তবে পুলিশ দেখেই পালিয়ে যায় ডাকাতদল। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। তবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডাকাতদের ছোঁড়া রকেট লঞ্চারগুলি অকেজো ছিল। তাই বিস্ফোরণ ঘটাতে পারেনি। হিন্দু মন্দিরটি অক্ষত রয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। তবে স্থানীয়দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

দারা সিং চৌহান যোগ দিলেন বিজেপিতে

লখনউ, ১৭ জুলাই ঃ সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন ওবিসি মোর্চার 'বড়' নেতা দারা সিং চৌহান। সোমবার লখনউতে উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য-সহ বিজেপি নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন দারা সিং চৌহান। গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়ার পর দারা সিং চৌহান বলেছেন, চৌহান সমাজের সদস্যদের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে, তা ইঙ্গিত দেয় যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ প্রসারিত হচ্ছে। মানুষ মোদীজিকে আবারও প্রধানমন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক হিসাবে পদত্যাগ করার একদিন আগেই, দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন দারা সিং চৌহান। ২০২২ সালে সমাজবাদী পার্টিতে যোগদানের আগে, তিনি বিজেপিতেই ছিলেন এবং ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বন, পরিবেশ ও পশুপালন মন্ত্রী ছিলেন এবং পরে পদত্যাগ করেছিলেন ও সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। বিজেপি নেতা ও উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক বলেছেন, তিনি (দারা সিং চৌহান) ওবিসি মোর্চার একজন বড় নেতা। তাঁর বিজেপিতে যোগদান আমাদের উপকারে আসবে। আগামী দিনে আরও অনেকে দলে যোগ দেবেন। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে দারা সিং বলেন, আমরা উত্তর প্রদেশের ৮০ টি আসনেই জিতব এবং ২০২৪ সালে মোদীজিকে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী করব।

যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মেট্রো আরপিএফ সর্বদা সতর্ক

কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নেয়। যাত্রীদের নিরাপত্তা প্রদান থেকে শুরু করে শিশুদের উদ্ধার করা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে একত্রিত করা পর্যন্ত মেট্রো আরপিএফ মেট্রো চত্বরে সার্বক্ষণিক নজরদারি নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ১ এপ্রিল, ২০২৩ থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। মেট্রো আরপিএফ যাত্রীদের কাছে মূল্যবান জিনিসপত্র যেমন মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, পার্স, ব্যাগ এবং ১১,২৭,৮৯৩ টাকার নগদ পুনরুদ্ধার করেছে এবং ফেরত দিয়েছে। সতর্ক এবং সতর্ক আরপিএফ কর্মীদের ধন্যবাদ, এই সময়ে মধ্যে ০৭ শিশুকে (০৪ ছেলে এবং ০৩ মেয়ে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাদের পিতামাতা বা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। ০১টি আত্মহত্যার চেষ্টাও ব্যর্থ হযে মেট্রো স্টেশনে কর্তব্যরত আরপিএফ কর্মীরা। মেট্রো চত্বরে উপদ্রব সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে মেট্রো আরপিএফ অত্যন্ত কঠোর হয়েছে। আরপিএফ উপদ্রব, থুতু ফেলা, ধূমপান এবং লিটারিং ইত্যাদির জন্য ৫৪২ টি মামলা নথিভুক্ত করেছে এবং এই অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে মেট্রো চত্বরকে পরিষ্কার এবং সুন্দর রাখার জন্য ১,৩৫,৫০০-টাকা জরিমানা আদায় করেছে। আরপিএফ নিরাপত্তা হেল্পলাইন (৯০০৭০৪১৭৮৯) এবং মহিলা নিরাপত্তা হেল্পলাইন (৯০০৭০৪১৯০৮) নম্বরে মোট ১৩৫৪ টি কল পেয়েছে এবং তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে যাত্রীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এই সময়ে মধ্যে রেল আইনের অধীনে ৪৩ টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ৪৫ জনকে রেলওয়ে আইনের অধীনে বিচার করা হয়েছে এবং ১৩,৯৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বরাভূম, সাঁওতালডি, ঢালিদা এবং কোটশিলা স্টেশনে স্টপেজের সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ যাত্রীদের সুবিধার জন্য, পরবর্তী পরামর্শ না দেওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত তারিখগুলি অনুসারে বরাভূম, সাঁওতালডিহ, ঢালিদা এবং কোটশিলা স্টেশনগুলিতে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির স্টপেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বরাভূমে ট্রেনের স্টপেজ ১। ১২৮০১ পুরী-নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস, ১৭.০৭.২০২৩ থেকে যাত্রা শুরু। ২। ১২৮০২ নিউ দিল্লিপুরী এক্সপ্রেস, ১৭.০৭.২০২৩ থেকে যাত্রা শুরু। সাঁওতালডিহে ট্রেনের স্টপেজ ৩। ১৩৩০১ ধানবাদ- টাটানগর এক্সপ্রেস, যাত্রা শুরু হচ্ছে ১৭.০৭.২০২৩ থেকে। ৪। ১৩৩০২ টাটানগর- ধানবাদ এক্সপ্রেস, যাত্রা শুরু হচ্ছে ১৭.০৭.২০২৩ থেকে। ঢালিদায় ট্রেনের স্টপেজ ৫। ১৩৩৫১ ধানবাদশ-আলাপ্পুঝা এক্সপ্রেস, ১৭.০৭.২০২৩ থেকে যাত্রা শুরু। ৬। ১৩৩৫২ আলাপুজা-ধানবাদ এক্সপ্রেস, ১৭.০৭.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু। কোটশিলায় ট্রেনের স্টপেজ ৭। ১৩৩৫১ আলাপুজাধানবাদ এক্সপ্রেস, ১৭.০৭.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু। ৮। ১৩৩৫২ আলাপুজাধানবাদ এক্সপ্রেস, ১৭.০৭.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু।

আইসিএআই-এর ইআইআরসি ট্যাক্স ক্লিনিক-এর আয়োজন করলো

কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া-এর ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রিজিওনাল কাউন্সিল-এর উদ্যোগে ১৩ এবং ১৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে আইসিএআই ভবন, রাসেল স্ট্রীট, কলকাতায় সফলভাবে একটি ট্যাক্স ক্লিনিকের আয়োজন হয়েছে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল ছাত্র, করদাতা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিসহ জনসাধারণকে কর সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা, নির্দেশনা এবং জ্ঞান প্রদান করা। ট্যাক্স ক্লিনিকের উদ্বোধন করেন আয়কর বিভাগের প্রিন্সিপাল কমিশনার (পিসিআইটি) শ্রী লাল চাঁদ তার আয়কর বিভাগের সিনিয়র অফিসারদের সাথে। প্রিন্সিপাল সিআইটি এবং তার দল বিভিন্ন কর-সম্পর্কিত বিষয়ে সরকারকে সহায়তা করার ক্ষমতার স্বীকৃতিস্বরূপ আইসিএআই দ্বারা নেওয়া অনন্য উদ্যোগের জন্য তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ট্যাক্স ক্লিনিকটির আয়োজন দক্ষতার সাথে সিএ দেবায়ন পাত্র, চেয়ারম্যান, ইআইআরসি এবং তার রিজিওনাল কাউন্সিল মেম্বার্স করে ছিল। তাদের উদ্যমী প্রচেষ্টা অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু সম্পাদন নিশ্চিত করেছে। আয়োজক দল ট্যাক্স ক্লিনিকের সাফল্য নিশ্চিত করতে আইসিএআই-এর প্রত্যক্ষ কর কমিটির (ডিটিসি) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। আইসিএআই-এর ১৬৮ টি শাখা এবং সমস্ত ৫ টি আঞ্চলিক কাউন্সিলে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত বিভাগে আয়োজিত ট্যাক্স ক্লিনিক বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। আয়কর কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে কর সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষিত এবং সহায়তা করার জন্য আইসিএআই দ্বারা নেওয়া অনন্য উদ্যোগের জন্য তাদের প্রশংসা প্রকাশ করেছে। এই ট্যাক্স ক্লিনিক বিশাল সাফল্য অর্জন করলো এবং এটি কর-সম্পর্কিত বিষয়ে নির্দেশনা এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য জীবনের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে। আয়োজক দলের উৎসাহী সমর্থন সহ বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সক্রিয়।

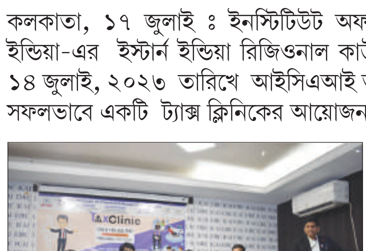

মাদকের বিরুদ্ধে যুব সমাজকে সচেতনতা না করা পর্যন্ত এই লড়াইয়ে জয় সম্ভব নয় ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই ঃ মাদকের বিরুদ্ধে যুব সমাজকে সচেতনতা না করা পর্যন্ত এই লড়াইয়ে জয় সম্ভব নয়। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার দিল্লিতে মাদক চোরাচালান প্রতিরোধ এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি আঞ্চলিক সম্মেলনে পৌরহিত্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই সম্মেলনে তিনি বলেছেন, আমি সমস্ত মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-রাজ্যপালকে এই পদক্ষেপটি সমস্ত রাজ্যে কার্যকর করার জন্য অনুরোধ করছি...এই লড়াইয়ে জয়ের সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হল সর্বাধিক সচেতনতা তৈরি করা। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা যুব সমাজের মধ্যে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা ছড়াব, ততক্ষণ আমরা এই লড়াইয়ে জিততে পারব না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, এখনও পর্যন্ত ১,৪৪,০০০ কেজির বেশি মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়েছে। এই জন্য আমি সমস্ত রাজ্য এবং এনসিবি-কে ধন্যবাদ জানাই। কারণ আমরা এই অভিযানের মাধ্যমে ২,৩৭৮ কোটি টাকার ড্রাগ ধ্বংস করতে সক্ষম হযেছি। অমিত শাহ আরও বলেছেন, ২০০৬-১৩ সালে মোট ১,২৫০ টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং ২০১৪-২৩ সাল পর্যন্ত ৩,৭০০টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে...আগে ১.৫২ লক্ষ কেজি মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং এখন তা ৩.৯৪ লক্ষ কেজি যা ১৬০ শতাংশ বৃদ্ধি দেখায়।

বর্ষাকালীন দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত রাজ্য, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু

ইটানগর, ১৭ জুলাই ঃ অরুণাচল প্রদেশে চলমান বর্ষাকালীন দুর্যোগ মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাজ্য। বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। আজ সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী খান্ডু বলেন, গতকাল রবিবার বর্ষাকালীন দুর্যোগ মোকাবিলায় এক পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজ্যের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ সক্রিয়। আগাম সতর্কতা অবলম্বন করে সময়মতো জনসাধারণকে সাবধান থাকতে নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন খান্ডু। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্ষার মরশুম শুরু হওয়ার বহু আগে তিনি রাজ্যের দুর্যোগ-প্রবণ এলাকার বাসিন্দাদের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, কেউ যেন ভারী বৃষ্টিপাতজনিত ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল বা লাল সতর্কতা জারিকৃত অঞ্চলে বাড়িঘর তৈরি না করেন। প্রাসঙ্গিক এক জিজ্ঞাসার উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যালয়গুলি সক্রিয়ভাবে তদারকি ও নিয়মিত তথ্যাবলি প্রচার করছে যাতে নাগরিকদের বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করা যায়। সাম্প্রতিক প্রবল বর্ষণ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি বলেন, কিছু কিছু এলাকা, যেমন পাসিঘাট থেকে মারিয়াং সড়ক এবং অন্যান্য এলাকায় রাস্তার কিছু অংশ ভেসে গিয়ে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অরুণাচল প্রদেশে সাধারণত মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষার জের থাকে। বলেন, সিয়াং নদীর জলস্তর বিপদ চিহ্নের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসন নদী অববাহিকার কাছাকাছি বসবাসকারী বাসিন্দাদের তাঁদের বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ এলাকায় অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। তাই সংশ্লিষ্ট বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে এবং জেলা প্রশাসনের জারিকৃত সতর্কতা ও নির্দেশাবলী মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পেম খান্ডু।

বাংলাদেশে মহামারীর রূপ নিচ্ছে ডেঙ্গু, মৃত কমপক্ষে ১০৬ জন

ঢাকা, ১৭ জুলাই ঃ বাংলাদেশে ক্রমে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ। এই রোগের দাপটে এখনও পর্যন্ত শুধু জুলাই মাসেই মৃত্যু হয়েছে ৫৯ জনের। সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা ১০৬। দেশজুড়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কয়েক হাজার রোগী। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে হাসিনা সরকারের চেষ্টা সত্ত্বেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। গত কয়েক মাস ধরেই ডেঙ্গুর দাপট বেড়ে চলেছে বাংলাদেশে। শুধু জুলাই মাসেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১২ হাজার ৯০০ জন। রোগের বলি ৫৯ জন। এখনও পর্যন্ত দেশের হাসপাতালগুলিতে মোট ২০ হাজর ৮৮৭ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা ১০৬। দিন যত যাচ্ছে ডেঙ্গু নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ততই বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) মনে করে, দেশে এখন ডেঙ্গুর 'জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা' চলছে। এটি জাতীয় উদ্বেগের বিষয়। তবে স্বাস্থ্যবিভাগের দাবি, এখনও জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা করার মতো পরিবেশ তৈরি হয়নি। ডেঙ্গু উদ্বেগজনক পর্যায়ে চলে গেলে তা জারি করা হতে পারে। ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার স্বাস্থ্য অধিদফতর একটি সেমিনার করে। অধিদফতরের ব্রিফিংয়ে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব আনোয়ার হোসেন হাওলাদার। তিনি বলেন, ডেঙ্গুতে পাবলিক হেলথ ইমারজেন্সি ঘোষণা করার মতো অবস্থা হয়েছে, এটা মনে করি না। কারণ, ২০০০ সাল থেকে দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ হচ্ছে। ডেঙ্গুর ম্যানেজমেন্টের একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রটোকল আছে। এই প্রটোকল অনুসরণ করলে ডেঙ্গুতে ক্যাজুয়ালটি কমানো সম্ভব।

চিনে বাড়ছে যুবকদের বেকারত্বের হার

বেজিং, ১৭ জুলাই ঃ চিনের শহরাঞ্চলে ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সী যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের হার গত মাসে (জুন) ২১.৩ শতাংশ বেড়েছে। এর মাধ্যমে যুবকদের বেকারত্বে নতুন রেকর্ড গড়েছে দেশটি। সোমবার জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে চিনের অর্থনীতি ৬.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও এটি বিশ্লেষকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। বিনিয়োগ সংস্থা ভ্যানগার্ডের এশিয়া প্যাসিফিক জোনের প্রধান অর্থনীতিবিদ কিয়ান ওয়াং বলেছেন, চিনের পণ্য খুচরা বিক্রয় ও আবাসন বিনিয়োগে হতাশা বিশেষভাবে স্পষ্ট। এদিকে চিনের তরুণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলো ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন অর্থনীতিবিদরা। কারণ চলতি বছর রেকর্ড ১১.৫৮ মিলিয়ন শিক্ষার্থী তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে চিনের চাকরি বাজারে প্রবেশ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। চিনে শহরে থাকা যুবকদের বেকারত্বের হার কয়েক মাস ধরেই বাড়ছে। হ্যাং সেং ব্যাংক চায়নার প্রধান অর্থনীতিবিদ ড্যান ওয়াং বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তাদের অসন্তোষের অভিব্যক্তি অর্থনীতিতে আস্থার ব্যাপক ক্ষতির কারণ হতে পারে। ২০১৮ সালে চিন যুব বেকারত্বের পরিসংখ্যান প্রকাশ করা শুরু করেছে।

কুল্লুতে মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে মৃত ১, আহত ২

কুল্লু, ১৭ জুলাই ঃ হিমাচল প্রদেশের কুল্লু থানার অন্তর্গত কাইসে মেঘ ভেঙে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে এবং দু'জন আহত হয়েছে। সোমবার ভোরে কাইস গ্রামের কোটা নালায় মেঘ ভেঙে এই ঘটনা ঘটে। মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে মাঠের ফসল। একইসঙ্গে বন্যার প্রবল স্রোতে অনেক যানবাহনও ভেসে গেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখতে পায, মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে রাস্তার ধারে রাখা একটি বোলেরো গাড়ি জলের তোড়ে ভেসে যায়। তারমধ্যে চারজন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। যার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে বাদল শর্মার (২৮)। কুল্লু জেলার চানসারি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। অন্যদিকে, যে দুজন আহত হয়েছেন তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া ছয়টি গাড়ি ও তিনটি দুচাকার গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিপর্যয়ের পর স্থানীয় প্রশাসনের তরফে তৎপরতা শুরু করা হয়। মৃত ও আহতদের উদ্ধার করার পাশাপাশি রাস্তা পরিস্কার করতে উদ্ধারকারী দল কাজ করে যাচ্ছে। হিমাচল প্রদেশের আবহাওয়া দফতরের তরফে আগেই সোমবার রাজ্যজুড়ে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। এদিন হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ভারী থেকে খুব ভারী বৃষ্টিপাত হবে বলে সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। উল্লেখ্য গত ২৪ জুন থেকে সে রাজ্যে বর্ষা শুরু হওয়ার পর থেকেই এখনও পর্যন্ত বৃষ্টি সম্পর্কিত বিপর্যয়ের কারণে ১১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যজুড়ে ক্ষতি হয়েছে ৪৪১৫ কোটি টাকার।

কোটি টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য পোড়ালো পুলিশ

অসম, ১৭ জুলাই ঃ মাদক ধ্বংস দিবস উপলক্ষ্যে আসামরাজ্যের কাছা। পুলিশ প্রায় দেড়শো কোটি টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য পোড়ালো। সোমবার (১৭ জুলাই) সারা দেশের সঙ্গে কাছা। জেলার পুলিশ বিভিন্ন সময়ে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা মাদকদ্রব্য পুড়িয়ে ধ্বংস করে। এর মধ্যে রয়েছে হেরোইন, ব্রাউন সুগার, গাঁজা, ইয়াবা ট্যাবলেট, কফ সিরাপ ইত্যাদি মাদকদ্রব্য পোড়ানো হয়। মাদকদ্রব্যের স্তুপে অগ্নিসংযোগ করেন কাছাড়জেলার পুলিশ সুপার নুমুল মাহাতো। এদিন কাছাড়ের শ্রীকোনা অঞ্চলের একটি ইটভাটায় মাদক বিনষ্ট কর্মসূচি হিসেবে প্রায় দেশ কোটি টাকার মূল্যের বিভিন্ন ধরনের মাদক পোড়ালেন কাছাড়জেলার পুলিশ সুপার নুমুল মাহাতো। এর মধ্যে রয়েছে হেরোইন ৩,৩০২ কেজি, ইয়াবা ট্যাবলেট ১৪,৭৩,৭৬৫ টি, গাঁজা ২১২৯৫১ কেজি, কফ সিরাপ ৩৭২৯ টি।

Name Change
I, MOUMITA CHATTERJEE (old name) D/O JIBAN HALDER Presently residing at 12/D, H.C.B LANE, KONNAGAR, HOOGHLY-712235 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOUMITA HALDER, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 17/07/2023. MOUMITA CHATTERJEE and MOUMITA HALDER both are same and one identical person.

Name Change
I, J MUKHERJEE (old name) S/O ASIM LAL MUKHERJEE Presently residing at 131A RASH BEHARI AVENUE, SARAT BODE ROAD.KOLKATA-700029 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) JOYDEEP MUKHERJEE, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 17/07/2023. J MUKHERJEE and JOYDEEP MUKHERJEE both are same and one identical person.

Name Change
I, MD MUKHATAR alias MD MOKTAR (old name) S/O JAN MOHAMMAD Presently residing at HAZI ALI LANE WEST APCAR GARDEN, ASANSOL, RAGHUNATH CHAK, U C DANGA, BARDHAMAN 713304 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD MUKHTAR, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 17/07/2023. MD MUKHATAR, MD MOKTAR and MD MUKHTAR both are same and one identical person.

Name Change
I, DIPANKAR CHAKRABORTY S/O GOBINDALAL CHAKRABORTY Presently residing at 1A, 178, Fakir Para Road, PO-Behala, PS-Parnasree, Kolkata-700034 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my son's actual name EESHAN CHAKRABORTY instead of AARISH CHAKRABORTY alias EESHAN CHAKRABORTY, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 17/07/2023. EESHAN CHAKRABORTY and AARISH CHAKRABORTY alias EESHAN CHAKRABORTY both are same and one identical person.

Name Change
I, MOHAMMAD SHAUKAT SHAKEEL (old name) S/O MD SHAKEEL AHMAD Presently residing at 110 H/8 ELLIOT ROAD, MORE SUPER MARKET, MCLEOD STREET, PARK STREET, KOLKATA-700016 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD SHOUKAT SHAKEEL, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 17/07/2023. MOHAMMAD SHAUKAT SHAKEEL and MD SHOUKAT SHAKEEL both are same and one identical person.

Name Change
I, DILIP BELANI (old name) S/O GIRDHARLAL BELANI Presently residing at 23B, Allenby Road, Karunalaya Building, PO- L.R. Sarani, Kolkata-700020 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) DILIP KUMAR BELANI, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 17/07/2023. DILIP BELANI and DILIP KUMAR BELANI both are same and one identical person.

Name Change
I, REHANA KHATUN BEGUM (old name) W/O SEKH MASHIAR RAHAMAN Presently residing at Moubesia, Dhulasimla, PO- Uluberia, Howrah-711315 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) REHANA KHATUN, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 17/07/2023. REHANA KHATUN BEGUM and REHANA KHATUN both are same and one identical person.

Name Change
I SIRAJUL MALLICK ALIAS SIRAJUL ISLAM MALLICK S/O MAJBUL HAQUE MALLICK R/O JYOTMORALI,PO-SIPTAI, PS- JAMALPUR,PURBA BARDHAMAN - 712308, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SIRAJUL HAQUE MALLICK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/07/2023.SIRAJUL MALLICK ALIAS SIRAJUL ISLAM MALLICK AND SIRAJUL HAQUE MALLICK ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change
I, FIROJO MD (old name) D/O SATTAR HOSSAIN Presently residing at MAKALHATI MOLLA PARA, P.O BIDHANGARH, P.S- RABINDRA NAGAR, PIN – 700066 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NUSREEN BEGUM, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 17/07/2023. FIROJO MD and NUSREEN BEGUM both are same and one identical person.

Name Change
I SHUBHOJIT DAS S/O SUBHANKAR DAS R/O KINARMATH, PHULSARA, CHANDPARA BAZAR, NORTH 24 PARGANAS - 743245, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHAJIT DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/04/2023. SUBHAJIT DAS AND SHUBHOJIT DAS SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, BABUR ALAM (old name) S/O ABDUL MAJID Presently residing at 8 No. Dr. Sudir Bose Road, PO-Khiddirpore, PS-Ekbalpore, Kolkata-700023 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD BABAR ALAM, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 17/07/2023. BABUR ALAM and MD BABAR ALAM both are same and one identical person.

Name Change
I, KAUSHIKI SINHA (old name) D/O DALIYA BOSE Presently residing at Premises No-232G, 84/4, Raja Rammohan Roy Road, PS-Haridevpur, Kolkata-700008 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KAUSHIKI BOSE, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 17/07/2023. KAUSHIKI SINHA and KAUSHIKI BOSE both are same and one identical person.

Name Change
I, PRANTIK CHAKRABORTY (old name) S/O BADAL CHAKRABORTY Presently residing at Jahnabi Apartment, Bandipur, Upanibesh, Rahara Khardaha, North 24 Pgs-700118 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOHAMMAD PRANTIK, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 17/07/2023. PRANTIK CHAKRABORTY and MOHAMMAD PRANTIK both are same and one identical person.

Name Change
I, PARWEEN TABASSUM (old name) D/O ABDUL JABBAR Presently residing at 3E, Bindubasini Street, PO-Mominpore, PS-Ekbalpore, Kolkata-700027 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) TABASSUM PARVEEN, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 17/07/2023. PARWEEN TABASSUM and TABASSUM PARVEEN both are same and one identical person.

Name Change
I, AMIRON KHATOON (old name) D/O ABDUL MOLLA Presently residing at 50A/1A, Bose Pukur Road, Bose Pukur Sitala Mandir, PS-Kasba, Kolkata-700042 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SONALI MALLICK, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 17/07/2023. AMIRON KHATOON and SONALI MALLICK both are same and one identical person.

ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ অধ্যাপকের বিরুদ্ধে, ছাত্রীর মুখে প্রশংসা বিশ্বভারতী তদন্ত সিস্টেমের

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৭ জুলাই ঃ বিশ্বভারতী যখন তার অভ্যন্তরীন তদন্ত কমিটি নিয়ে এক শ্রেণির সমালোচনার মুখে, তখন পুলিশকে দায়ের করা এফ আই আর কপিতে যৌন নিগৃহীতা অভিযোগকারিনীর মুখে বিশ্বভারতীর অভ্যন্তরীন সিস্টেমের ঢালাও প্রশংসা। অন্যদিকে, অভিযুক্ত বাম অধ্যাপক সংগঠন ভিবিউফার সদস্যা সঙ্গীত ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষা ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়। কারণ একটাই বিশ্বভারতী উপাচার্য অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন না করে বিষয়টি অভ্যন্তরীন তদন্ত কমিটির কাছে পাঠিয়ে সঠিকভাবে তদন্ত করেছে এবং তার কপি নিগৃহীতার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। যার উপর ভিত্তি করে নিগৃহীতা শান্তিনিকেতন থানায় অভিযুক্তদের নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন চলতি বছরের ১৩ জুলাই। সঙ্গীত ভবনের এক স্কলারকে একাধিকবার ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে সঙ্গীত ভবনের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে। ২০০৯ সালে সঙ্গীতে স্নাতক স্তরে ভর্তি হন ছাত্রীটি। তারপর থেকে গবেষণায় স্কলার হিসেবে পাঠরত অবস্থায় সর্বমোট বারো বছর পর্যন্ত ওই শিক্ষকের কাছে যৌন নির্যাতনের শিকার ছাত্রীটি। অভিযুক্ত অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার ঘোষ, তাঁর স্ত্রী লিপিকা ঘোষ, সঙ্গীত ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষা ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায় এবং মাধবী রুজ ঘোষ সহ মোট চারজনের বিরুদ্ধে চলতি বছরের ১৩ জুলাই শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অভিযোগকারিনী। অভিযোগকারিনীর মূল অভিযোগ অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার ঘোষের বিরুদ্ধে। বাকি তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁরা এই অন্যায়কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদত জুগিয়েছেন। অভিযোগকারিনী গোটা বিষয়টি প্রথমে তাঁর স্ত্রী লিপিকা ঘোষের কাছে জানান। কিন্তু তিনি অভিযোগকারিনীকে বলেন, তাঁদের স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। তাই এই সম্পর্ক চালিয়ে যেতে পারেন। বিয়ে করলেও, তাঁর আপত্তি নেই। অভিযোগকারিনীর থেকে বয়সে দ্বিগুণ অধিক অভিযুক্ত অধ্যাপক তাঁকে বিয়ের প্রস্তাবও দেন। ২০০৯ সালে টিউশন দেওয়ার অছিলায় অভিযোগকারিনীর অনেকবার ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেন ওই অধ্যাপক। টিউশনের পর মহিলা ছাত্রাবাসের দিকে এগিয়ে দেওয়ার অজুহাতে নাট্যঘরের পিছনে অন্ধকারে এবং নির্জনে ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করেন তিনি। তারপর থেকেই ওই ছাত্রী দূরত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করলে বা টিউশন বন্ধ করলে, তাঁকে অপবাদ এবং কেরিয়ার শেষ করার হুমকি দিয়ে আসতে বাধ্য করেন অভিযুক্ত অধ্যাপক। ঘটনাটি বিভাগীয় অভিযুক্ত শিক্ষিকাদের জানালে, তাঁরা ওই ছাত্রীকে কোনো সাহায্য না করে বলেন, মাস্টারমশাইরা একটু আধটু এমন করেই থাকেন। তারপরে ২০১০ সালে টিউশনের পর দরজা লাগিয়ে ছাত্রীকে বিবস্ত্রকরে বিকৃতকামে লিপ্ত করতে বাধ্য করেন অধ্যাপক। যদিও সেখান থেকে কোনোক্রমে বেরিয়ে আসতে পারেন অভিযোগকারিনী। তারপর বাধ্য হয়ে ২০২০ সালের ১৭ ডিসেম্বর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর কাছে অভিযোগ করেন ছাত্রীটি। গোটা বিষয়টি শুনে, তড়িঘড়ি তিনি একটি অভ্যন্তরীন তদন্ত কমিটির কাছে তদন্তের জন্য বিষয়টি পাঠান। ২০২২ সালের জুলাই মাসে অভিযুক্ত ও অভিযোগকারিনী সকলকেই অভ্যন্তরীন তদন্ত কমিটির কাছে হাজির হতে হয়। চলতি বছরের জুন মাসে অভ্যন্তরীন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অভিযোগকারী ছাত্রীর হাতে আসে। সেই রিপোর্টে স্পষ্ট বলা রয়েছে যে, অভিযুক্ত আগেও একই অভিযোগে লিপ্ত ছিলেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক নৈতিকতার সমস্ত ধাপ অবমাননা করেছেন। এবং অনৈতিক ভাবে ছাত্রীর ক্ষতি সাধন করেছেন। শুধু অভিযুক্ত নন, সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষা সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি বা নিজে একজন মহিলা হয়ে বা বিশাখা কমিটির প্রাক্তন সদস্যা হয়েও ছাত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি লাঘব করার চেষ্টা করেন নি। এই রিপোর্ট হাতে বিশ্বভারতীর সিস্টেমের প্রতি আমার বিশ্বাস বেড়ে গেল বলে মন্তব্য করেন অভিযোগকারিনী। যখন বিশ্বভারতীর প্রতিটি ক্ষেত্রে সমলোচনার মুখে, তখন বিশ্বভারতীর তদন্তের উপর অভিযোগকারিনীর আস্থা অন্য কথা বলে। রিপোর্ট হাতে পেয়ে মূল অভিযুক্ত সহ আরও তিনজন অন্যায়ের সহযোগীদের বিরুদ্ধে চলতি বছরের ১৩ জুলাই শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অভিযোগকারী ছাত্রী। অভিযোগকারিনীকে বার বার ফোন করা হলেও বা টেক্সট মেসেজ করা হলেও তিনি কোনোভাবেই উত্তর দেন নি। সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষা ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়কে ফোন করা হলেও, তিনি কোনো উত্তর দেন নি। এব্যাপারে বিশ্বভারতী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে জানতে, বিশ্বভারতী জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করা হলে, তিনি জানান, অভ্যন্তরীন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কর্মসমিতিতে পাঠানো হয়। সমিতি পদক্ষেপ নেন। কোন ইসিতে পাঠানো হয়েছে বা হবে এই মুহূর্তে বলতে পারবো না।

পাচারের আগেই আটক ২৬ টি মহিষ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ জুলাই ঃ আবার বড় সাফল্য ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের। ফের গোপন সূত্রে খবর পেয়ে লরি সহ ২৬ টি মহিষ উদ্ধার করলো ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। জানা যায়, সোমবার সকাল নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি লরিকে আটক করে পুলিশ। সেই গাড়িতে ২৬ টি মহিষ উদ্ধার করে এবং গাড়ির চালক এবং খালাশিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশের অনুমান গাড়ি করে মহিষগুলিকে বিহার থেকে আসামের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তার আগেই গোপন খবরের ভিত্তিতে ইন্দিরা মোড়ে গাড়িটিকে আটক করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মহিষ গুলিকে খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে। ধৃত চালক এবং খালাশিকে সোমবার আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস বলেন, অভিযুক্ত দুইজনকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

ভোট মিটতেই অসহায় বৃদ্ধার ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ করিয়ে দিলেন সিপিআইএম কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ জুলাই ঃ ভোটের ফল যাইহোক, কোর্টের রায় যতই পঞ্চায়েত গঠনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াক, মানুষের পাশে সারা বছর থাকে বামপন্থীরা। আরও একবার নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলো খড়িয়া এলাকার বামপন্থীরা।

জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তিস্তার চর এলাকার ৭ টি বুথের মধ্যে ১টি বুথের পঞ্চায়েতে জয়যুক্ত হয়েছে বামফ্রন্টের সিপিআই (এম) প্রার্থী গোসাই সরকার, গত ৫ বছর এলাকায় ছিল তৃণমূলের পঞ্চায়েত। এলাকাবাসীদের অভিযোগ বর্ষায় যখন ঘরে পানীয় জল পড়লে পঞ্চায়েতের কাছে গিয়ে একটা ত্রিপল চেয়েও পাননি এলাকার মানুষরা। তিস্তা পাড়ের উত্তর সুকান্ত নগর কলোনী এলাকার মানুষ বর্ষার সময় বেশিরভাগ দিনই জলে কাদায় জীবন যুদ্ধ চালান। তিস্তার জল সামান্য বাড়লেই এলাকায় ঢুকে পড়ে জল। সেই সুকান্তনগর এলাকায় ৮০ উর্দ্ধ এক গরীব অসহায় বৃদ্ধার গৃহে দীর্ঘ ৪ বছর পর বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরায় দেওয়া হয় এলাকার সিপিআই (এম) এর পঞ্চায়েত গোসাই সরকার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে। সিপিআইএম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য পীযূষ মিশ্র অভিযোগ করেন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গরিব মানুষকে ২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিনামূল্যে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, সেইমতো এই পরিবারগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছিল বিনামূল্যে। তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার তা বহাল না রাখায় এই পরিবারগুলিতে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। বাম জমানায় বিদ্যুৎ প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে ছাত্র যুবদের রক্ত বিক্রি করে সেই টাকায় তৈরি হয়েছিল বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প। রক্তে গড়া বক্রেশ্বরের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো- এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিটি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল বামফ্রন্টের উদ্যোগে। জেলা পরিষদ, মিউনিসিপ্যালিটি সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কোটি কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকলেও তৃণমূল সরকার তাদের বিদ্যুৎ সংযোগ কাটেনা, অথচ গরিব অসহায় বৃদ্ধার সামান্য বিল বাকি পড়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়। ১২ বছর হয়ে গেল সরকারে বামফ্রন্ট নেই কিন্তু বামফ্রন্টের পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে নবনির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গোসাই সরকার ও এলাকার বামপন্থীরা স্থানীয় মানুষকে সাথে নিয়ে ৮০ উর্দ্ধ-বৃদ্ধা সকিনা খাতুনের অন্ধকার বাড়িতে আলো জ্বালাতে উদ্যোগী হন।

উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার জেলাশাসক ও আধিকারিকদের সাথে বৈঠক সারলেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। উত্তরকন্যায় অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। সোমবার দুপুরে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের অন্তর্গত উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

পুনরায় হাতির হানা ডুয়ার্সে, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুলাই ঃ ফের হাতির হানার ঘটনা ঘটলো ডুয়ার্সে। হাতি হানায় ক্ষতিগ্রস্ত দুটি ঘর। জানা গেছে গতকাল গভীর রাতে পশ্চিম মাদারিহাটে একটি বুনো হাতির দল প্রবেশ করে। জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে বুনো হাতি প্রবেশ করে এলাকায় ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। বুনো হাতির দল এলাকার বাসিন্দা সুখদেব কার্জি ও আমজাদ হোসেনের ঘর ও রান্না ঘর ভেঙ্গে দেয় এবং ঘরে রাখা জিনিসপত্র ক্ষতি করে। এলাকার বাসিন্দারা জানান ইদানিং ঘন ঘন হাতির হানার ঘটনা ঘটছে পশ্চিম মাদারিহাট এলাকায়। আতঙ্কে রয়েছে এলাকাবাসীরা।

মণিপুরে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের পদক্ষেপ

মালিগাঁও, ১৭ জুলাই ঃ মণিপুরে বর্তমানের আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় মণিপুরে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য পরিবহণের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মণিপুরে এন. এফ. রেলওয়ের অধীনে অবস্থিত খংসাং রেলওয়ে স্টেশনটি লোডিং ও আনলোডিঙের জন্য খোলা হয়েছে। জিরিবাম-ইম্ফল নতুন লাইন প্রকল্পের খংসাং রেলওয়ে স্টেশনটি সর্বশেষ স্টেচন, যা ২০২২ সালে চালু করা হয়েছে। মণিপুরে আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির জন্য এই লাইনটি স্থগিত করে রাখা হয়েছিল। রেলওয়ের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রী বুক করার জন্য মণিপুর ভিত্তিক ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে একজন মার্কেটিং ইন্সপেক্টরকে বিশেষভাবে নিয়োজিত করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের যে কোনও জিজ্ঞাসার জন্য ওই মার্কেটিং ইন্সপেক্টর দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা উপলব্ধ রয়েছেন। সমগ্র মণিপুর ভিত্তিক ব্যবসায়ীরা এখন খংসাং রেলওয়ে স্টেশন থেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর বুকিঙের সুবিধা লাভ করতে পারবেন। খংসাং গুডস শেডটি দৈনিক ভিত্তিতে ০৬.০০ ঘণ্টা থেকে ১৬.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত পরিচালনা করা হচ্ছে। রাজ্যটির জন্য বিশেষ বিবেচনার অধীনে বর্তমান সময়ে মণিপুরের জন্য ওয়াগনের পিচমিল বুকিং ব্যবস্থার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যটির জন্য মহারাষ্ট্র থেকে পিঁয়াজ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলু ও অসম থেকে এফএমসিজি সামগ্রী বুক করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপগুলি বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মণিপুরের মানুষের জন্য এক বৃহৎ সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মার্কেটিং ইন্সপেক্টরের সাথে ৬০০০৩৮৮৪৩৯ নম্বরের মাধ্যমে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এই জটিল পরিস্থিতিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মণিপুরকে সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মুম্বই সেন্ট্রাল- বেনারস-মুম্বই সেন্ট্রাল সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের পুনরুদ্ধার

গোরক্ষপুর, ১৭ জুলাই ঃ ভারী বৃষ্টি ও জলাবদ্ধতার কারণে, ০৯১৮৩ / ০৯১৮৪ মুম্বই সেন্ট্রাল- বেনারস- মুম্বই সেন্ট্রাল সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের অপারেশন আগে বাতিল করা হয়েছিল। এই ট্রেনের চলাচল নিম্নরূপ পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। ০৯১৮৩ মুম্বাই সেন্ট্রাল-বেনারস সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ১৯ জুলাই থেকে ৩০ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত প্রতি বুধবারে পূর্বনির্ধারিত রুটের সময়, স্টপেজ এবং কোচের গঠন সহ চলবে। একইভাবে, ফিরতি যাত্রায়, ০৯১৮৪ বেনারস- মুম্বই সেন্ট্রাল সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ২১ জুলাই থেকে ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার পূর্বনির্ধারিত রুট, সময়, স্টপেজ এবং কোচের গঠন সহ চালানো হবে। ১৫২০৫/ ১৫২০৬ লখনউ জং. জবলপুর- লখনউ জং. রেলের প্রশাসন দ্বারা ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে। চিত্রকূট এক্সপ্রেসকে এর আগে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ২১ জানুয়ারি, ২০২৩ থেকে ১৯ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য মাজগাওয়ান স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া হয়েলি। ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার জন্য, এই ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে।

বিজেপি কর্মী খুনের অভিযোগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মৃতের ছেলে এবং পুত্রবধূ গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ জুলাই ঃ বিজেপি কর্মী খুনের অভিযোগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মৃতের ছেলে এবং পুত্রবধূকে গ্রেফতার করেছে বামনগোলা থানার পুলিশ । কিন্তু এই ঘটনার পরেও সোমবার দফায় দফায় তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো বামনগোলা থানার নালাগোলা পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন এলাকায়। এমন কি ওই পুলিশ ফাঁড়ির টিনের ঘেরা সীমানা পাঁচিল ভাঙচুর করে বিজেপির মহিলা কর্মী সমর্থকেরা বলে অভিযোগ । ঝাঁটা নিয়ে এক মহিলা বিজেপি কর্মীকে পুলিশ কর্তাকে তাড়া করতে দেখা যায়। এই পরিস্থিতির মধ্যে নালাগোলা ফাড়ির সামনে বিক্ষোভ অবস্থান করেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার দলের সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে বামনগোলার থানার আইসি বিশাল কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর অভিযোগ, দলের প্রবীণ কর্মী বুড়ণ মুর্মুকে (৬০) তার ছেলে ও পুত্রবধূ মারধর এবং শ্বাসরোধ করে খুন করেছে। এই ঘটনার পিছনে এলাকারই আরো বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা জড়িত রয়েছে। তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই দাবিতে ই সংশ্লিষ্ট পুলিশ ফাঁড়ির সামনে চলে বিজেপির বিক্ষোভ, অবস্থান। উল্লেখ্য , রবিবার সকালে বামনগোলা থানার মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের কন্যাদিঘী এলাকায় শোবার ঘর থেকেই বুড়ণ মূর্মুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতের শরীরের একাধিক জায়গায় রক্তের দাগ থাকায় তাকে তার ছেলে ও পুত্রবধু খুন করেছে বলে অভিযোগ তুলে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মৃত বৃদ্ধের পুত্রবধূ শর্মিলা মার্ডি মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু নিকটতম বিজেপির প্রার্থীর কাছে ৫৬ ভোটে হেরে যায় শর্মিলা মার্ডি । যেহেতু বুড়ন মুর্মু এলাকার বিজেপির সক্রিয় কর্মী এবং নির্বাচনে সেই দল থেকেই প্রচার চালিয়েছিল। ফলে তার ছেলে বিপ্লব মুর্মু এবং স্ত্রী শর্মিলা মার্ডি ওই বৃদ্ধকে মারধর শুরু করেছিল। এরপরই রবিবার ওই বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। আর তারপর থেকেই ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় বামনগোলা এলাকায়। বিজেপির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মৃতের ছেলে এবং পুত্রবধূকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিন্তু বিজেপির অভিযোগ এই খুনের ঘটনায় আরো কয়েকজনের নাম অভিযোগ পত্রে দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু ওরা তৃণমূল করে। তাই সেইসব অভিযুক্তদের গ্রেফতার করছে না পুলিশ।

চিকিৎসক খুনে ধৃত শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ১৭ জুলাই ঃ চিকিৎসক খুনে শিক্ষক গ্রেফতার। এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসককে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হলো এক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে। তিনি আবার কংগ্রেসের টাউন কমিটির সভাপতি। ধৃতের নাম রাজেশ সেখ। তিনি বীরভূমের নলহাটি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। গতকাল রাতে তাকে গ্রেফতার করে নলহাটি থানার পুলিশ । গত ২৪ এপ্রিল নলহাটিতে নিজের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়. এলাকার প্রবীণ চিকিৎসক মদন লাল চৌধুরী নামে এক চিকিৎসকের হাত- পা বাঁধা রক্তাক্ত মৃতদেহ। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে গত ৩০ এপ্রিল পাঁচজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নলহাটি থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ রাজেশ সেখের নাম জানতে পারে। ধৃত রাজেশ সেখ জাতীয় কংগ্রেসের নলহাটি শহরের সভাপতি । তিনি নলহাটির সিউরা প্রাথমিক বিদ্যালযের শিক্ষক। গতকাল রাতে তাকে গ্রেফতার করে নলহাটি থানার পুলিশ। । এদিন ধৃতকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/আরডিএন/ওওএইচ/২৩, তারিখ ১৪.০৭.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, হাওড়া স্টেশনের নিকটে যাত্রী নিবাস, হাওড়া-৭১১১০১ এতদ্বারা ৩ বছর সময়সীমার জন্য (১) ক্লাস্টার-III -এর অধীনে স্টেশনের জন্য আউট অফ হোম-তে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকারের চুক্তি প্রদান, (২) ক্লাস্টার-II, III, IV এবং VI -এর অধীনে স্টেশনের জন্য আউট অফ হোম-তে বাউন্ডারী ওয়াল এবং ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্ক এবং (৩) বর্ধমান স্টেশনে ভিডিও ওয়ালের মাধ্যমে রেলওয়ে ইনফরমেশন এবং বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও বিস্তারিত বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন। **ক্যাটালগ নংঃ এইচডব্লুএইচ-আরডিএন-ওওএইচ-১১। এসইকিউ. নং, লট নং, বিবরণ** নিম্নরূপঃ **এএ/১, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-ওএইচ-৩-২২-১,** তিন বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-III-এর অধীনে স্টেশনের [বেলানগর স্টেশন থেকে খানা স্টেশন (কামারকুন্ডু তারকেশ্বর-পিএফ ব্যতীত) এবং বর্ধমান স্টেশন থেকে শ্রীপতশ্রীখন্ড স্টেশন] আউট অফ হোম-তে (স্টেশন পরিসরের বাহিরে) বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার। **এএ/২, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এসএনটি-ওএইচ-৮১-২৩-২,** তিন বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-IV-এর অধীনে সাঁইথিয়া, রামপুরহাট এবং পাকুড় স্টেশনের রেলওয়ে অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্কে পেন্টিংয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার। **এএ/৩, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এসএনটি-ওএইচ-৮২-২৩-১,** তিন বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-IV-এর অধীনে সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, নলহাটি, মুরারই, তিলভিটা, কোটালপুকুর এবং পাকুড় স্টেশনের রেলওয়ে অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে বাউন্ডারী ওয়ালে পেন্টিংয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার। **এএ/৪, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেএএন-ওএইচ-৮৩-২৩-১,** তিন বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-III-এর অধীনে খানা, তালিত এবং গাংপুর স্টেশনের রেলওয়ে অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে বাউন্ডারী ওয়ালে পেন্টিংয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার। **এএ/৫, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এনডিএই-ওএইচ-৮৪-২৩-১,** তিন বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-VI-এর অধীনে নবদ্বীপধাম, ত্রিবেণী, সাহেবতলা, কাটোয়া এবং খাগড়াঘাট রোড স্টেশনের রেলওয়ে অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্কে পেন্টিংয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার। **এএ/৬, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এনডিএই-ওএইচ-৮৫-২৩-১,** তিন বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-VI-এর অধীনে নবদ্বীপধাম, পূর্বস্থলী এবং খাগড়াঘাট রোড স্টেশনের রেলওয়ে অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে বাউন্ডারী ওয়ালে পেন্টিংয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার। **এএ/৭, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিডিসি-ওএইচ-৮৯-২৩-১,** তিন বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-II-এর অধীনে ব্যান্ডেল, বৈঁচি এবং মেমারি স্টেশনের রেলওয়ে অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্কে পেন্টিংয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার। **এএ/৮, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিডিসি-ওএইচ-৯০-২৩-১,** তিন বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-II-এর অধীনে ব্যান্ডেল, মগরা, খন্যান, পান্ডুয়া এবং মেমারি স্টেশনের রেলওয়ে অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে বাউন্ডারী ওয়ালে পেন্টিংয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার। **এবি/১, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-ওএসডি-৮৬-২৩-১,** তিন বছর সময়সীমার জন্য ৫০:৫০ সময়/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থানে বর্ধমান স্টেশনের ভিতরে রেলওয়ে কর্তৃক স্থাপিত ৬(ছয়)টি ভিডিও ওয়ালের মাধ্যমে রেলওয়ে ইনফরমেশন এবং বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য অধিকার প্রদান। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ৩১.০৭.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টা।

HWH-162/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম।
রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬। **শ্রেণীঃ** পার্কিং-মিক্সড

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পার্কিং-১৪

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা.	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনভি-এমএক্স-৩৮-২৩-১	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন চার এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের উপরের বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এমএইচবিএ-এমএক্স-৩৭-২৩-১	মাথাভাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায়, দুই, তিন, চার এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের উপরের বাহনের জন্যে পার্কিং লটের পরিচালন
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-বিএক্সটি-এমএক্স-১৫-২৩-১	বামনহাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের উপরের বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-ডিএলও-এমএক্স-১৮-২৩-২	দলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় দুই, তিন, চার এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের উপরের বাহনের জন্যে পার্কিং লটের পরিচালন
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২	কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের উপরের বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন
এএ/৬	পার্কিং-এপিডিজে-জিকেজে-এমএক্স-৩৩-২৩-২	আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের গোলকগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় দুই চাকাযুক্ত, তিনি চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের উপরের বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন
এএ/৭	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএক্স-৪-২৩-১	আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বানারহাট রেলওয়ে স্টেশনের দুই, তিন, চার এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের উপরের বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন
এএ/৮	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-এমএক্স-২২-২৩-৪	আলিপুরদুয়ার জংশনে তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের উপরের বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০৭-২০২৩ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ৩১-০৭-২০২৩ তারিখে ১২.৪০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত টেণ্ডারকর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED

CIN: L27203WB1988PLC043705
Regd Office: 113, Park Street, 'N' Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Website: www.centuryextrusions.com **E-mail:** secretary@centuryextrusions.com

NOTICE OF THE 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

1. Notice is hereby given that the Thirty-Fifth (35th) Annual General Meeting of the Members of the Company will be convened on Friday, the 11th day of August, 2023 at 10:00 A.M. Indian Standard Time ("IST"), through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility in compliance with the General Circular No. 10/2022 of dated 28th December, 2022 read with para 3 and 4 of the General Circular No. 20/2020 of dated 5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") as well as SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at the AGM Venue.
2. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 05th day of August, 2023 to 11th day of August, 2023, (both days inclusive).
3. The Notice of the 35th AGM along with the Annual Report of the Company for the financial year ended 31st March, 2023 containing Audited Financial Statements, Board's report, Auditor's report and other statutory documents/reports, required to be attached thereto, sent to the members by email on 17th July, 2023, whose email addresses are registered with the Company or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, namely CB Management Services (P) Ltd. ("RTA") or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. The requirements of sending physical copies of the Notice of the 35th AGM Annual Report to the Members have been dispensed with vide the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars.
4. In line with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the 35th AGM and the Annual Report of the Company has been uploaded on the website of the Company, viz, **www.centuryextrusions.com** The notice and the Annual Report can also be accessed from the website of the Stock Exchanges namely National Stock Exchange of India Limited (NSE) at **www.nseindia.com** and Bombay Stock Exchange Limited (BSE) at **www.bseindia.com** respectively as well as on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) the agency for providing the remote electronic voting at **www.evotingindia.com**
5. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations read with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company is providing the remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all Resolutions which is set out in the Notice of the 35th AGM. Members have the option to cast their votes on any of the resolutions using the remote e-voting facility or through e-voting during the 35th AGM. Detailed procedures for remote e-voting / e-voting during the 35th AGM is provided in the Notice of the AGM.
6. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of 04th day of August, 2023 may cast their vote electronically, as set out in the Notice of the 35th AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
7. The remote e-voting period begins on 08th August, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and ends on 10th August, 2023 at 5:00 P.M. (IST) During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 04th August, 2023 may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting, thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
8. Any person who acquire shares and becomes Member of the Company after despatch of the AGM Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 04th August, 2023 may obtain the login ID and password by sending a request at **www.evotingindia.com** Or **rta@cbmsl.com**
9. Members are requested to express their views/send their queries in advance mentioning their name, DP ID and Client ID number/Folio No., email ID, mobile number at **secretary@centuryextrusions.com** till 4 p.m. (IST) on Monday 07th August, 2023. Members who would like to ask question during the 35th AGM of the Company need to register themselves as a speaker by sending their request preferably along with their question mentioning their name, DP ID and Client ID number/Folio No., email ID, mobile number to the Company's email address at **secretary@centuryextrusions.com** till 4 p.m. (IST) on Monday 07th August, 2023.
10. Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company/Company's RTA/Depository, can get the same registered and obtain notice of the 35th AGM of the Company along with the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2023 and/or login details for joining the 35th AGM of the Company through ("VC/OAVM") facility including e-voting, by sending a scanned copy of the following documents by the email to the Company's RTA's email id: **rta@cbmsl.com**
    a. A signed request letter mentioning your Name, Folio Number and Complete Address, Mobile Number and email address to be registered:
    b. Self - attested scanned copy of PAN Card;
    c. Self - attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card. Driving License, Voter Id Card, Passport) in support of the address of the member as registered with the Company.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com**, or call 1800225533.

The afore-mentioned information in being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars.

Place : Kolkata
Date : 18-07-2023

For Century Extrusions Limited
Rajan Singh
Company Secretary

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate tenders in two bid system for the following works:
1. NIT No. : X/095/006/2023-2024/BUSTEE
Name of work : **Improvement of bustee passage by laying cement concrete (1:2:4) at 42/1/D/1 Subhas Pally in Wd No.-95 Br-X**. Estimated Value (Including GST and CESS): **Rs. 3,50,632.28**. Earnest Money: **Rs. 7,020.00** . Time of Completion: **75 Days**.
2. NIT No. : EEC/BX/099/010/2023-24/BUSTEE
Name of work : **Development of passage by cement concrete at slum area near premises no. 3/59A, 2/96, 2/131A Vidyasagar Colony etc in ward-099, Br-X**. Estimated Value (Including GST and CESS): **Rs. 2,99,553.30**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00** . Time of Completion: **90 Days**.
3. NIT No. : EEC/BX/099/009/2023-24/BUSTEE
Name of work : **Maintenance of passage at slum area near premises no. 1/69, 1/99 Sree Colony, 2/67, Vidyasagar Colony etc in ward no.-099, Br-X**. Estimated Value (Including GST and CESS): **Rs. 3,86,369.74**. Earnest Money: **Rs. 7,730.00** . Time of Completion: **90 Days**.
4. NIT No. : EEC/BX/100/007/2023-24/BUSTEE
Name of work : **Improvement of passages with CC near premises no. D/111, D/100, D/98, E138 Ramgarh Colony etc in ward no.-100, Br-X**. Estimated Value (Including GST and CESS): **Rs. 3,20,161.39**. Earnest Money: **Rs. 6,410.00** . Time of Completion: **75 Days**.
5. NIT No. : EEC/BX/099/008/2023-2024/R
Name of work : **Maintenance of asphaltum road surface by laying hot asphaltum mix near premises no. 25 Lotus Park, 61/4 Jorabagan, C/6/1 Ramgarh etc in ward no.-099, Br-X**. Estimated Value (Including GST and CESS): **Rs. 2,85,139.91**. Earnest Money: **Rs. 5,710.00** . Time of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of bid: **26.07.2023** at **12 noon** (for sl. no. 1) and **28.07.2023** at **12 noon** (for sl. no. 2 to 5). Date and time of opening of bid: **28.07.2023** at **12 noon** (for sl. no. 1) and **02.08.2023** at **12 noon** (for sl. no. 2 to 5). The bid forms and other details are available on and from **18.07.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 1) and **19.07.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 2 to 5) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 5).

The **Director General (Mechanical)/Roads, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/ASPH/GG/MG-050/2022-23 (1st call)
Name of work : **Improvement of road surface near premises no.-20/1, 20/8, 20/19, 20/21 Nazrul Sarani and others in ward no.-143, Br-XVI under Roads(M) Department**. Estimate Amount(Incl. GST & CESS): **Rs. 3,86,470.73**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00** . Time of Completion: **15 Days**.
2. NIT No. : KMC/ASPH/GG/MG-045/2022-23 (1st call)
Name of work : **Development of road and different work at A-4, A-6, A-5, GS-10 etc Golfgreen in ward no.-095, Br-X under Roads(M) Department**. Estimate Amount(Incl. GST & CESS): **Rs. 4,68,719.82**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00** . Time of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **26.07.2023** at **3 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). Bid opening date of technical proposal (online): **28.07.2023** at **2 p.m.** (for sl. no. 1) and **28.07.2023** at **3 p.m.** (for sl. no. 2).
3. NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-16/2022-23 (1st call)
Name of works : **Development of uneven road surface at from newly built up Bansdroni Bazar compactor station to Hanuman Mandir in ward no.-98, Br-10 under Road's(M) Dept**. Estimate Amount(Incl. GST & CESS): **Rs. 4,57,001.59**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00** . Time of Completion: **07 Days**.
4. NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-18/2022-23 (1st call)
Name of works : **Development of uneven road surface from 25/2 P.G.N Shah Road to 68/39 Rajendraprasad Colony and 62/22 P.G.N Shah Road in ward no.-94, Br-X under Road's(M) Dept**. Estimate Amount(Incl. GST & CESS): **Rs. 4,98,703.50**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00** . Time of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of bid: **26.07.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 3) and **28.07.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 4).
5. NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-17/2022-23 (1st call)
Name of works : **Improvement of uneven road surface with lowering black top at S-35, B.P. Township to S-22 B.P Township in ward no.-110, Br-XI under Road's(M) Dept**. Estimate Amount(Incl. GST & CESS): **Rs. 4,97,804.76**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Time of Completion: **07 Days**.
6. NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-21/2022-23 (1st call)
Name of works : **Repairing of vehicle store room inside of Old Ex. Engg. Office Building and allied works at asphaltum G.G plant under Road's(M) Dept**. Estimate Amount(Incl. GST & CESS): **Rs. 2,98,060.08**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion: **25 Days**. Last date and time of submission of bid: **27.07.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 5 & 6).
7. NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-55/2022-23
Name of work : **Supply & fitting of buckets, vibrating screen, v belt different bearing etc & other allied works for Batch mix plant under Asphaultum Goragacha**. Estimate cost: **Rs. Quotation**. Earnest Money: **Rs. 8,500.00**. Period of Completion: **07 Days**.
8. NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-58/2022-23
Name of work : **Manufacturing, fitting fixing of L.O.C belt, bin box conveyor belt, pulley, roller & vulcanizing the belts for drum Mix plant 2 at Asphultum Goragacha**. Estimate cost: **Rs. Quotation**. Earnest Money: **Rs. 8,500.00**. Period of Completion: **10 Days**.
9. NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-57/2022-23
Name of work : **Supply and fitting fixing of paddle arms (LH & RH) and tips for pug mill mixer of Batch Mix Plant under Asphultum Goragacha**. Estimate cost: **Rs. Quotation**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **07 Days**. Last date and time of submission of bid: **31.07.2023** at **12 noon** (for sl. no. 7), **01.08.2023** at **12 noon** (for sl. no. 8) and **03.08.2023** at **12 noon** (for sl. no. 9). Bid opening date for technical proposal: **02.08.2023** at **1.30 p.m.** (for sl. no. 7), **03.08.2023** at **1.30 p.m.** (for sl. no. 8) and **05.08.2023** at **1 p.m.** (for sl. no.9). The bid forms and other details are available on and from **18.07.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 6), **20.07.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 7), **21.07.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 8) and **22.07.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 9) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 6) and **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 7 to 9).

445/23-24

ভারতীয় ফুটবল দলকে এশিয়ান গেমসে পাঠাতে প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ স্টিমাচ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ আসন্ন এশিয়ান গেমসে কি অংশগ্রহণ করতে পারবে ভারতীয় ফুটবল দলের? দিনদুয়েক আগেই জানা গিয়েছিল, শর্ত না মেলায় এ বারের এশিয়ান গেমসে খেলা হচ্ছে না ভারতের। নিয়মের গেরোয় ফেঁসেছে ভারতীয় টিম। আসলে ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে পরিষ্কার জানানো হয়েছে এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্রমতালিকায় প্রথম আটের মধ্যে থাকতে হবে কোনও টিমকে। আর প্রথম ৮-এ নেই ভারত। এই পরিস্থিতিতে এশিয়ান গেমসে ভারতের অংশ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ ইগর স্টিমাচ। টুইটারে জানালেন নিজের আবেদনের কথা। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে চিনের হাংঝাওতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১৯তম এশিয়ান গেমস। সেখানে অংশ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের দ্বারস্থ হলেন স্বয়ং ভারতীয় দলের কোচ। ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা এবং ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশনকে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের নির্দেশ, দলগত বিভাগে এশিয়ার মধ্যে ক্রমতালিকায় প্রথম আটের মধ্যে থাকা দলই অংশ নিতে পারবে। উল্লেখ্য, এশিয়ার দলগুলোর মধ্যে ১৮ নম্বরে রয়েছে ভারতীয় ফুটবল দল। তাই আসন্ন

এশিয়ান গেমসে ভারত যেন অংশ নিতে পারে সেই ব্যবস্থা যেন করে দেওয়া হয়, তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন সুনীলদের হেডস্যার। টুইটারে ভারতীয় দলের হেড কোচ ইগর স্টিমাচ লিখেছেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের কাছে আমার অনুরোধ, আমাদের ফুটবল দলকে এশিয়ান গেমসে খেলার অনুমতি দেওয়ার জন্য। আমরা আমাদের দেশ এবং তেরঙ্গার জন্য লড়াই করব।' সেই টুইটে স্টিমাচ ভারতীয় ফুটবল দলের উন্নতির কথা উল্লেখ করেছেন। একইসঙ্গে ভারত যে ২০১৭ সালে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল, সে কথা উল্লেখ করেছেন। গত ৪ বছর ধরে ভারতীয় ফুটবল টিমের কঠোর পরিশ্রম এবং সাফল্যের কথা তুলে ধরে ভারতের এশিয়াডে খেলার অনুমতি চেয়েছেন।

ইন্টার মায়ামির বরণ অনুষ্ঠানে মেসি

'আমি সব সময়ের মতোই জিততে চাই'

ফ্লোরিডা, ১৭ জুলাইঃ ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাত-ফ্লোরিডার গ্রীষ্মের পরিচিত রূপ অপেক্ষাটা বাড়াল। নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই ঘণ্টা পর শুরু হয় ইন্টার মায়ামির মেসিবরণ অনুষ্ঠান। এতে অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য একটুও কমেনি। ঝড়-বৃষ্টি শেষে আলো-আঁধারির মায়াবি খেলার মাঝে লিওনেল মেসি যখন ফোর্ট লডারডেলে ইন্টার মায়ামির ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে ঢুকলেন, বিপুল হর্ষধ্বনি আর করতালিতে তাঁকে স্বাগত জানান ফ্লোরিডার ক্লাবটির সমর্থকেরা। শুধু কি সমর্থকদের হর্ষধ্বনিই? ছিল আলোর রোশনাই, আতশবাজির ঝলকানি আর কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার সংগীতের মূর্ছনাও। এমন আয়োজনেই মেসিকে বরণ করে নিয়েছে ইন্টার মায়ামি। এত আয়োজনের মধ্যেও সবাই অপেক্ষায় ছিলেন, যাঁকে নিয়ে এই আয়োজন, সেই মেসি কী বলেন। মেসির কথা শুনে খুশিই হওয়ার কথা ইন্টার মায়ামির সমর্থকদের। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে মেসি বললেন, ''আমি খুব খুশি যে পরিবার নিয়ে থাকার জন্য এ শহরটা বেছে নিয়েছি। আমি খুশি যে এই প্রকল্প বেছে নিয়েছি। আমরা সবকিছু খুব উপভোগ করব। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।'' যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ইন্টার মায়ামির অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। ইস্টার্ন করফারেন্সে ১৫ দলের মধ্যে তাদের অবস্থান সবার নিচে। কিন্তু মেসির কথায় আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেতে পারে দলটির সমর্থক আর মালিকপক্ষ, ''আমরা ভালো সময় কাটাতে যাচ্ছি এবং ভালো কিছু ঘটবে। আপনাদের ধন্যবাদ, আজকের সব আয়োজনের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।'' মেসি এরপর আরও বড় স্বপ্ন দেখালেন ইন্টার মায়ামির সমর্থকদের, ''প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অনুশীলনে নামতে আমার তর সইছে না।'' বয়স হয়ে গেছে ৩৬

বছর। কেরিয়ারের গোধূলিলগ্নে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক। কেউ কেউ বলছেন, এই বয়সে মেসি কতটুকু দিতে পারবেন মায়ামিকে! মেসি হয়তো তাদের উদ্দেশেই বললেন, ''সব সময়ের মতো আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সেই একই তাড়না বোধ করছি। সত্যি, আমি সব সময়ের মতো জিততে চাই এবং মায়ামিকে আরও বেড়ে উঠতে সাহায্য করতে চাই।'' আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে বরণের বিশেষ এই আয়োজনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'দ্য আনভেইল' বা উন্মোচন। ভারতীয় সময় ভোর চারটেয় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাতের কারণে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে প্রায় দুই ঘণ্টা পর। এতেও অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব কমেনি। ফ্লোরিডার পোর্ট লডারডেলের ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে তুমুল হর্ষধ্বনি আর করতালিতে মেসিকে স্বাগত জানিয়েছেন ইন্টার মায়ামির সমর্থকেরা। ক্লাবের সহমালিক বেকহাম ইনস্টাগ্রামে লিখেছিলেন, 'লিও, আমরা খুবই গর্বিত যে তুমি কেরিয়ারের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য আমাদের ক্লাবকে বেছে নিয়েছ।' আজ মেসিকে পাশে রেখে তাঁকে চমকে দিতে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলেন প্রাক্তন ইংলিশ অধিনায়ক, 'বিয়েভেনিদো আ নুয়েস্ত্রো ফামিলিয়া, লিও'। যার অর্থ-'আমাদের পরিবারে তোমাকে স্বাগত, লিও।' বেকহামের মুখে স্প্যানিশ শোনার পর গ্যালারিতে আনন্দের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। ক্লাবের সিংহভাগ অংশের মালিক দুই ভাই-জর্জ ম্যাস ও হোসে ম্যাস। কিউবান বংশোদ্ভূত দুই মার্কিন ব্যবসায়ীও মেসিকে বরণ করে নিতে এসেছিলেন। দোভাষী জর্জ ম্যাস বলেছেন, 'আজকের রাত এই শহরের জন্য একটি উপহার ও উদযাপনের। আমরা বৃষ্টির মধ্যেই আনন্দ করছি। এই জল পবিত্র।' মেসি যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখার পর প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আর দেশটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নন-সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ট্রল পেজগুলো এখন এই ধরনের পোস্টে ছয়লাপ। জর্জ ম্যাস অবশ্য এই ধরনের মজা করেননি। তবে বক্তব্যের শেষটায় মেসিকে যুক্তরাষ্ট্রের নম্বার ১০ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, ''সময় এখন আমাদের। দেশের ফুটবল প্রকৃতি বদলে দেওয়ার এটাই সঠিক মুহূর্ত। এই যে আপনাদের নতুন নাম্বার ১০, আমেরিকার নাম্বার ১০।''

'মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি ইউএস ওপেন হারার পর, কিন্তু দ্বিগুণ উদ্যমে ফিরে আসব' প্রত্যয়ী সিন্ধু

হায়দরাবাদ, ১৭ জুলাইঃ ভারতের শীর্ষ শাটলার পিভি সিন্ধু বলেছেন যে ইউএস ওপেনে গাও ফাং জিয়ের কাছে তাঁর কোয়ার্টার ফাইনালে হার তার উপর গভীর মানসিক প্রভাব ফেলেছে। সিন্ধু শুক্রবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্সিল ব্লাফসে সুপার ৩০০ টুর্নামেন্টে চিনের ফ্যাং জিয়ের কাছে ২০-২২, ১৩-২১ হেরে যায়। পিভি সিন্ধু কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্যাং জি-এর প্রশংসা করার জন্য ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেছিলেন। চিনা খেলোয়াড়, যাকে তিনি এই মাসের শুরুতে কানাডা ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত করেছিলেন। সেই ম্যাচে সিন্ধুর দুর্বলতা থেকে শিখেছিলেন তিনি এবং এবার তাঁকে পরাজিত করেছিলেন গাও ফাং জিয়ে। নিজের পোস্টের মাধ্যমে পিভি সিন্ধু জানিয়েছেন, এই পরাজয়টি তাঁর উপর একটি উল্লেখযোগ্য মানসিক প্রভাব ফেলেছে। প্রতিটি সফল টুর্নামেন্টের পর পরাজয়ের অভিজ্ঞতা যে হতাশাজনক হয় সেটিও জানিয়েছেন সিন্ধু। তবে এখানেই হাল ছাড়তে চান না সিন্ধু। তিনি তাঁর প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ করতে চান এবং বছরের বাকি সময়ে সত্যিই অসাধারণ পারফরমেন্স করতে চান। সেই জন্য নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে তুলছেন সিন্ধু। পিভি সিন্ধু নিজের পোস্টে লিখেছেন, 'আমার ইউএস ওপেনের যাত্রা কোয়ার্টার ফাইনালে শেষ হয়ে যায়। যেখানে আমি প্রতিভাবান গাও ফাং জি-এর মুখোমুখি হয়েছিলাম।' সিন্ধু একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, 'এর আগে কানাডায় তাঁকে পরাজিত করলেও, সে এবার আমার

দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে আমাকে স্ট্রেট সেটে হারায়। পরের বার যখন আমি গাওর মুখোমুখি হব, তখন একটি বড় লড়াই হবে।' তিনি আরও বলেন, 'এই পরাজয় আমার ওপর উল্লেখযোগ্য মানসিক প্রভাব ফেলেছে। প্রতিটি সফল টুর্নামেন্টের পর পরাজয়ের অভিজ্ঞতা হতাশাজনক। যাইহোক, আমি আমার প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ করতে এবং বছরের বাকি অংশটিকে সত্যিই অসাধারণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' দুইবারের অলিম্পিক পদক বিজয়ী লক্ষ্য সেনকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন যে তাঁর চিত্তাকর্ষক পারফরম্যান্স দেখতে সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক হয়েছে। সেনের যাত্রা তাঁকে সেমিফাইনালে নিয়ে যায়, তবে চূড়ান্ত চ্যাম্পিয়ন লি শি ফাংয়ের কাছে তিনি হেরে যান। সিন্ধু লিখেছেন, 'আমি লক্ষ্যের জন্য আমার সত্যিকারের আনন্দ প্রকাশ করতে চাই, সে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও অসাধারণভাবে ভালো পারফর্ম করছে। তাঁর শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখতে সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক।' ২০২৩ মরশুমে সিন্ধু তাঁর সেরা হতে পারেনি। তিনি প্রথম রাউন্ডে পাঁচবার এবং ১৬ রাউন্ডে দুবার পরাজয়ের সম্মুখীন হন। এ বছর এ পর্যন্ত খেলা ১১টি টুর্নামেন্টে তিনি মাত্র একবার ফাইনালে এবং দুবার সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন।

দ্রাবিড়ের জায়গায় হেড কোচ হবেন লক্ষ্মণ!

মুম্বই, ১৭ জুলাইঃ এই মুহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলতে ব্যাস্ত ভারতীয় ক্রিকেট দল। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে এই মুহূর্ত টেস্ট সিরিজ খেলছেন রোহিতরা। ইতিমধ্যেই একটি টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে। আরও একটি টেস্ট রয়েছে। এরপর ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ওডিআই এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। যদি টেস্ট এবং ওডিআইতে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা থাকলেও, টি-টোয়েন্টিতে তারা নেই। এই ক্যারিবিয়ান সিরিজ শেষ হলেই আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলবে ভারত। আইরিশদের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে কোচ হিসাবে দেখা যাবে না রাহুল দ্রাবিড়কে। তাঁর পরিবর্তে দলকে কোচিং করাবেন এনসিএ প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ। ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী জানা গিয়েছে, আয়ারল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে থাকবেন ভিভিএস। সেই সফরে বিশ্রাম দেওয়া হবে রাহুল দ্রাবিড়কে। কারণ এরপর এশিয়া কাপ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার। সেই জন্য বিসিসিআই এমন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। যদিও এখনও সরকারি ভাবে কোনও কিছুই জানায়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সেই সূত্র মারফত এও জানা গিয়েছে শুধু রাহুল দ্রাবিড় একা নন, একই সঙ্গে ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠৌর, বোলিং কোচ পরশ মামব্রেকেও বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভিভিএসের সঙ্গে সীতাংশু কোটাক বোলিং কোচ হিসাবে এবং হৃষিকেশ কানিটকর ব্যাটিং কোচ হিসাবে আয়ারল্যান্ড সফরে ভিভিএসের সঙ্গে যেতে পারেন তারা।

ত্রিনিদাদে নয়া মাইলস্টোনের সামনে বিরাট, মাঠে নামলেই গড়বেন রেকর্ড

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ব্যস্ত ভারতীয় দল। ডমিনিকায় ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে দাপটের সঙ্গে প্রথম টেস্ট জিতেছেন রোহিত শর্মারা। এ বার এই টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ ম্যাচ হবে ২০ জুলাই থেকে। আর সেই ম্যাচে মাঠে নামলেই রেকর্ড গড়বেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ডমিনিকায় কোহলি ৭৬ রানের ইনিংস উপহার দেন। কিন্তু বিদেশের মাটিতে তাঁর সেঞ্চুরির খরা এখনও কাটেনি। এরই মাঝে ত্রিনিদাদে হতে চলা দ্বিতীয় ম্যাচে মাইলস্টোনের সামেন দাঁড়িয়ে বিরাট। কী সেই রেকর্ড? **পোর্ট অব স্পেনে যে রেকর্ড গড়তে চলেছেন বিরাট কোহলি-** আসলে ডমিনিকায় বিরাট কোহলি তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারের ৪৯৯তম ম্যাচে খেলেছেন। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটি হতে চলেছে কোহলির আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ৫০০তম ম্যাচ। ফলে পোর্ট অব স্পেনে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার জন্য মাঠে নামলেই রেকর্ড গড়বেন কিং কোহলি। **সচিন-দ্রাবিড়দের এলিট গ্রুপে বিরাট-** সচিন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, মহেন্দ্র সিং ধোনির পর চতুর্থ ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ৫০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলতে চলেছেন ভিকে। টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের মধ্যে ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে এখনও অবধি সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন ভারতীয় কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর। তিনি ৬৬৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। মাস্টার ব্লাস্টারের পর সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ভারতীয় ক্রিকেটারদের তালিকায় ২ নম্বরে রয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তিনি

ভারতের হয়ে ৫৩৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। এই তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছেন বিরাট কোহলিদের বর্তমান হেড স্যার রাহুল দ্রাবিড়। তিনি মোট ৫০৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। **এখনও অবধি ৪৯৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে বিরাট কোহলির পারফরম্যান্স-** এখনও অবধি ১১০টি টেস্টে কোহলি মোট ৮৫৫৫ রান করেছেন। তাঁর সর্বাধিক রান ২৫৪। ওডিআই ক্রিকেটে ২৭৪টি ম্যাচে ১২৮৯৮ রান করেছেন। সর্বাধিক ১৮৩ রান। আন্তর্জাতিক ওডিআই ক্রিকেটে কোহলির নামে ৪টি উইকেটও রয়েছে। আর ১১৫টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৪০০৮ রান করেছেন বিরাট। সর্বাধিক ১২২। ওডিআইয়ের মতো আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটেও ৪টি উইকেট নিয়েছেন বিরাট। এ বার দেখার কেরিয়ারের ৫০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচে তিনি কেমন পারফর্ম করেন।

মরসুমের প্রথম জয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশকে হারিয়ে স্বস্তি লাল-হলুদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল যতটা না ভালো খেলেছিল, তার চেয়ে বেশি বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধে পুলিশ টিম সমতা ফেরানোর পর, জয়ের জন্য কিছুটা মরিয়া হয়ে ওঠে লাল-হলুদ। প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল দুই গোল করলেও, সেই ভাবে মরিয়া ভাব ছিল না দলের মধ্যে। আর ২টি গোলের মধ্যে একটি ছিল আত্মঘাতী, অন্যটি পেনাল্টি থেকে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেটা মিস করেন সার্থক গলুই। ফিরতি বল অবশ্য সার্থকই জালে জড়ান। আর আত্মঘাতীয় গোলটি করেছিলেন পুলিশের তপেন্দু ঘোষ। বিরতির আগেই পেনাল্টি থেকে পুলিশের সুব্রত বিশ্বাস ১-২ করেছিলেন। আর দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হওয়ার ঠিক পরেই রাজীব দত্ত ২-২ সমতা ফেরান। এর পরেই কিছুটা মরিয়া ভাব দেখা যায় লাল-হলুদের মধ্যে। তার মধ্যে ম্যাচের ৬৮ মিনিটে পেনাল্টি এবং পেনাল্টি থেকে দীপ সাহার গোলের পর আত্মবিশ্বাসী লাগে লাল-হলুদকে। বরং পুলিশ টিমকে তখন কিছুটা ক্লান্ত লাগছিল। তার জেরে নিজেদের মধ্যে ভুল করে আরও এক গোল খেয়ে বসে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। অভিষেক কুঞ্জুম ৪-২ করেন। এরপর আর কোনও দলই গোলের মুখ খুলতে পারেনি। ইস্টবেঙ্গল পুরো ৩ পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ল।

কেইনকে পেতে বায়ার্নের সঙ্গে লড়াইয়ে পিএসজি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

দলবদলে হ্যারি কেইনকে নিয়ে উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। তাঁকে দলে টানতে কিছুদিন ধরে টটেনহামের সঙ্গে দর-কষাকষিতে ছিল শুধু বায়ার্ন মিউনিখ। কিন্তু বায়ার্নের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে এবার লড়াইয়ে শামিল হলো পিএসজিও। অবশ্য কেইন যদি টটেনহাম ছেড়ে ফরাসি চ্যাম্পিয়নদের ডেরায় আসতে রাজি হন, তাহলেই তাঁকে নেওয়ার ব্যাপারে মাঠে নামবে প্যারিসের ক্লাবটি। কেইনকে নিয়ে পিএসজির এই আগ্রহের সঙ্গে অবশ্য কিলিয়ান এমবাপের দলে থাকা বা না থাকার কোনো সম্পর্ক নেই। ইংলিশ স্ট্রাইকারকে বিকল্প হিসেবে দেখার পাশাপাশি দলের আক্রমণভাগের শক্তি বৃদ্ধির অস্ত্র হিসেবেও দেখা হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে ৩০তম জন্মদিন পালন করতে যাওয়া কেইনের সঙ্গে অবশ্য এখনো টটেনহামের এক বছরের চুক্তি বাকি আছে। টটেনহাম চেয়ারম্যান ড্যানিয়েল লেভি অবশ্য কেইনের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যেখানে তাঁর লক্ষ্য কেইনকে আরও তিন মরসুমের জন্য ধরে রাখা। কেইনকে রাখার জন্য বেতনের অঙ্কও দ্বিগুণ করার কথা শোনা যাচ্ছে। টটেনহামের সভাপতি লেভির কোনো অবস্থাতেই কেইনকে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে ছাড়ার ইচ্ছা নেই। আর শেষ পর্যন্ত যদি চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো সম্ভব না হয়, তাহলে প্রিমিয়ার লিগের বাইরের কোনো ক্লাবে ১০ কোটি পাউন্ডে কেইনকে ছাড়তে চান লেভি। এদিকে বায়ার্ন এরই মধ্যে কেইনের জন্য দুবার প্রস্তাব দিয়েছে টটেনহামকে। কিন্তু দুটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেছে

স্পাররা। ক্লাবের এক সূত্র ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমসকে জানিয়েছে, কেইনের সঙ্গে ব্যক্তিগত শর্তে ঐকমত্যে পৌঁছেছে বায়ার্ন। আর কেইন নিজেও নাকি জার্মানিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। তবে পিএসজির বিশ্বাস, তারা কেইনের জন্য বায়ার্নের চেয়ে ভালো প্রস্তাব দিতে পারবে। ধারণা করা হচ্ছে, কেইনের ব্যাপারে এ মাসের শুরুতে লেভির সঙ্গে আলাপ করেছেন পিএসজি সভাপতি নাসের আল-খেলাইফি। কেইনকে বায়ার্নের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিতে পিএসজি মুখিয়ে থাকলেও তাঁকে ধরে রাখার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বায়ার্ন সভাপতি উলি হোয়েনেস। দলের অনুশীলনে ক্যাম্পে এসে সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছেন, কেইন এরই মধ্যে বায়ার্নে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়ে ফেলেছেন। এখন টটেনহাম সভাপতি লেভির সঙ্গে তাদের দর-কষাকষি চলছে। কেইনের সঙ্গে বোর্ড সদস্য কার্ল-হেইঞ্জ রুমেনিগে ও প্রধান নির্বাহী ইয়ান-ক্রিস্টিয়ান ড্রেসেনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে জানিয়ে হোয়েনেস বলেছেন, ''এখনও পর্যন্ত ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে, তা হলো সব ধরনের আলাপে হ্যারি (কেইন) নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পরিষ্কার বার্তা দিয়েছে। বিষয়টা যদি এমনটাই থাকে, তাহলে আমরা তাকে পাব। আর টটেনহামকেও তাকে ছাড়তে হবে।'' গত মরসুমে টটেনহাম ৮ নম্বরে থেকে প্রিমিয়ার লিগ শেষ করেছে। কেইন যদি ক্লাবটিতে থেকে যান, আগামী মরসুমে ইউরোপের শীর্ষ প্রতিযোগিতায় দর্শক হয়ে থাকতে হবে তাঁকে। অন্যদিকে, শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তায় বুন্দেসলিগা শিরোপা ধরে রেখেছে বায়ার্ন। বায়ার্নে গেলে ফের ইউরোপিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে মাঠে নামার সুযোগ পাবেন কেইন। প্রসঙ্গটি পরোক্ষভাবে মনে করিয়ে দিয়ে হোয়েনেস বলেছেন, ''তাঁর সামনে সুযোগ আছে ইউরোপের শীর্ষ ক্লাবে আসার।'' গত মরসুমের শেষ দিকেই মূলত কেইনের টটেনহাম ছাড়ার বিষয়টি সামনে আসে। শুরুতে তাঁকে নেওয়ার দৌড়ে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। মূলত, করিম বেনেজেমার বিকল্প হিসেবেই ভাবা হচ্ছিল কেইনকে। এরপর রিয়ালের সঙ্গে লড়াইয়ে নামে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডও। তবে রিয়াল এমবাপেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আর ইংলিশ ক্লাবে কেইনকে না ছাড়ার বিষয়ে অটল অবস্থান নেয় টটেনহাম। এ সুযোগ নিয়েই মূলত মাঠে নামে বায়ার্ন। আর এখন যুক্ত হয়েছে পিএসজিও। শেষ পর্যন্ত কেইনের ভবিষ্য কী, তা জানতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।

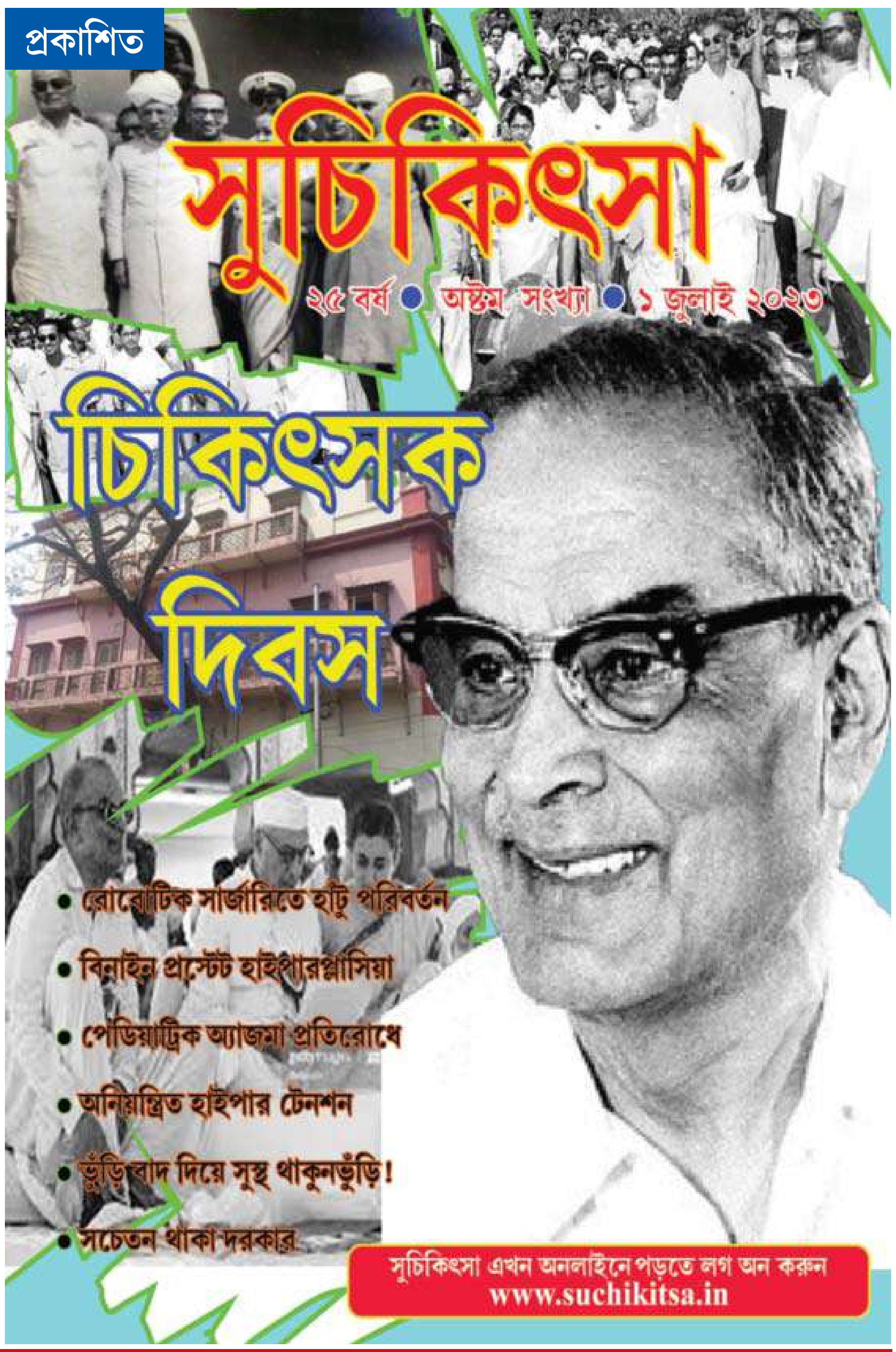

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501